

ସ୍ଥାପନା ।

महाकाव्य ।

শ্রীভুলসীদাস গোস্বামী
বিস্মৃতিত ।

ঐহরিমোহন গুপ্ত কর্তৃক বাঙ্গালান্তার
 অনুবাদিত ।
 দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ।



মহানহিম মহিমান্ব

শ্রীমমহারাজ ধীরাজ মহতাবচন্দ্র
বাহাদুর প্রবলপ্রতাপেযু ।

হে মহারাজ !

বাল্যকালাবধি তুলসীদাসের প্রতি আমার
অত্যন্ত অনুরাগ, অধুনা বোধ হইতেছে, এই
অনুরাগ নিতান্ত অপাত্রে নাস্ত হয় নাই,
কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা অতি প্রধান
কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুলসীদাস যে তাঁহা-
দিগের মধ্যে এক জন, তাহাতে অণুমাত্র
সংশয় নাই । হিন্দুস্থানের লোকেরা তাঁহাকে
যে রূপ কবিপদবীতে আকৃষ্ট করাইয়াছেন,
তাঁহা নিম্নলিখিত দোহাটি দৃষ্টি করিলেই
অস্বদেশস্থ লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম
হইবে ।

সুর সুরজ তুলসীশশি উজ্জয়কেশবদাস ।

শ্রবকে কবিখ্যোতসম যাঁহা তাঁহা করছি প্রকাশ ॥

সুরদাস সূর্যাসম জগতে প্রকাশ ।

তুলসী শশির তুল্য করেন বিলাস ।

সুকবি কেশবদাস তারাগণ মত ।

খদোত সমান অন্য পদ্যকার যত ।

বহুকালাবধি আমি অদগত আছি, তুলসী-
দাসের প্রতি মহারাজের অতুল অনুরাগ ।
অতএব এই অনুবাদিত কাব্যখানি মহারাজকে
উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম, তুলসীদাস
বিরচিত মূল কাব্য পাঠে আপনি যেরূপ অনি-
র্জনীয় প্রীতিলভ করেন, এই বাঙ্গালা
অনুবাদ দ্বারা যদিও সেরূপ প্রত্যাশা নাই,
তথাচ ইহা যে কিয়দংশে প্রীতিপ্রদ হইবে,
তাঁহাতে আমার ভরসা আছে ।

একান্ত বশংবদ

শ্রীহরিনোহন গুপ্ত ।

বিজ্ঞাপন

বান্দালা দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ লোক-
দিগের মধ্যে কেহ কেহ তুলসীদাসের দুই
একটি দোহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার
প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত সমাদর করেন, ঐ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যগুলিন সুচারু উপমাসংবলিত
জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা পরিপূরিত। তুলসী
দাস সতসই সতসই নামক দোহান্তরচনা
পূর্বক যে ক্ষুদ্র কাব্য খানি প্রণয়ন করেন, উহা
তাঁহারি অন্তর্গত, ফলতঃ ঐ পদ্য গুলিন
অত্যন্ত মনোহর, সুতরাং বলিতে হইবে, এ
দেশের লোকের নিকটে তিনি তদ্বারাই এক
প্রকার পরিচিত আছেন, এতদ্ভিন্ন ভগবান্
রামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়াও প্রসিদ্ধ, এই পর্য্যন্ত
তাঁহার পরিচয়ের সংখ্যা, কিন্তু এ স্থলে তদ্বি-
ষয়ে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত বর্ণন অসম্বাদ্যের আব-
শ্যক বোধ হইতেছে।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যে দেশে অকৃত
ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশে কবি-
দিগের জীবনচরিত পাঁইবার সম্ভাবনা কি !
তবে যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,
তাহাই লেখা গেল। সত্য মিথ্যা তথ্যানু-
সন্ধানের ভার পাঠকগণের উপর রহিল।

হিন্দুস্থানের লোকেরা তুলসীদাসকে
বাল্মীকির অবতার বলিয়া নির্দেশ করি-
য়াছেন এ বিষয়ে একটি প্রাচীন দোহা
আছে।

জনক ভূপতি নানক শুকদেব भए कवीर !
बाल्मीकि तुलसी भए उधव सुरमरीर ॥

জনক ভূপতি শুক নানক শরীর।

শুকদেব অবতীর্ণ হইয়ে কবীর ॥

বাল্মীকি তুলসীরূপে ভগতে প্রকাশ।

কুমসখা উদ্ধব আপনি মুরদাস ॥

নাভাজী সপ্রণীত ভক্তমালা ঐ রূপে
তুলসীদাসকে বাল্মীকি বলিয়া বর্ণন করি-
য়াছেন।

কলিকুটিলজীব নিস্তারহিনবান্ধীকতুলসী মণ ।
 ত্রৈতা কাব্যনিবন্ধ করি শতকোটীরামায়ণ (১) ।
 এক অক্ষর উদ্ধরৈ ব্রহ্মহত্যাদিপরায়ণ ॥
 অব ভক্ত কি সুখ দেনি বহু লীলা বিস্তারি ।
 রামচরণরস রটত অহনিশি ব্রতধারী ॥
 সংসারসাগর অপরকো সুগমরূপ নৌকালয় ।
 কলিকুটিল ইত্যাদি ।

কলির কুটিল জীব করিতে নিস্তার ।
 বান্ধীকির তুলসীকণ্ঠেতে অবতার ॥
 ত্রৈতায়ুগে মহাকাব্য রচিলেন মুনি ।
 রামায়ণে শতকোটি শ্লোক শাস্ত্রে শুনি ॥
 এক এক অক্ষর এমনি উদ্ধর হয় ।
 অবশেষে ব্রহ্মহত্যা আদি পাপক্ষয় ॥
 অধুনা সে মুনিবর করুণার সেতু ।
 করিলেন বহু লীলা তত্ত্ব স্থ হেতু ॥
 রামপাদপদ্ম মধুপানে মত্ত মন ।
 দিবানিশি তপ জপ ব্রত পরায়ণ ॥
 করিবারে এই ভব পারাবার পার ।
 সুগমভঙ্গ সুম হয় তরণী তাঁহার ॥

(১) শতকোটি প্রবিশ্তারে রামায়ণে মহার্ণবে ।

অঙ্কুরামায়ণ ।

এ স্থলে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, তুলসীদাস অসামান্য মহাপুরুষ, অতএব তাঁহার বিবরণ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এত হইতে সঙ্কলন পূর্বক পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করণার্থ প্রকাশ করা গেল (২)

“ভক্তমালা বর্ণিত আছে তুলসীদাস স্বকীয় পত্নী কর্তৃক রামোপসনায় প্রবর্তিত হন। অনন্তর তিনি দেশপর্যটনে যাত্রা করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হন, সেখানে হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং হনুমান তাঁহাকে কবিত্বশক্তি ও অলৌকিক ক্রতি-ত্বশক্তি প্রদান করেন, তখন সাজাহান দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন, তুলসীদাসের যশঃশ্রবণ করিয়া তাঁহার আনয়ননিমিত্ত লোক প্রেরণ

(২) সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীমত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইরাছে। তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব সংশোধন পূর্বক আপনার নিকটে রাখিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা এ স্থলে অধিকল উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা গেল।

করিলেন, এবং তিনি উপস্থিত হইলে পর
 कहিলেন, তুমি রামচন্দ্রকে আনয়ন কর, তুলসী
 দাস ইহাতে অস্বীকৃত হইলে বাদশাহ তাঁহাকে
 কারাগারস্থ করিলেন। তাহাতে বিষম বিপত্তি
 উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ বানর একত্র সমা-
 গত হইয়া কারাগার ও তৎসন্নিহিত গৃহ সকল
 ভগ্ন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমীপবর্তী
 লোকেরা ভয়প্রযুক্ত তুলসীদাসের বিমোচনার্থ
 রাজসন্নিধানে আবেদন করিল। সাজাহান
 তাঁহাকে মুক্ত করিয়া कहিলেন, তুমি যে অব-
 মানিত হইয়াছ, তাহার প্রতীকারার্থ কোন বর
 প্রার্থনা কর। তুলসীদাস এই প্রকার আশ্বা-
 সিত হইয়া বাদশাহের দিল্লী পরিত্যাগ
 প্রার্থনা করিলেন। সাজাহান তদনুসারে সে
 স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাজাহান বাদ নামক
 অভিনব নগর নির্মাণ করাইলেন। অধুনা
 তাহারি দিল্লী রাজধানী হইল। তদনন্তর
 তুলসীদাস হুন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নান্য-
 জীব সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে

রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা সীতা রামের উপাসনার প্রধান পক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাসের স্বরূপ গ্রন্থ ও পরম্পরাগত জনশ্রুতি দ্বারা যে রূপ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, পূর্বোক্ত উপাখ্যানের সহিত কোন কোন অংশে তাহার কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঐ সমুদয় গ্রন্থ ও জনশ্রুতি অনুসারে অবগত হওয়া যায়, চিত্রকূট সমীপবর্তী হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে তাঁহার জন্ম হয়, কিঞ্চিদ্রয়োধিক হইলে, তিনি কাশীর রাজার দেওয়ান হইয়া কাশী-নগরীতে অবস্থিতি করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি গুরু সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনসমীপে গোবর্দ্ধনে গমন করেন। তথা হইতে বারানসী প্রত্যাগমন পূর্বক ১৬৩১ সংবতে হিন্দু ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি মনমহর স্তব:

সুই, রামগুণাবলি, গীতাবলি ও বিনয়পত্রিকা রচনা করেন। সতসই গ্রন্থ কিঞ্চিদধিক সপ্ত শত শ্লোকময়, রামগুণাবলিতে রামগুণ বর্ণিত এবং গীতাবলী ও বিনয়পত্রিকায় ভক্তি ও নীতিবিষয়ক বহুতর শ্লোক নিবেশিত আছে। তুলসীদাস চিরজীবন কাশীধামে বাস করিয়া তথায় রামসীতার মন্দির ও তৎসম্বিহিত একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন, ঐ উভয়ই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, অবশেষে জাহাঙ্গীর বাদশার রাজ্য কালে ১৬৮০ সংবতে তাঁহার লোকান্তর ঘাণ্ডি হয়।

সংবৎ মোলহ মথ আমি গঙ্গাকে তীর।

মাখন গুল্লা মনম তুলসী ত্যজী মরীর ॥

কিন্তু তাঁহার মাজাহান বাদশাহ সম্বন্ধীয় যে উপাখ্যান আছে, এ রূতান্তের সহিত তাহার সময়ের ঐক্য হয় না।”

অধ্যাপক উইলসন সাহেব স্বাধীনত উপাসক সম্প্রদায়ে তুলসীকৃত রামায়ণকে হিন্দি

অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং
আমরাও হিন্দি অনুবাদ বলিয়াই ব্যাখ্যা
করিতে বাধ্য হইয়াছি, ফলতঃ উহা সংস্কৃত
রামায়ণের ভাবান্তর নহে, ইহা তুলসীদাস
স্বয়ং কহিয়াছেন ।

মে পুনি নিজ গুরুমন পুনি কথা সুকর খেত ।
সমুদ্র নহি সুবালপন তব অতিরহে অচেত ॥
শ্রোতা বক্তা জ্ঞাননিধি কথা রামকি গুড় ।
কিমি সমুদ্রে যহ জীবজড় কলিমলয়মিতধিমুড় ॥

আমি তাহা শুনি নিজ গুরু সম্বিধান ।
রামকথা শ্রুত কর ক্ষেত্রের সমান ॥
তখন বালক তাল বুঝিতে না পারি ।
অজ্ঞানতা অন্ধকার ছিল মনে তারি ॥
শ্রোতা বক্তা জ্ঞানী হলে রামকথা গুট ।
নতুবা বুঝিবে কিবা যেই জন মূঢ় ॥

তদপী কহি গুরু বারহি বারা ।
সমুদ্রি পরী কহু মতি অনুসারা ॥
ভাষাবন্ধ করব মে সৌদ ।
মোরে মন প্রবোধ জেহি হৌদ ॥

তবু বলিলেন গুরু পুনশ্চ আমারে ।

বুঝিয়ে কিঞ্চিৎ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ॥

করিলাম তাই তার ভাষা বিবরণ ।

অবোধ চিত্তের মম প্রবোধকারণ ॥

বাল্মীকিরামায়ণের প্রথমে কবীশ্বর (৩)

বাল্মীকি মহর্ষি নারদকে (৪) জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তুলসীকৃত রামায়ণে ভরদ্বাজ মুনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন ।

ভরদ্বাজ জিনি প্রশ্ন ক্রিয় যাজ্ঞবল্ক মুনিপাদ ।

প্রথম মুখ্য সংবাদ মোর কহি হৈঁ হৈঁ বুদ্ধাদ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য মুনির পাইয়া দরশন ।

জিজ্ঞাসেন যাহা ভরদ্বাজ তপোধন ॥

প্রথমতঃ হয় তাহা মুখ্য সমাচার ।

বিবরিয়া বিশেষ বলিব আমি তার ॥

(৩) সীতারামগুণপ্রাপ্তপুণ্যারণ্যবিহারিণী ।

বন্দে বিশ্বক্সিজ্ঞানো কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥

তুলসীকৃত রামায়ণ বালকাণ্ড ।

(৪) তপসাদ্যায় নিবৃত্তপত্নী বাণিদাঘরঃ ।

*নারদঃ পরিপ প্রশ্ন বাল্মীকিরূপনিস্তমঃ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ. বালকাণ্ড । ১ শ্লোক ।

এবস্থিধ বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শন দ্বারা
স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে তুলসীকৃত রামায়ণ
আদি কবি বাল্মীকি বিরচিত মহাকাব্যের
অনুবাদ নহে, তবে তাহা অবলম্বন হইতে
পারে। প্রাচীন কবিরা যে নব্য কবিদিগের
পথপ্রদর্শক, তাহাতে সংশয় নাই। রঘুবংশে
কালিদাস কহিয়াছেন (৫) তুলসীদাস ও
স্বপ্রণীত রামায়ণে সেইরূপ নির্দেশ করি-
য়াছেন।

অতি অপর জি মরিতবর জাঁ নৃপ সেতুকরাহিঁ ।
অদি পিপিলিকা পরমলঘু বিনু শ্রম পারহিঁজাহিঁ ॥

যদি কোন স্তপতি করেন ধর্ম হেতু।

বেগবতী স্রোতস্বতী উপরেতে সেতু ॥

তা হইলে পিপিলিকা অতি লঘুকায়।

বিনা শ্রমে অনায়াসে পার হয়ে যায় ॥

অধুনা এই বলিয়া পর্য্যাপ্ত করা যাইতেছে
যে, তুলসীদাস এক জন অতি প্রধান কবি।

(৫) অথবা কৃতবাগ্দ্দ্বারে বংশেশ্মিন পূর্বস্মরিতিঃ ।

মর্নো বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রসোবাস্তি মে গতিঃ ॥

প্রথম সর্গ । ৪ শ্লোক।

কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য স্বভাববর্ণন ও উপমা
প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের নিমিত্ত কালিদাস-
দির এত গৌরব (৬) তুলসীদাস তদ্বিবশে
কোন অংশে হ্রাস নহেন, অধিকন্তু রচনামাধুর্য্য
ও কথাযোজনার চাতুর্য্য জন্য তাঁহাকে
অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তদ্বি-
ষয়ে তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করি-
য়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যেমন জয়দেব,
বাঙ্গলা ভাষায় বেরূপ ভারতচন্দ্র এবং
ইংরাজী ভাষায় যে প্রকার ডুইডেন, হিন্দি
ভাষায় তেমনি তুলসীদাস। তাঁহার প্রণীত
রামায়ণের সম্যক সমালোচন করিতে
হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে, কিন্তু
মনেতে সুখের লেশ মাত্র না থাকিতে এই
পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ
করিতেছি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ

৬৬) উপমা কালিদাসস্য ভাববোধার্থগৌরবম্।

নৈবধে পদলালিত্য মাধে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥

নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়দ্বয়ের আনুকূল্যে এই কাব্যখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মুদ্রাক্ষিত হইবার পূর্বে মদীয় বান্ধব শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়-কুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগের সমীপে ইহার কয়েক সর্গ পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়ে সম্মতি প্রকাশ করাতে অধুনা সাধারণের সমীপে প্রচার করা গেল।

তুলসীকৃত রামায়ণের বাঙ্গালী অনুবাদ নিমিত্ত আমার পরমাত্মীয় নিমতলানিবাসী বাবু ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত মহোদয় আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, তদনুসারেই আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ইহা লোক হইতে অগম্য হইয়াছেন।

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত।

সূচিপত্র ।

বালিকাও ।

সর্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম সর্গ	৩
দ্বিতীয় সর্গ	৮
তৃতীয় সর্গ	১৫
চতুর্থ সর্গ	২০
পঞ্চম সর্গ	২৫
ষষ্ঠ সর্গ	৩০
সপ্তম সর্গ	৩৯
অষ্টম সর্গ	৫৭
নবম সর্গ	৫৪
দশম সর্গ	৬০
একাদশ সর্গ	৬৭
দ্বাদশ সর্গ	৭৬
ত্রয়োদশ সর্গ	৮১
চতুর্দশ সর্গ	৮৭
পঞ্চদশ সর্গ	৯২

ଅବତାରାକାଂଡ଼ ।

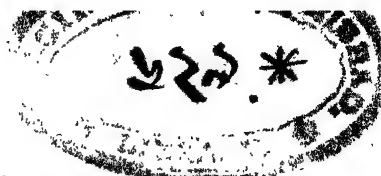
ମର୍ଗ

ପୃଷ୍ଠା

ପ୍ରଥମ ମର୍ଗ	୨୭
ଦ୍ୱିତୀୟ ମର୍ଗ	୧୦୭
ତୃତୀୟ ମର୍ଗ	୧୧୫
ଚତୁର୍ଥ ମର୍ଗ	୧୧୭
ପଞ୍ଚମ ମର୍ଗ	୧୨୫
ଷଷ୍ଠ ମର୍ଗ	୧୭୫
ସପ୍ତମ ମର୍ଗ	୧୮୫
ଅଷ୍ଟମ ମର୍ଗ	୧୯୨
ନବମ ମର୍ଗ	୧୯୭

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	হয়ে	হবে
২	১	কিষা	কিবা
৮	১৩	সত	সতী
২০	১০	করিছে	করিয়ে
৫১	৯	অজানু	আজানু
৫১	৬	আপন	আপণ
৬০	২	রোদিত	রোদিতি
৬৪	৮	বুলবুল	চুলবুল
৭০	২০	বীর	ধীর
৭৫	১৩	রাজা	রাজ
৭৮	৭৮	ঐ	অই
৮১	৭	তহু	ধনু
৯০	৩	বোল	রোল
৯৫	২০	সুহার	সুধার
১২২	১৫	তোমার	তব
১৩৫	৭	করয়ে	করিবে
১৩৮	১৮	বার	বারি
১৩৯	২৪	হইছে	হইবে
১৫৩	১০	ওরে	ওহে
৮	১	বধ	বধ
১৬৮	১১	হত	হত



ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ ।

রামায়ণ ।



বালকাণ্ড ।

মঙ্গলাচরণ ।

যাঁহার স্মরণে হয়, সমুদয় বিঘ্ন ক্ষয়,
স্মর সেই গজেন্দ্রবদন ।
কৃপাকণা হলে যাঁর, ভবাঁর্বব হয়ে পার,
বুদ্ধিরাশি সিদ্ধির সদন ॥
যাঁহার করুণাবলে, মুক স্বখে বাক্য বলে,
পঙ্কু করে গিরি আরোহণ ।
দয়াবিন্দু পেলে তাঁর, পাপরাশি পুড়ে ছার,
তুল্য যথা পরশে'দহন ॥
নীল সরোরুহ শ্যাম, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম চাম,
ব্রজরাজ বারিজ-নয়ন ।
আনার হৃদয়ে বাস, কর ওহে শ্রীনিবাস,
সদা ক্ষীর সাগরে শয়ন ॥

ধটি কিন্না কট্ট তটে, রুদ্দাবমে বংশী বাঁটে,
বসি কর যুরলী বাদন ।

রূপ কোটি সুধাকর, মনোহর নটবর,
যোগী করে যতনে সাধন ॥

অজ্ঞেতে বিভূতি মাখা, নিম্নি কুন্দরুদ্দ রাকা,
উর হৃদে হে উমারমণ ।

হর হর দুঃখ হর, স্মরহর কৃপাকর,
মহেশ্বর মদন দমন ॥



প্রথম সর্গ ।

—○○○○○○○○—

মহামুনি ভরদ্বাজ প্রয়াগে বসতি ।
রাম পদে সদা তাঁর গতি মতি রতি ॥
শমদম যুক্ত ধীর করুণানিধান ।
পরমার্থ-তত্ত্ব-রত তাপসপ্রধান ॥
নকরে প্রথর রবি মাঘের হিমালী ।
বাঘের বিক্রম সম যেই কালে মানি ॥
সেই কালে দেবতা গঙ্কর মুনি যত ।
স্নান করিবারে সবে প্রয়াগে আগত ॥
এ জল সামান্য জল নাহি যায় বলা ।
ধুইলে যাহাতে যায় পাপরূপ মলা ॥
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী এক ঠাই ।
তিন ধারা মিলন ত্রিবেণী নাম তাই ॥
অবগাহনেতে অতি আনন্দিত মন ।
অর্চনা করেন বেণীমাধব চরণ ॥
পরশি অক্ষয় বটে হরষিত অতি ॥
পুণ্য ভূমি প্রয়াগ ভুলোকে তীর্থপতি ॥
ভরদ্বাজ তাপসের আশ্রম পুনীত ।
স্নানান্তে মুনিরা আসি হন উপনীত ॥
সেই খানে হয় ঋষিগণের সমাজ ।
স্বাকার আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ ॥

পরস্পর করেন শাস্ত্রের আলাপন ।
 কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
 কেহ কয় কিছু নয় জ্ঞানের সোমর ।
 কারো মতে তগবানে ভক্তি গুরুতর ॥
 ভিন্ন বেদ ভিন্ন স্মৃতি ভিন্ন মুনিমত ।
 কার সাধ্য স্থির করে ধর্মতত্ত্ব পথ ॥
 এই রূপে মকর ভরিয়ে করি স্নান ।
 পুনশ্চ করেন সবে স্বস্থানে প্রস্থান ॥
 প্রতি বর্ষে মহাহর্ষে হইয়ে সরস ।
 মজ্জন করেন মুনি মজ্জন তাপস ॥
 একবার সেইরূপ আসি ঋষিগণ ।
 স্নান করি যান সবে নিজ নিকেতন ॥
 মহামুনি ভরদ্বাজ করি প্রাণপণ ।
 যাজ্ঞবল্ক্যো রাখিলেন আশ্রমে আপন ॥
 স্বকরে পঙ্কজপদ প্রক্ষালণ করি ।
 সমতনে বসাইয়া কুশাসনোপরি ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পরে পূজিয়ে চরণ ।
 বলিতে লাগিল মুনি বিনয় বচন ॥
 হে গুরো আমার এক আছয় সংশয় ।
 করতলে তোমার সকল শাস্ত্র হয় ॥
 প্রকাশ করিতে কথা উপজেও লাজ ।
 না কহিলে হবে কিছু বড়ই অকাজ ॥
 গুরু কাছে যেবা করে সংশয় গোপন ।
 জ্ঞানালোক সে জন না পায় কদাচন ॥

অতএব নিজ মোহ বলি অতঃপর ।
 দাসে দয়া করি দেব দূর তাহা কর ॥
 রামের নামের হয় মহিমা অমিত ।
 সিন্ধু মুনিগণ যার গান শ্রুণুগীত ॥
 যে নাম করেন জপ শঙ্কু অবিনাশী ।
 ভগবান ভব ভীম সব গুণরাশি ॥
 কাশীতে মরিলে জীব মুক্ত অনায়াসে ।
 কঠোর যন্ত্রণা আর জঠরে না আসে ॥
 রাম নাম অস্ত্র কালে শিব দেন কাণে ।
 ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্যে নাহি জানে ॥
 কে বা রাম গুণধাম বুঝাও আমায় ।
 যাহাতে আমার মোহ অন্ধকার যায় ॥
 এক রাম রাজা দশরথের কুমার ।
 তাঁহার চরিত্র আছে বিদিত সংসার ॥
 বনিতা বিরহানলে হইয়ে বাঁকুল ।
 বিনাশ করিল যেবা নিশাচর কুল ॥
 একি সেই রাম যাকে জপেন শঙ্কর ।
 কৃপা করি বুঝাইয়ে বল কৃপাকর ॥
 যাহাতে আমার হয় সন্দেহ ভঞ্জন ।
 মনের নয়নে দেহ জ্ঞানের অঞ্জন ॥
 ভরদ্বাজ বচন শুনিয়ে মুনিবর ।
 ঈশদ্ হাসিয়ে তবে করেন উত্তর ॥
 • চতুর সাধক তুমি ওহে গুণালয় ।
 • রামতত্ত্ব না জান এমন কিছু নয় ॥

শুনিবারে চাহ আরো রাম শ্রবণ গূঢ় ।
 প্রশ্ন করিয়াছ তাই যেন অতি মুঢ় ॥
 হে তাত শ্রবণ কর দিয়ৈ তবে মন ।
 রামণীয় রাম কথা করিব বর্ণন ॥
 রাম কথা হয় শশিকিরণ সমান ।
 সাধক চকোর তাহা স্বেচ্ছা করে পান ॥
 একরূপ সংশয় হয় ভবানীর মনে ।
 করিলেন ভব তাহা ভঞ্জন যেমনে ॥
 সেই কথা বলি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ।
 যেই কালে যেই হেতু ঘটে যে প্রকারে ॥

ত্রেতাযুগে এক দিন গিরিজারমণ ।
 অগস্ত্য মুনির কাছে করেন গমন ॥
 সংহতি তাঁহার ভবে ছিলেন শর্কণী ।
 শিবেরে পূজিল মুনি ব্রহ্মরূপ জানি ॥
 কিছু দিন সেই স্থানে করি অবস্থান ।
 স্বস্থানেতে পুনর্বার করেন প্রস্থান ॥
 সেই কালে ভূতার হরণ হেতু হরি ।
 ভূপ দশরথ ভবনেতে অবতারি ॥
 পিতার বচনে প্রভু হইয়ে উদাসী ।
 দণ্ডক কাননে অগ্নি ছেন অবিনাশী ॥
 ধরিয়ে কনক মৃগ শরীর মারিচ ।
 হরিয়ে লইল মীতা নিশাচর নীচ ॥
 করিয়ে হরিণে বধ রাম রঘুবর ।
 কিরিয়ে দেখেন আসি সুন্য পর্ণঘর ॥

সীতার বিরহে অতি কাতর শ্রীরাম ।
 নয়নেতে অশ্রুধারা বহে অবিরাম ॥
 দুঃসময়ে তবু তাঁরে দেখিয়ে শঙ্কর ।
 নমস্কার করি যান কৈলাস শিখর ॥
 হেরি হৈমবতী মনে হইল সংশয় ।
 প্রকাশ করিতে কথা সাহস না হয় ॥
 অন্তর্যামী শিব সব জানিয়ে বিশেষ ।
 উমারে দিলেন বহুবিধ উপদেশ ॥
 শ্রীরামের প্রতি প্রিয়ে না কর সন্দেহ ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ ধরি নরদেহ ॥
 মর্ম্ম কি বুঝিবে তুমি রমণী স্বভাব ।
 অন্তরে উদয় তাই বিপরীত ভাব ॥
 ইত্যাদি অনেক कहিলেন পশুপতি ।
 তথাপি প্রতীত মনে নাহি হন সতী ॥
 হাসিয়ে বলিল হর শুন সুবদনী ।
 না হয় পরীক্ষা গিয়ে করহ আপনি ॥
 হরপ্রিয়া হরষিত হরের আদেশে ।
 প্রস্থান করিল রামা রামের উদ্দেশে ॥
 ধরিল সীতার বেশ করিয়ে ছলনা ।
 হেরিয়ে লক্ষ্মণ ভাবে কাহার ললনা ॥
 জিজ্ঞাসা করেন রাম হাসিয়ে তখন ।
 হররে ত্যজিয়ে হেতা কারে প্রয়োজন ॥
 লজ্জিত হইয়া তবে পশুপতি প্রিয়া ।
 ভঙ্গ দিয়া মায়া শীঘ্র যান পলাইয়া ॥

রামায়ণ ।

দেখি প্রভু আপনার প্রভাব প্রকাশে ।
জানকী লক্ষণ যেন দাঁড়ায়ে দুপাশে ॥
দেবতা দানব যক্ষ যে যেখানে যেরা ।
সকলে আসিয়ে তাঁরে করিতেছে সেবা ॥
হেরিয়ে ভয়েতে ভীত হয়ে হৈমবতী ।
অঁখি মুদে ভূতলে বসিল তবে তখি ॥
পুনশ্চ দেখেন নেত্র করি উন্মীলন ।
কোথা রাম কোথা সীতা কোথা দেবগণ ॥
রামের উদ্দেশে রামা করিয়ে প্রণতি ।
উপনীত তথা যথা পতি পশুপতি ॥
হাসিয়ে বলিল হর সম্বোধিয়ে তাঁরে ।
সত্য বল পরীক্ষা করিলে কি প্রকারে ॥
ইতি মহাকাব্যে রামায়ণ বালকাণ্ডে সতী
সম্বোধন নামক প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

শুনিয়ে ভবের বাণী, ভয়ে ভীত ভবরাণী,
কহিলেন করিয়ে গোপন ।
ভুলি বলিয়াছ বাহা, অন্যথা কে করে তাহা,
পরীক্ষার কিবা প্রয়োজন ॥
অন্তর্ভামী কুস্তিবাস, অন্তরে জন্মিল ত্রাস,
অধিকার দেখি আচরণ ।

বালকাণ্ড ।

২

অঙ্গ পরশিতে তাঁর, অভিলাষ নাহি আর,
কৈলাসেতে করেন গমন ॥

যোগাসনে করি ভর, বসিলেন গঙ্গাধর,
ধ্যান পরায়ণ গুণধাম ।

ভবানী ভাবেন মনে, চাতুরী ভবের মনে,
হায় আমি কেন করিলাম ॥

প্রণয়ের যত গুণ, করি যদি শতগুণ,
বর্ণন করেন কবিগণ ।

তবু নাহি হয় শেষ, কে বুঝিবে সবিশেষ,
কেমন অমূল্য এই ধন ॥

সাক্ষী তার দেখ ধীর, ক্ষীর মনে মিলে নীর,
তুল্য মূল্য হইয়ে বিকায় ।

অশ্বল পড়িলে তায়, ঈশ্বর বসিয়া যায়,
জল আর স্থল নাহি পায় ॥

সেইমত দুই জন, তদবধি সংমিলন,
যদবধি প্রণয় প্রভাব ।

চাতুরী করিলে কেহ, নাহি থাকে পূর্ণ স্নেহ,
তখনি দৌঁহায় ভিন্ন ভাব ॥

পতির বিরহে সতী, কাতর হইয়ে অতি,
স্বপ্ন করেন অতিপাত ।

অনেক দিনের পরে, ধ্যান ভঙ্গ দেখি হরে,
আসি করিলেন প্রণিপাত ॥

আসন দিলেন আনি, বসিলেন ভবরাণী,
শিতিকণ্ঠ করেন সাস্তুনা ।

এই কালে রাজ্য দক্ষ, শিবেরে করিয়ে লক্ষ/

করে দেব যজ্ঞের মন্ত্রণা ॥

করি মহা অনুরাগ, নিমজ্জিল দেবভাগ,

নিমন্ত্রণ না করিল হরে ।

কেবল বিরোধি হরি, মহেশ্বরে পরিহারি,

না গেলেন পাপ দক্ষ ঘরে ॥

কৈলাস শিখরে বসি, শিবজায়া সতী শশী,

দেখিছেন উর্দ্ধদিকে চেয়ে ।

দেবতা গন্ধর বক্ষ, নারীসহ লক্ষ লক্ষ,

যাইছে আকাশ পথ ছেয়ে ॥

বার্তা পেয়ে হরপ্রিয়া, হবষিত হৈল হিয়া,

মাইতে বাপের ঘরে আশ ।

আজ্ঞা দেহ পশুপতি, যাই তবে শীঘ্রগতি,

প্রজাপতি জনক নিবাস ॥

শুনিয়ে শঙ্কর কন, করি তাঁরে নিবারণ,

নিমন্ত্রণ নাহি দক্ষ করে ।

সতী কন মহাপ্রভু, এমন না বল কভু,

নিমন্ত্রণ বিবাহাপ ঘরে ॥

পুনঃ কন ত্রিপুরারি, নিমন্ত্রণ বিনা নারী,

যেতে পারে জনক আশ্রয় ।

কিন্তু যথা অকৌশল, তথা গিয়ে নাহি কল,

অমঙ্গল পাছে শেষে হয় ॥

এইরূপে মহেশ্বর, বুঝালেন বহুতর,

ভাবি বশ হইয়ে ভবানী ।

ফুলিলেন বাপ যত্নে, কে তাঁরে বারুণ করে,
 কর্ণে না শুনিয়ে শিববাণী ॥
 নিরখিয়ে পশুপতি, ব্যাকুল হইয়ে অতি,
 নন্দী প্রতি বলেন তখন ।
 লয়ে যেতে রথে করি, তাহা শুনি মহেশ্বরী,
 করিলেন রথে আরোহণ ॥
 প্রসূতি সতীরে পেয়ে, কোলেতে লইল ধৈর্যে,
 খেতে দিল নবনীত সরে ।
 দক্ষভয়ে কোন জন, নাহি করে সম্ভাষণ,
 পাছে রাজ্য কিছু মনে করে ॥
 কণেক বিলম্বে সতী, তথা করিলেন গতি,
 আয়োজন যজ্ঞের যথায় ।
 দেয়িলেন গিয়ে আগে, সব দেবতার ভাগে,
 কেবল ঈশান শূন্য তায় ॥
 মনেতে পড়িল তথা, শিবের সকল কথা,
 হইলেন অতি ক্রোধান্বিতা ।
 ললাট লোচন ছলে, ধক ধক অগ্নি জ্বলে,
 দেখি শিবে নিন্দে তাঁর পিতা ॥
 শুন সব সভা-জন, আগি অতি অভাজন,
 সতী কন্যা শঙ্কর জামাই ।
 গুণহীন পশুপতি, সিদ্ধিতে নিপুণ অতি,
 অগম্য তাহার স্থান নাই ॥
 আমার জনক ধাতা, শিব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,
 বয়ঃক্রম বুঝ বাবাজীর ।

মান অপমান নাই, অজ্ঞেতে মাথেন ছাই,
ব্যাসচর্য মনোহর চীর ॥

একি মহাপাপ হর, প্রেত ভূত অনুচর,
হৃত্যঙ্গয় বুঝি হবে স্থির ।

না গৃহী না উদাসীন, সমভাব চির দিন,
কপালে আশ্রন কপদীর ॥

বলিতে ব্রাহ্মণ ভায়, অন্তরে নাহিক ভায়,
কদাচার দেখিয়ে শূলীর ।

কল্পিয় কহিতে তারে, যুক্তিমতে কেবা পারে,
জটাজুটে মূশোভিত শির ॥

থাকিলে বাণিজ্য কৃষি, ভিক্ষা নাগি দিবানিশি,
ভ্রমিত কি ভব দ্বারে দ্বারে ।

না জানি কি অনুরাগ, গলে উপবীত নাগ,
শূদ্র তারে বলিতে কে পারে ॥

নহে নববাসী বতী, নগভাগে নিবসতি,
বিলাস পিশাচ প্রেত সনে ।

শ্মশানে মশানে ভ্রমে, যুগা লজ্জা নাহি ভ্রমে,
রথকেতু রথভ বাহনে ॥

প্রজাপতি দক্ষ ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
নিন্দা যদি করিল শঙ্করে ।

প্রবণেতে ভগবতী, হয়ে অতি ক্রুদ্ধমতি,
বলিলেন সত্যর গোচরে ॥

"তুমি সত্যজ্ঞান যত, যেখানেতে এই মত,
হরি হর সাধুনিন্দা হবে ।

থাকে যদি বীৰ্য্যবল, নিম্নুকেরে দিতে ফল,
 রসনা কাটিয়ে তার লবে ॥
 নহে হস্ত দিয়ে কাণে, না থাকিয়ে সেই স্থানে,
 স্থানান্তরে করিবে গ্রন্থান ।
 কিন্তু যে তোমরা সবে, অমান্য করিয়ে তবে,
 এখানে করিছ অবস্থান ॥
 শীঘ্র পাবে তার ফল, যজ্ঞ যাবে রসাতল,
 এত বলি দেবী দাক্ষায়ণী ।
 ধ্যানে পরি গঙ্গাধরে, ত্যজিলেন কলেবরে,
 হেনি হৈল হাহাকার ধ্বনি ॥
 দেখি রুদ্রগণ যত, যজ্ঞ করিবারে হত,
 আরম্ভ করিল তার পবে ।
 নন্দী শোকাকুল অতি, কৈলাসেতে শীঘ্রগতি,
 গিয়ে সব নিবেদিল হরে ।
 শ্রবণেতে পশুপতি, কান্দন অন্তর অতি,
 নীবজ নয়নে বহে নীর ।
 ক্রোধে ছিঁড়িলেন জটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
 জন্মিলেন বীরভদ্র বীর ॥
 বুড়িয়ে যুগল বরে, জিজ্ঞাসা করিল হরে,
 আজ্ঞা কর করিতে কি হবে ।
 দক্ষযজ্ঞ নাশিবারে, দুষ্টদলে শাসিবারে,
 শিব আজ্ঞা করিলেন তবে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে বীরভদ্র দক্ষগৃহে ধাইছে ।*
 ভূতগণ অগণন সঙ্গে তার ধাইছে ॥

রামায়ণ ।

মার মার শব্দ করি যজ্ঞে গিয়ে পড়িছে ।
বিকটাম্য তাহে হাস্য মঞ্চোপরি চড়িছে ॥
উলক্লিনী পিশাচিনী ধেই ধেই নাচিছে ।
রুদ্ররূপী ভদ্রকোণে কেহ নাহি বাঁচিছে ॥
প্রেতগণ ঘন ঘন হুহুকার করিছে ।
বাসুকির নতশির দুঃখে ধরা ধরিছে ॥
বাহু বিস্তারিয়ে যেন রাহকেতু চলিছে ।
প্রভাকরে সুধাকরে ধরি যেন গিলিছে ॥
যজ্ঞদ্রব্য হব্যকব্য স্বখে সবে লুটিছে ।
সমুদয় তমোময় ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥
হই হই রবে সব তৈরবেরা ভাসিছে ।
ভদ্রবীর যেন তীর দক্ষপাশে আসিছে ॥
কাটি মুণ্ড করি খণ্ড আশু অসু নাশিছে ।
শঙ্কুগণে হুইমনে খল খল হাসিছে ॥
পূবণ ভূবণ জামে আগ ভিঙ্গ্য মাগিছে ।
হতবল যত দল চারি দিকে ভাগিছে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে দক্ষযজ্ঞনাশ
নামক দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

দক্ষযজ্ঞে তনুত্যাগ করিয়ে অভয়া ।
 গিরিরাজ হিমালয়ে করিলেন দয়া ॥
 মেনকা তাহার জায়া ভাগ্যবতী অতি ।
 উমা নামে তার গর্ভে জন্মিলেন সতী ॥
 ঋষিমাত্রি পর্কতে দুর্গা আইলেন যদি ।
 মুনিদের আত্মাদের নাহিক অবধি ॥
 আসিয়ে করেন নিজ কুটীর নির্মাণ ।
 আদর পূরক শৈলপতি দিল স্থান ॥
 তরুলতা সুশোভিত ফলে আর ফুলে ।
 মহানন্দে মকরন্দ খায় অলিকূলে ॥
 মণিগণে পরিপূর্ণ যত খনিগণ ।
 কেবা করে সেই সব রতনে যতন ॥
 দরিদ্র যদ্যপি হয় শূণ্যবান্ নরে ।
 তার সমাদর যথা লোকে নাহি করে ॥
 স্বভাবতঃ শত্রুভাব ত্যজি জীবগণ ।
 সখ্যভাবে পরস্পর করে আলিঙ্গন ॥
 যুগপালে পাল যত শার্দূল রাখাল ।
 মৃষিকের সঙ্গে সঙ্গে বিহরে বিড়াল ॥
 হরি রাখে করিগণে ত্যজিয়ে বিরাগ ।
 ময়ূরের সহ স্নুখে ক্রীড়া করে নাগ ॥
 শ্রোতস্বতী সব নিরমল নীর বহে ।
 খগ যুগগণে মনে আনন্দেতে রহে ॥

মনোহর সরোবর কত শোভা তার ।
 ঢল ঢল করে জল জলদ অকার ॥
 শত শত দলে দলে কত শতদল ।
 কুমুদ কঙ্কার আর লোহিত উৎপল ॥
 ডাহক ডাহকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন ॥
 সেইরূপ শোভাযুক্ত হইল ভূধর ।
 রমণীয় রামভক্তি পেলে যথা নর ॥
 দেবকৃষি নারদ পাইয়ে এ সংবাদ ।
 হিমালয়ে উপনীত পরম আছাদ ॥
 হেরি গিরিরাজ অতি করিয়ে সম্মান ।
 সলিল আনিরে পদ স্বকরে ধোয়ান ॥
 বসাইয়ে তার পরে রত্ন সিংহাসনে ।
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মেনকার সনে ॥
 উমারে ডাকিয়ে স্বতঃপর অদ্রিপতি ।
 মুনির চরণতলে করাইল নতি ॥
 কুতাঞ্জলি করি তবে কহিল ভূধর ।
 তব আগমনে আজি পবিত্র এ ঘর ॥
 সকল জনম সম সকল জীবন ।
 সকল সকল কর্ম হইল এখন ॥
 তোমার মহিমা আমি কি রূপেতে কব ।
 ভূতবর্তমান ভাবি জ্ঞাত তুমি সব ॥
 কেমন আমার মেয়ে বল মুনিবর ।
 কোথায় মিলিবে এই কন্যাযোগ্য বর ॥

নারদ বলেন শুন হিমগিরিপতি ।
 তোমার সৌভাগ্য কহে কাহার শক্তি ॥
 সৰ্বসুলক্ষণা এই তোমার নন্দিনী ।
 সুরনরনাগ তিন লোকের বন্দিনী ॥
 চরণ যুগল যেরা পূজিবে ইঁহার ।
 জগতে দুর্লভ কিছু না থাকিবে তার ॥
 কিন্তু ইহা সত্য তুমি জানিবে ভূধর ।
 ইহাবে ইঁহার পতি যোগী জটাধর ॥
 সত্য সত্য সত্য এই আমার বচন ।
 দেবাসুরে নাহি পারে খণ্ডিতে প্রাক্তন ॥
 পুনশ্চ নারদ কন শুন হিমালয় ।
 হৈমবতী পতি হর জানিবে নিশ্চয় ॥
 যদ্যপি অশিব বেশ শিব আশুতোষ ।
 তথাপি কাহার সাধা ধরে তাঁর দোষ ॥
 কেশব করেন মহা অহিতে শয়ন ।
 কাহার না পূজ্যপাদ হন নারায়ণ ॥
 সৰ্বভক্ষ্য হতাশন বিদিত ভুবনে ।
 অপবিত্র তাঁহারে বলিবে কোন জনে ॥
 শুচি ও অশুচি দ্রব্য করেন বহন ।
 পরম পুনীত তবু সুরধুনী হন ॥
 অতএব গিরি তুমি না কর সন্দেহ ।
 ভেজিয়নি জনের ধরে না দোষ কহে ॥
 এতেক বলিয়ে মুনি করিল প্রস্থান ।
 বীণায়ন্ত্রে হরিশৃণু করি সুখে গান ॥

নারদে বিদায় দেখি মেনকা সুন্দরী ।
 হিমালয়ে বলিল বিনয় তবে করি ॥
 এক কন্যা উমা আর মা বলিতে নাই ।
 বিবেচনা করি গিরি আনিবে জামাই ॥
 সহজে অচল জড় তুমি ঠৈলরাজ ।
 জামাই হইলে মন্দ আরো বড় লাজ ॥
 হিমালয় বলে প্রিয়ে ভয় পরিহর ।
 হরতুল্য ধরাতলে নহে অন্য বর ॥
 বদ্যপি অনলে হয় শশির উদয় ।
 নারদের বাক্য তবু মিথ্যা কভু নয় ॥
 শুনিয়া মেনকা তবে সজল নয়নে ।
 উমারে করিয়ে কোলে লইল যতনে ॥
 জননীরে বিবাদিত দেখিয়ে ভবানী ।
 বুঝাইয়ে বলিলেন সুমধুর বাণী ॥
 ওমা আমি রজনীতে দেখেছি স্বপন ।
 সুন্দর পুরুষ যেন দ্বিজ এক জন ॥
 আমারে বলিল শুণো হেমন্তের মেয়ে ।
 জগতে নাহিক কিছু তপস্যার চেয়ে ॥
 তপস্যা আনিবে যত সুখের কারণ ।
 অতএব তপস্যায় দেহ তুমি মন ॥
 তপোবলে সৃজন করেন সব ধাতা ।
 তপোবলে নারায়ণ জগতের পাতা ॥
 তপোবলে সংহার করেন ত্রিপুরারি ।
 তপস্যা করহ তাই হেমন্তকুমারী ॥

এত বলি তপোবনে যান হৈমবতী ।
 জনক জননী হেরি দিষাদিত অতি ॥
 তপস্যা করেন দুর্গা শিবের উদ্দেশে ।
 কুমারী কে সহে কোথা তপস্যার ক্লেশে ॥
 প্রথমতঃ আরম্ভ করেন খেতে কল ।
 তাহা ত্যজি আহার কেবল তরুদল ॥
 তার পর যখন ত্যজেন পর্ণাহার ।
 জগতে অপর্ণা নাম হইল তাঁহার ॥
 আকাশেতে দৈববাণী হইল তখন ।
 শৈলমূলে আর তপে নাহি প্রয়োজন ॥
 পতি পশুপতি তুমি পাইবে নিশ্চয় ।
 এখন ফিরিয়ে যাও আপন আলয় ॥
 অতঃপর বিবরণ শুনহে প্রবীণ ॥
 সতীদেহ ত্যাগে শিব যেন উদাসীন ॥
 এইকালে শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হয় ।
 বলেন রাখব তাঁরে করিয়ে বিনয় ॥
 দক্ষগৃহে তনু ত্যজি হরসিমস্তিনী ।
 হিমালয় আলয়েতে জন্মিলেন তিনি ॥
 এই অনুরোধ মম রাখহ শঙ্কর ।
 বিবাহ তাঁহারে তুমি অচিরাৎ কর ॥
 না হয় বরঞ্চ তুমি পরীক্ষা করিতে ।
 তপোবনে কোন জনে পাঠাও করিতে ॥
 শুনি অঙ্গীকার তাহা করিলেন হর ।
 হেরিয়ে হলেন রাম হরিষ অন্তর ॥

রাধায়ণ ।

আহ্বান করিয়ে শিব ঋষি মণ্ডজন ।

পাদ তীর তপোবনে করেন প্রেরণ ॥

ইতি মহাকাব্যে রাধায়ণ বালকান্তে তারা তপস্যা

নামক তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

হর অনুমতি, পেয়ে মণ্ড যতি, গতি অতি বেগভরে ।
সপা ভ গবত, সকলেতে তথি, গিয়ে অধিক্তান করে ॥
বলা নাহি যায়, দেখে গিরিজায়, যেক্রপ বিচিত্ররূপ ।
যেন বিদ্যমান, শাস্তি মূর্তিমান, ধরি তনু অপরূপ ॥
করিছে ছলনা, হরের ললনা, প্রতি বলে মন্থোধিয়ে ।
হেমন্তকুমারী, হেন তপ ভারী, করিতেছ কি লাগিয়ে ॥
পুরাতে কি সাধ, কারে যা আরাধ, উদ্দেশ করিয়ে কার ।
ভুনিবারে আশা, অন্তরেতে বাসা, বাঁধিয়াছে সবাকার ॥
কলেন ভবানী, সুমধুর বাণী, ঋষিদের প্রতি তবে ।
আমার বচন, করিলে শ্রবণ, হাসিবে তোমরা সব ॥
হেন জন কেবা, শূন্য ভরে যেবা, গৃহ রচিবারে চায় ।
হয়ে পক্ষহীন, অজ্ঞান অধীন, আকাশে উড়িতে যায় ॥
ভেসতিও আমি, মহেশ্বর স্বামী, কামনা করেছি মনে ।
ভুনি ভুনিগণ, হাসিয়ে মগন, বলে তাঁরে মন্থোধনে ॥
পাষণসম্ভব, কলেবর তব, সহজে কঠিনতর ।
মকুলা কাহার, সাধ্য এ প্রকার, তপস্যায় করে ভর ॥

করিয়ে তঞ্চক, ভুলিয়ে বঞ্চক, নারদ অনর্থ মূল ।
 তাহার কথায়, এসেছ হেতায়, হইয়াছে মূল ভুল ॥
 সে যে ধূর্ত শঠ, নিপট কপট, জাননা গিরির মেয়ে ।
 হৃদয় লাগাইতে, লোকে রাগাইতে, কেহ নাহি তার চেয়ে ।
 নারদের কথা, অবগে সস্বর্থা, গৃহে আছে কোন জন ।
 বলি একে একে, জগতে প্রত্যেকে, কর দুর্গা দরশন ॥
 দক্ষের নন্দিনী, শিবসিমন্তিনী, গতি শুন বলি তাঁর ।
 জনক ভবন, করিয়ে গমন, না গেলেন গৃহে আর ॥
 চিত্রকেন্তু গেহ, ভাস্করক সেহ, হিরণ্য কশিপু হত ।
 এইরূপে যত, আরো শত শত, অনিষ্ট করেছে কত ॥
 নারদ বচন, করিয়ে গ্রহণ, সুখী কেবা নরনারী ।
 ভিকারী আপনি, সকলে তেমনি, করিতে বাসনা তারি ॥
 সজ্জননের বেশ, দুর্জনের শেষ, শুনিয়া তাহার বাণী ।
 পতি পশুপতি, চাহ হৈমবতী, সবিশেষ নাহি জানি ॥
 কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ, লজ্জাহীন দিগম্বর ।
 পাপ সাপ গায়, আশানে বেড়ায়, শিরে জটা ভয়ঙ্কর ॥
 বলে পাঁচ জনে, শিবের কারণে, শরীর তাজিল মতী ।
 একি বুদ্ধি আর, তুমি পুনরার, চাহ কিনা তাঁরে পতি ॥
 শুনিয়া ভারতী, হাসি হৈমবতী, বলিলেন তিনি তবে ।
 পশুপতি পতি, গুতি মতি রতি, যা হবার তাই হবে ॥
 দেখি মুনিগণ, আনন্দিত মন, গিরির ভবনে গিয়ে ।
 আনিতে উমায়, হেমন্তে পাঠায়, পুলকে প্রফুল্ল হিয়ে ॥
 শিব সুপ্রিয়ান, করিয়ে পয়ান, নিবেদিল সমুদয় ।
 অবগেতে হর, হরিষ অন্তর, যুটিল সংশয় ভয় ॥

করি যোগাসন, স্মরি নারায়ণ, বসিলেন অতঃপর ।
 ধ্যানপরায়ণ, মুদ্রিত নয়ন, হিমাদ্রি ভূধরোপর ॥
 দূরন্ত তারক, প্রাণান্ত কারক, জনমিয়ে সে সময় ।
 যতেক অমরে, জিনিয়ে সমরে, কেড়ে নিল সমুদয় ॥
 সব দেবগণ, বিষাদে মগন, গিয়ে পিতামহ পাশে ।
 কৃতাজ্জলি করে, বহু স্তব করে, নয়ন সলিলে ভাষে ॥
 দেবের দুর্গতি, দেখি প্রজাপতি, বিষাদিত অতিশয় ।
 করিয়ে সান্ত্বনা, বলেন মন্ত্রণা, ঘুচাতে যন্ত্রণা ভয় ॥
 কেবা হেন শূর, বধিবে অমুর, আমাদের বধ্য নয় ।
 শিবের নন্দন, দেব ষড়ানন, করিবেন তার ক্ষয় ॥
 তাজি দক্ষ ঘরে, হেমন্ত ভূধরে, অবতীর্ণ ভবরাণী ।
 তাঁহার বিবাহ, হইলে নিকাহ, সবার কুশল মানি ॥
 মগ্ন ধ্যানরসে, নাহি জ্ঞানবশে, ধ্যান ভঙ্গ কর শিবে ।
 তাঁহার সদনে, পাঠাও মদনে, সেই তাঁরে জাগাইবে ॥
 শুনি মুর সব, পরম উৎসব, উপনীত যথা মার ।
 করিয়ে বিনয়, ফুলশরে কয়, এ শঙ্কটে যদি তার ॥
 প্রবণে মদন, করে নিবেদন, অমরগণেরে তবে ।
 তাজি প্রাণে সাধ, শিব সঙ্গে বাদ, করিতে আমাকে হবে ॥
 তবু পরহিত, অবশ্য বিহিত, যদ্যপি জীবন যায় ।
 এত বলি স্মর, করে ধনুঃশর, হরসন্নিধানে ধায় ॥
 মনৈ মনে মার, হৃদে আপনার, যাইতে যাইতে ভাবে ।
 হরকোপানল, হইলে প্রবল, নিস্তার তাতে কে পাবে ॥
 শঙ্কর মদন, যাইয়ে মদন, প্রকাশে প্রতাপ তার ।
 দেখিতে দেখিতে, কণেকৈ চকিতে, বিশ্ব করে অধিকার ॥

পলাইল ধ্যান, পলাইল জ্ঞান, সহ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ।
 ক্রমা দয়া শান্তি, ধৈর্য্য ধৃতি ক্ষান্তি, শমদম আদি যত ॥
 বিবেকের দল, হয়ে হতবল, করে গিরি গুহাশ্রয় ।
 স্মরের গৌরবে, স্থির কেবা রবে, হরের সাধ্য যা নয় ॥
 চরে বা না চরে, সব চরাচরে, আনন্দে বিহার করে ।
 লতা নিজ করে, চাকু তরুণবরে, বেটন করিয়ে ধরে ॥
 রজ্জ্বী ভজ্জ্বী, মুরতরজ্জ্বী, তটিনী সজ্জ্বী মেলি ।
 শ্রোতস্বতীপতি, পেয়ে সব সতী, কুতূহলে করে কেলি ॥
 জড়ের যখন, দুর্গতি এমন, অন্যের কি কব আর ।
 পশুপক্ষি যত, তারা স্বভাবতঃ, হয় সদা কদাচার ॥
 রজ্জ্বী কি দিন, হয়ে সংজ্ঞাহীন, কোকবধু সনে কোক ।
 রক্তরস ভরে, আনন্দে বিহরে, বর্জ্জিত বিরহশোক ।
 দেবতা দানব, রাক্ষস মানব, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ।
 প্রেত ভূতগণ, স্বভাবে যেমন, সুবিদিত চরাচর ॥
 সিদ্ধ মুনি যত, যাঁরা এ জগত, নিরঞ্জন ব্রহ্মময় ।
 তাঁরা এইকালে, পড়ি মোহজালে, দেখেন অবলাচয় ।
 অবলাগণেতে, এ ত্রিভুবনেতে, হেরিছে পুরুষ যত ।
 পুরুষ তেমনি, কেবল রমণী, দেখিছে তাদের মত ॥
 দুই দণ্ডকাল, এই মায়াজাল, বিস্তারিল রতিপতি ।
 যারে ভগবান, কবিলেন জ্ঞান, সেই পেলে অব্যাহতি ॥
 করি কত কলা, পাতি নানা ছলা, ধ্যান ভাজিবারে নারে ।
 ক্রোধে পঞ্চশর, নিল পঞ্চশর, মহেশ্বরে মারিবারে ॥
 সহিত সামন্ত, ধাইল বসন্ত, শোভা মনোলোভা তায় ।
 যৌবন ধরার, ধরা হৈল ভার, অধীরা ধরা না যায় ॥

বন উপবন, পরম শোভন, সুমন্দ পবন বহে ।
 কোকিল কুঙ্কার, ভ্রমর বাক্যকার, জলন্ত অঙ্গার দহে ॥
 সরোবরে জল, করে ঢল ঢল, সুমন্দ শীতল বায় ।
 রাজহংসগণ, আনন্দে মগন, দিয়ে সম্ভরণ তায় ॥
 কত শত দল, শোভে শতদল, লোহিত উৎপল ফুটে ।
 পেয়ে মধু গন্ধ, অলি লোভে অন্ধ, খেতে মকরন্দ ছুটে ॥
 সারসী সারস, হৃদয় সরস, কলহংস শুকসারি ।
 নাচিছে অঙ্গুরী, গাইছে কিম্বরী, ধন্য কাম বলিহারী ॥
 বাক্সি বিবসম, বিশিথ বিষম, প্রহারিল তার পর ।
 সমাধি টলিল, অন্তর জ্বলিল, নয়ন মিলিল হর ॥
 ললাট লোচন, করিল মোচন, ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ মতি ।
 কে পারে রাখিতে, দেখিতে দেখিতে, ভয়াময় রতিপতি ।
 হর ধ্যান ভঙ্গ, করি হীন অঙ্গ, প্রসিদ্ধ অনঙ্গ তায় ।
 পতির নিধন, করিয়ে শ্রবণ, রতি করে হায় হায় ॥
 চলিতে অচল, চরণ যুগল, নয়ন সলিলে ভাসে ।
 স্মরিয়ে মদন, করিয়ে রোদন, শিবের সদন আসে ॥

ইতি মহাকাব্যে রামায়ণে বালকাণ্ডে হর ধ্যান

ভঙ্গ নামক চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ ।

পশুপতি পাশে রতি আসি তার পর ।
 করযোড়ে শুবস্তুতি করিল বিস্তর ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি লোকপতি ।
 শঙ্কর করুণা কর কিস্করীর প্রতি ॥
 আশুতোষ পরিতোষ স্তবেতে তখন ।
 বলিলেন কামকান্তা না কর রোদন ॥
 অম্বর করিতে নাশ হরিতে ভূভার ।
 ছাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ॥
 ক্লিক্ণুগীর গর্ভে কাম ক্রম্ভিবে নিশ্চয় ।
 পাইবে তাহারে পুনঃ নাহিক সংশয় ॥
 শিবের চরণে রতি করিয়ে প্রগতি ।
 পতির উদ্দেশে সতী চলে শীঘ্র গতি ॥
 এখানে অমরগণে করে মহোৎসব ।
 শঙ্কর নিকটে আসি উপনীত সব ॥
 বলে প্রভু সকলের অভিলাষ মনে ।
 তোমার বিবাহ হবে হেরিব নয়নে ॥
 তপস্যা করেন গৌরী তোমার কারণ ।
 পরিণয় করি তাঁরে করহ গ্রহণ ॥
 শুনি অঙ্গীকার তাহা করেন মহেশ ।
 দেগি দেবগণে মনে আনন্দ বিশেষ ॥
 আকাশে দুন্দুভি বাজে নাচিছে অঙ্গরী ।
 গন্ধর্ব্ব কিল্লর গায় রাগমুর ধরি ॥

নিজ নিজ বাহনে করিয়ে আরোহণ ।
 শিখমন্নিধানে সবে উপনীত হন ॥
 সকলেতে মঙ্গল করেন দরশন ।
 পুনঃ পুনঃ পুষ্প বৃষ্টি হয় বরিষণ ॥
 অতঃপর হরগণ সরস অন্তরে ।
 হরের বরের বেশ করে নিজ করে ॥
 জটাজুট যুকুট মস্তকে মনোহর ।
 ভুজঙ্গের রঙ্গ তায় শোভিত টোপের ॥
 কুণ্ডল কঙ্কণ হার অলঙ্কার কনি ।
 চকমক করে শিরে চন্দ্র নিশাননি ॥
 তিন লোকে আলো করে তাহার ছটায় ।
 ঝর ঝর ঝর করে জাহ্নবী জটায় ॥
 ইন্দু কুন্দদ্যুতি অঙ্গে বিভূতি ভূষণ ।
 পরিধান হরিচর্ম্ম বিচিত্র বসন ॥
 নরশির মালা গলে দেলে দলমল ।
 নীলকণ্ঠ কণ্ঠে কিবা গরল উজ্জ্বল ॥
 কনি উপবীত বিরাজিত হৃদি মাজে ।
 করেতে ডমরু চারু ভিমি ভিমি বাজে ॥
 বৃষভ বাহন তাহে অঁখি ঢুল ঢুল ।
 অমঙ্গল-বেশ শিব মঙ্গলের মূল ॥
 শিঙ্গা বাজে ভেঁ ভেঁ রবে ভব ভাবে ভরা ।
 হেরিয়ে হাসিছে দেবী কিম্বরী অঙ্গরা ॥
 কেশব আসিয়ে কন ঈষদ্ হাসিয়ে ।
 ঢলাঢলি নাহি কর পর পুরে গিয়ে ॥

এখানেতে গিরিরাজ নিজ নিকেতনে ।
 নিমন্ত্রণ করে নগ নদ নদীগণে ॥
 কামরূপী সবে ধরি নরনারী রূপ ।
 উপনীত তথা যথা শৈলরাজ ভূপ ॥
 সকলেরে সমাদর করি গিরিবর ।
 স্থানে স্থানে বাসা দিল পরম সুন্দর ॥
 দেখি অট্টালিকা শোভা সবে মুগ্ধ মন ।
 কিবা দৃশ্য যেন বিশ্বকর্মার রচন ॥
 বন উপবন আর সরোবরগণ ।
 অপকৃপ কতরূপ কে করে বর্ণন ॥
 ভোরগ পতাকা বহু শোভাকর অতি ।
 রঙ্গণী পুরুষ রতি মদন মুরতি ॥
 কলে তথা শোভা যত কব কত তার ।
 যথায় শোভার শোভা দুর্গা অবতার ॥
 ধর্ম অর্থ কাম সব সুখের আগার ।
 শমনের সেখানে নাহিক অধিকার ॥
 নগর নিকটে বর আসি উপনীত ।
 দেখিতে সকল লোক ধায় অগণিত ॥
 বরযাত্র ভূতগণ ভয়ঙ্কর কায় ।
 দেখিয়া বালকবৃন্দ ত্রাসেতে পলায় ॥
 ঘরে গিয়ে মার কাছে বলিছে সবাই ।
 ওমা হেন বর কভু কেহ দেখে নাই ॥
 বলদ বাহন বুড়া বুজি শুদ্ধি হত ।
 বরযাত্র সঙ্গে কিনা প্রেত ভূত যত ॥

এমন সুন্দর বরে কেবা দেখিয়াছে ।
 পরমায়ু আছে যার সেই বেঁচে আছে ॥
 শুনিযে তাদের মাতা হেসে তারা কয় ।
 হরগণে বাছা সব নাহি কর ভয় ॥
 এইরূপ রঙ্গরস বধায় তথায় ।
 কামিনী কুমার গণে বুঝায় কথায় ॥
 এখানেতে গিরিশুরে উপনীত বর ।
 দেখি সভা শুক্ক উঠে দাঁড়ায় ভূধর ॥
 বরযাত্রগণে করি বিহিত সম্মান ।
 বেদ বিধিসত হরে গৌরী করে দান ॥
 অন্তঃপুরে বরকন্যা লইয়ে চলিল ।
 স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইল ॥
 স্বর্ণধাল করে সঙ্কে কুলনারীকুল ।
 বরে দেখি ডরে তারা অন্তরে ব্যাকুল ॥
 ঘরে গিয়ে মেনকা নয়নজলে ভাসে ।
 উমা লয়ে কোলে বলে সকরুণ ভাষে ॥
 যে বিধি দিয়েছে হেন কন্যারূপ নিধি ।
 এমন বাতুল বরে ঘটালে সে নিধি ॥
 মেয়ে নিয়ে প্রবেশিব সাগর উদরে ।
 না হয় মিশাই যদি মেদিনী বিদরে ॥
 আহামরি বাছা উমা তাজিয়ে আহার ।
 হেন বর পেলে তপ করিয়ে কাহার ॥
 নারদের সজ্জনায় করিয়ে বিশ্বাস ।
 ঘটিল আমার কিনা এই সর্বনাশ ॥

ঠেক প্রভারক সেটা কপটা কুজন ।
 লোক মজাইতে হেন না আছে দুজন ॥
 নাহি তার কন্যা পুত্র নাহি তার জায়া ।
 জগতে কাহারো প্রতি রাখে না সে মায়া ॥
 পরে না বুঝিতে পারে পরের বেদনা ।
 বন্ধ্য কি কখন জানে প্রসব যাতনা ॥
 এইরূপে খেদ করে হেমস্তের নারী ।
 ঝর ঝর দুই চক্ষে বহে অশ্রু বারি ॥
 জননীৰ এই ভাব নিরখি শঙ্করী ।
 দয়া করি নোহ তার লইলেন হরি ॥
 মনোহর বর হরে দেখি তার পর ।
 আনন্দেতে মেনকার পুলক অন্তর ॥
 জামাতা দুহিতা দোঁহে নিল নিকেতনে ।
 বাসরে আসর জেঁকে বসে নারীগণে ॥
 কোঁতুকে পোহায় নিশি কুহরে কোকিল ।
 শীতল সুগন্ধ বহে মলয় অনিল ॥
 বরযাত্র কন্যাযাত্রগণে গিরিরায় ।
 বসন ভূষণ দানে করিল বিদায় ॥
 উমালয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাসে ।
 হেরিয়ে ভূধরবাসী আনন্দেতে ভাষে ॥
 গজানন বড়ানন জন্মিল কুনার ।
 তারক অম্বরে নাশ করেন কুমার ॥
 ইন্দ্রের ঘুচিল ভয় সুখী দেবগণ ।
 আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ ॥

হরগৌরী বিবাহ যে শুনে মন দিয়ে।
 তরী বিমা ভবসিঙ্ধু সে যায় তরিয়ে ॥
 ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
 হরগৌরী বিবাহ নামক পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠসর্গ ।

ভরস্বাজ কর প্রণিধান ।
 রামজন্ম বিবরণ, সৰ্বপাপ নিবারণ,
 দুই লোকে কল্যাণনিধান ॥
 যেই ব্রহ্ম পরাংপর, ব্যাপ্ত সৰ্ব চরাচর,
 বিশ্ববীজ দৃশ্য কভু নয় ।
 নিরিন্দ্রিয় নিরাকার, নির্দ্বিকার নির্দ্বিহার,
 নিরঞ্জন নিত্য নিরাময় ॥
 জীবের নিস্তার হেতু, ভবপারাবার সেতু,
 সেই প্রভু ধরিয়ে শরীর ।
 দশরথ গৃহে হরি, পুত্রভাবে অবতরি,
 হরিলেন তার অবনীত ॥
 বুঝিতে কে পারে স্তম্ভ, স্তম্ভহীন কি সস্তম্ভ,
 নিহার সলিল যে প্রকার ।
 চিনির মঠের নত, অশ্ব গজ কিবা রথ,
 এক বস্তু বিভিন্ন আকার ॥
 নাহি তাঁর চক্ষু কাণ, দেখিতে শুনিতে পান,
 কর বিনা করেন রচন ।

গতায়াত্ত সব চাই, অথচ চরণ নাই,

মুখ নাহি বলেন বচন ।

পরিহরি নিজ শিব, মোহ নিদ্রা যুক্ত জীব,

ধনজন দেখিছে স্বপন ।

ভূটাতুর মৃগগণে, রবিকর দরশনে,

করে যেন নীর নিরীক্ষণ ॥

না ভাবিয়ে জগদীশে, বিষয় বিষম বিধে,

দিবানিশি বসি পান করে ।

দোষনেত্র হয়ে হত, ভোগ বিলাসেতে রত,

নাহি আরে রামরঘুবরে ॥

অতঃপর শুণাকর, অবধান তবে কর,

রামকথা করিব বর্ণন ।

পাপ তাপ দূরে যাবে, অস্ত্রে রম্যকাস্ত্রে পাবে,

কৃতান্তে করিয়ে বিড়ম্বন ॥

একদিন দৈবঘোষণে, হরিমামামৃত ভোগে,

দেবঋষি নারদ ধীমান ।

বীণায়জ্ঞে করি গীত, হিমালয়ে উপনীত,

শৈল শৃঙ্গ অতি শোভমান ॥

খগমৃগ অগণন, কুম্মিত তরুগণ,

বর বর জাকুবী করিছে ।

শীতল সুগন্ধ ঘন, বহিতেছে সমীরণ,

পরশনে সরস করিছে ॥

দেখি স্থান অতি রম্য, মনুষ্যের নহে গম্য,

নারদ প্রিয় হুয়ে অতি ।

বসিলেন তপোধন, তপস্যায় দিয়ে মন,
 ধ্যানে ধরি কালীয় মুরতী ॥

ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি ইন্দ্র লয়,
 কেন মুনি হেন তপ করে ।

এক ভাবি মুরপতি, স্মরে স্মরে শীঘ্রগতি,
 ধ্যানভঙ্গ করিবার তরে ॥

সিংহ যেন দরশনে, সারমেয় ভীত মনে,
 শুষ্ক অস্থি মুখেতে পলায় ।

কি জানি যদ্যপি হরি, বিক্রম প্রকাশ করি,
 হাড়খানা কেড়ে নিয়ে খায় ॥

সেই মত মুররাজ, অন্তরে নাহিক লাজ,
 স্বর্গ মুখ মুনি পাছে লয় ।

কুটিল স্বভাব যারা, তাহাদের এই ধারা,
 নিরন্তর চকিত মডয় ॥

ইন্দ্রের আদেশ পেয়ে, রতিপতি গেল ধৈয়ে,
 দলবল সকল লইয়ে ।

বসন্ত সামন্ত মনে, ফুলবাগ বরিষণে,
 দশ দিক ফেলিল ছাইয়ে ॥

কোকিল কুল্লারন, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
 মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ।

নাচিছে অঙ্গুরী ঘন, গাইছে কিম্বরীগণ,
 সুশীতল শশির কিরণ ।

করে কত মত রজ, তবু নহে ধ্যান ভঙ্গ,
 ভঙ্গ দিয়ে অনঙ্গ পলায় ।

কামে করি পরাক্রম, মনে অতি সুখোদয়,
বিকূলোকে দেবকৃষ্ণি যায় ॥

হরির নিকটে গিয়ে, দণ্ডবৎ প্রণমিয়ে,
করিল সকল নিবেদন ।

শুনি কন দামোদর, তুমি জ্ঞান ধুবন্ধর,
কি করিবে তোমার মদন ॥

নারদ বিনয়ে কয়, আমার যোগ্যতা নয়,
ত্ৰিপদের মহিমা কেবল ।

অন্তর্যামী নারায়ণ, বুঝিলেন বিলক্ষণ,
নারদের শিষ্টাচার ছল ॥

প্রণাম করিয়ে মুনি, হৃদয়ে আনন্দে গুণি,
ধরাতলে করিল গমন ।

দেখে এক রাজপুর, সব স্বেখে ভবপুর,
হেরিলে মোহিত হয় মন ॥

শীলনিধি নামে ভূপ, নিরূপম গুণরূপ,
সেইখানে করেন বসতি ।

বিপক্ষে অনল প্রায়, তেজে ভানু লজ্জা পায়,
রূপে পরাভব রতিপতি ॥

দানে কর্ণ নিরূপণ, মানে রাজ্য দুর্ব্যোধন,
বাণে যেন বীর ধনঞ্জয় ।

অশ্ব গজ সেনা সব, কহিবারে অসম্ভব,
শত ইন্দ্র সম তার নয় ।

ভূপশীলনিধি কন্যা, রূপসীর অগ্রগণ্যা,
মহীধন্যা না হয় বর্জন ।

মাধবীর সর্বোপরি, অঙ্গুরী কিম্বদীপনী,
সুন্দরী তাহার তুল্য নন ॥

চাঁচর চিকুর ভাল, বেষ্টিত কবরী জাল,
গগনদেশে খণ্ড শোভে তার ।

অমিয় করিতে পান, ভূতঙ্গ কি বেগবান,
বদনমণ্ডলে সুধাধার ॥

কুবঙ্গ শাবক কায়, ভুবিয়া রয়েছে তায়,
যেহেতু সে চুরি করা ধন ।

শশব্যস্ত স্বভাবত, যেন মনে ভয় কত,
হেরিতেছে মেলিয়ে নয়ন ॥

পয়োধরে কিবা হার, মরি তার কি বাহার,
ভাগীরথী ধারা নগরাজে ।

সাজাখানি অতি সর, হরি মধ্য কি ডমরু,
মণিময় মেখলা বিরাজে ॥

পদ্মগতি পিতামহ, শিক্ষা করি অহরহ,
নিপুণতা হয়েছে যখন ।

করপদ্ম তবে তার, বিনির্মিত বিধাতার,
তেবে দেখ সে শোভা কেমন ॥

করিকর জিনি উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু,
চরণ সরোজ প্রভাকর ।

নখরনিকর শোভা, নিশাকর কর প্রভা,
অপরূপ রূপ মনোহর ॥

প্রবণেতে স্বয়ম্বর, আসিয়ে অনেক বর,
উপনীত হইল তথায় ।

বিবাহ কৌতুক শুনি, আইল নাহি ~~নাম~~,
 হেরিতে স্তম্ভিত তনয়ায় ॥
 নারদে দেখিয়ে রায়, সম্ভ্রম পূর্কক তাঁয়,
 পদ ধৌত করি সেইক্ষণে ।
 বসাইয়ে সিংহাসনে, কন্যা আনি হৃষ্টমনে,
 জিজ্ঞাসিল যতক লক্ষণে ॥
 যুনি কহে শুন ভূপ, তোমার কন্যার রূপ,
 দেখিলাম পরীক্ষা আচরি ।
 সমুদয় মূলক্ষণ, আছে এর বিলক্ষণ,
 ভাগ্যবতী পরম সুন্দরী ।
 এত বলি যুনিবর, গেল আপনার ঘর,
 কিন্তু বড় আপদ ঘটিল ।
 শীলনিধি স্মৃতা হেরে, পড়িল বিবশ ভেরে,
 ফুল বাণ হৃদয়ে ফুটিল ॥
 যৌবন নাহিক আর, পুন শিরে জটাতার,
 পাকাদাড়ি বিকট আকার ।
 হেরিলে একরূপ রূপ, স্তম্ভিত রসকূপ,
 ঘেঁসিবে না নিকটে তাঁহার ॥
 মোহন মুরতি তরে, ক্রতগতি বেগতরে,
 গিহয় নারায়ণ সন্নিধান ।
 বলে ভগবান হরি, দীনদাসে দয়া করি,
 মনোহর রূপ কর দান ॥
 শ্রবণে অন্তরে হাস, কহিলেন ত্রিনিবাস,
 স্বর্গ তাঁর না বুঝিল ছল ॥

[redacted] দ চিন্তা নাই, অবশ্য করিব তাই,
 যাতে তব হইবে কুশল ॥
 মোহবাণ বিমোহিত, নাহি জ্ঞান হিতাহিত,
 উপনীত ভূপতি তবনে ।
 আর সব রাজ্য যত, ক্রমে ক্রমে সমাগত,
 অশ্ব রথ মাতঙ্গ বাহনে ॥
 সখি সঙ্গে রাজবালা, লয়ে থালা কুলমালা,
 স্বয়ম্বর সভায় আইল ।
 নারদ আছেন বসি, ভূপসুতা সুরূপসী,
 হেরিয়ে বদন ফিরাইল ॥
 রুদ্রদূত দুই জনে, কৌতূহল দরশনে,
 নররূপে ছিল সেউ স্থলে ।
 নারদের হরিযুগ, হেরি হয়ে সকৌতুক,
 হাসি হাসি কাছে আসি বলে ॥
 আহা এষে অপরূপ, দেখি হে তোমার রূপ,
 কোনরূপে না হয় বর্ণন ।
 কিরূপ মাধুরী তব, হেরি হারে মনোভব,
 শশি করে কলঙ্ক ধারণ ॥
 হেরিলে একরূপ রূপে, স্তপসুতা কোনরূপে,
 রহিতে পারিবে কদাচন ।
 বরমালা দিবে গলে, লয়ে তারে কুতূহলে,
 নিজালয়ে করিবে গমন ॥
 এমন সময়ে হরি, শীলনিধি স্নাতা হরি,
 * লয়ে যান তবনে আপন ।

নিরখি স্থপতিচয়, চিত্রার্চিত চেষ্টায়,
 ভাবে একি জাগিয়ে স্বপন ॥
 প্রতিবিম্ব হেরি জলে, নারদ কোপেতে জলে,
 রুদ্ধগণে দিল অভিশাপ ।
 অন্তরে নাহিক ত্রাস, কারে কর উপহাস,
 আরে দুই দুরাচার পাপ ॥
 সংজ্ঞাহীন হয়ে মোহে, যে কর্ম করিলে দোঁহে,
 অতঃপর হইবে রাক্ষস ।
 মুনি দেখি পুনর্বার, গেন উপহাস আর,
 করিবারে না কর সাহস ॥
 ক্রোধানলে অঙ্গ জ্বলে, বিষ্ণুর সদনে চলে,
 দেখে তথা বিরাজে কামিনী ।
 বসিয়াছে বাম পাশে, রূপে অন্ধকার নাশে,
 মেঘে যেন মিলিত দামিনী ॥
 কোপেতে নারদ কয়, তোমার অসাধ্য নয়,
 কোন কর্ম এ তিন ভুবনে ।
 কুটিল কপট অতি, তুমি ওহে রমাপতি,
 তোমাতে বিদিত নন্দজনে ॥
 নমুদ্র মন্তন করি, কৌস্তভ লইলে হরি,
 কালকূট দিলে পঞ্চাননে ।
 নাহি মূলে লজ্জা ভয়, ননে যা উদয় হয়,
 অনায়াসে কর সেই কণে ॥
 করি ভাল যোগাযোগ, এড়াইয়ে কর্মভোগ,
 চিরদিন করিছ বিহার ।

বিবর্জিত শোক হর্ষ, তুমি হরি কি দুর্জয়,
তোমারে আঁটিতে সাধ্য কার ॥

নটবর শঠরাজ, করিয়ে বিস্তর কায,
পরিভ্রাণ পাইয়াছ বটে ।

ফাকি দিয়ে কত যাবে, আর নাহি পার পাবে,
পড়িয়াছ এবার শঙ্কটে ॥

নররূপ ধরি হরি, তব মাঝে অবতরি,
হবে তুমি রাজার নন্দন ।

বিরহেতে রমণীর, নয়নে বহিবে নীর.
হাহা রবে করিবে ক্রন্দন ॥

কপিমুখ তুমি মম, করেছ পুরুষোক্তম,
কপিবল করিয়ে আশ্রয় ।

নিশাচর রণে মারি, ভবনে আনিবে নারী,
ইথে তুমি না কর সংশয় ॥

নারদের শাপ হরি, মস্তকে নিলেন ধরি,
হরিলেন মোহ অন্ধকার ।

জ্ঞান পেয়ে মুনিবর, স্তব করি তার পর,
চরণে করিল নমস্কার ॥

বিকৃতি মুচিল তাঁর, প্রকৃতি যে আপনার,
পাইলেন তাহা মুনিরায় ।

পথে যেতে হরগণ, করি তাঁরে দরশন,
প্রণাম করিল আসি পায় ॥

যুড়িয়ে যুগল করে, স্তুতি করি ঋষিবরে, “
পরিচয় করিল প্রদান ।”

মুনি কন ভয় নাই, লক্ষ্য গিয়ে দুই ভাই,
 হবে নিশাচরের প্রধান ॥
 ভোগ বিলাসেতে রবে, বিপুল বিভব হবে,
 বাহুবলে জিনিবে ভুবন ।
 বিষ্ণু হস্তে হয়ে হত, লভিয়ে সায়ুজ্য পথ,
 কৈলাসেতে করিবে গমন ॥
 শুনিye নারদ-বাণী, পরম সন্তোষ মানি,
 রুদ্রগণে করিল গমন ।
 নারদ প্রসন্নমনে, ব্রহ্মলোক নিকেতনে,
 ধীরে ধীরে গেলেন তখন ॥
 ইতি মহাকাব্যে রামায়ণে বালকাণ্ডে
 নারদ শাপ নামক ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ ।

নারদের শাপে, তবে রুদ্র দুই জন ।
 লক্ষ্য আসিয়ে করে জনম গ্রহণ ॥
 মুনির ঔরসে আর রাক্ষসী উদরে ।
 দশানন, কুম্ভকর্ণ দোঁছে নাম ধরে ॥
 সকলের কনিষ্ঠ অনিষ্টে নাহি মন ।
 বিষ্ণুভক্ত ধার্মিক আখ্যান বিভীষণ ॥
 করিল কঠোর তপ তিন সহোদর ।
 চলিলেন প্রজাপতি দিতে তবে বর ॥

হেরিয়ে তাঁহারে কহে লঙ্কার ঈশ্বর ।
 এই বর দেহ আমি হইব অমর ॥
 বিধাতা বলেন মম বরের প্রভাবে ।
 অমরত্ব সকলের কাছে নাহি পাবে ॥
 রাবণ কহিল এই বর দেহ তবে ।
 নরবানরের করে মৃত্যু মম হবে ॥
 তথাস্তু তাহারে ব্রহ্মা বলিয়ে তখন ।
 কুন্তকর্ণ সন্নিধানে করেন গমন ॥
 নিশাচর বলে আমি এই বর চাই ।
 ছয় মাস অবিরত মুখে নিদ্রা যাই ॥
 সৃষ্টির কুশল বিধি ভাবিয়ে তখন ।
 বরদান করিলেন হরষিত মন ॥
 বিভীষণ সমীপে গেলেন পরিশেষ ।
 শাস্তুরস রহিয়া ছে ধরি যেন বেশ ॥
 বলিলেন বৎস ! বর লহ শীঘ্রগতি ।
 সে কহিল পাদ-পদ্মে রহে মম মতি ॥
 বর দিয়ে প্রস্থান করেন প্রজাপতি ।
 তিন ভাই লঙ্কাদ্বীপে করিল বসতি ॥
 ময়দানবের কন্যা পরম সুন্দরী ।
 রমণীর শিরোমণি নদম মন্দোদরী ॥
 বিবাহ তাহারে করি লঙ্কেশ রাবণ ।
 কৃত্বে লয়ে গেল আপন ভবন ॥
 সুবর্ণ নির্মিত লঙ্কা সমুদ্রের মাজে ।
 অহিকূলে ভোগবতী স্বরূপ বিরাজে ॥

অথবা অমরাবতী স্বর্গেতে যেমন ।
 দেবরাজ ইন্দ্র যথা করেন রমণ ॥
 সেই মত দশানন লঙ্কায় বিহরে ।
 সুরগণ ভীতমন সেবা তার করে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব রক্ষ সিমন্তিনী যত ।
 উপভোগ হেতু গৃহে রাখে শত শত ॥
 যক্ষপতি কুবের সহিত করি রণ ।
 আনিল পুষ্পক রথ করিয়ে হরণ ॥
 কুম্ভকর্ণ ভাই যায় নিদ্রা ছয় মাস ।
 নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বড়ই সর্বনাশ ॥
 লক্ষ লক্ষ জীব যদি করেন আহার ।
 তথাপি উদর শান্ত না হয় তাঁহার ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ বল অগ্রমিত ।
 ইন্দ্রকে করিয়ে জয় নাম ইন্দ্রজিত ॥
 অতিকায় ধুমুকেতু আর অকম্পন ॥
 ইত্যাদি অনেক মূত যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
 কামরূপ নিশাচর কত মায়া জানে ।
 নিষ্ঠুর কপট শঠ মন্ত্র সুরাপানে ॥
 রণসজ্জা করি লঙ্কাপতি দুরাশয় ।
 বাহির হইল করিবারে দিগ্বিজয় ॥
 দুরাচার দশানন ভয়ে সুরচয় ।
 গিরিশুভা মন্ধ্যে মবে লইল আশ্রয় ॥
 কোন খানে কাহার না পায় দরশন ।
 হেনকালে আইল নারদ তপোধন ॥

নারদে হেরিয়ে কহে লঙ্কার লেখার ।
 প্রতিযোদ্ধা দেখাইয়ে দেহ মুনিবর ॥
 শুনিয়া নারদ বলিলেন তার প্রতি ।
 শ্বেতদ্বীপে যাও তুমি নিশাচর পতি ॥
 মুনির বচনে তবে রাক্ষস রাবণ ।
 শ্বেতদ্বীপে শীঘ্রগতি করিল গমন ॥
 দেখিল যাইয়ে দুর্ক সুরোবর তীরে ।
 নারীগণ স্নান করিতেছে তার নীরে ॥
 তাহাদের সকলে করিয়া সম্বোধন ।
 বলিতে লাগিল তবে নির্লজ্জ রাবণ ॥
 তোমাদের পতিগণে জয় করি রণে ।
 লয়ে যাব সকলেরে নিজ নিকেতনে ॥
 অতএব তাহাদের বল গিয়ে ধরে ।
 আসিয়ে আমার সনে যুদ্ধ যেন করে ॥
 শুনি এক বৃদ্ধা কোপে উঠিল কাঁপিয়ে ।
 দুই পায়ে দশগ্রীবা ধরিল চাপিয়ে ॥
 হ্রবির্য এননি বীর্য উঠিয়ে গগণে ।
 সমুদ্রে ফেলিয়ে দিল রাক্ষস রাবণে ॥
 পরমেশ্বি বরবলে নাহিক মরণ ।
 কূলেতে উঠিল দুই দিয়ে সম্ভরণ ॥
 লজ্জা ভয় ক্ষোভ মাত্র নাহিক অন্তরে ।
 পাতাল করিতে জয় যায় তার পরে ॥
 তথায় বলির দ্বারে স্থিত তগবান ।
 বালকে বিপুল বল করেন প্রদান ॥

শ্রাবণেরে একজন আক্রমণ করে ।
 কাঁচপোকা গিয়ে যেন তেলাপোকা ধরে ॥
 ধরিয়ে আনিল তারে বলির ভবন ।
 বহুবিধ প্রকারে করিল বিড়ম্বন ॥
 বলে তাই এ জন্তু না দেখি কদাচন ।
 কুড়িহস্ত দশ মাথা বিংশতি লোচন ॥
 হাসি প্রহারিছে আসি বালক সকলে ।
 মারি খেয়ে চূপ দুই নাম নাহি বলে ॥
 হেনকালে সেই স্থানে আসিয়ে বামন ।
 ছাড়ায়ে দিলেন শীঘ্র পলায় রাবণ ॥
 তাজিবারে নাহি পারে স্বভাব আপন ।
 এত অপমান পেয়ে তবু চায় রণ ॥
 পম্পানদীতীরে যায় যাতুধানপতি ।
 জপতপ যথা করে বালী মহামতি ॥
 ধ্যানপরায়ণ কপি মুদিয়ে নম্রন ।
 নিকটে যাইয়ে তারে বলিল রাবণ ॥
 বকধর্মী বানর কি করিছ বসিয়ে ।
 আমার সহিত রণ করনা আসিয়ে ॥
 শুনিয়া হাসিয়ে বালী বলিল তখন ।
 তুমি বড় বলী আমি জানি বিলক্ষণ ॥
 এখানে থাকিলে' কিন্তু যটিবে প্রলয় ।
 অলয় অলয় যাহ আপন অলয় ॥
 রাবণ বলিল ছল ছাড়হ বানর ।
 আমার সহিত আমি করহ সমর ॥

ক্রোধে বালীরাজা বীর বাসবনন্দন ।
 লাজ্জলেতে দশকণ্ড করিয়ে বন্ধন ॥
 সপ্ত সমুদ্রের জল করাইয়ে পান ।
 ছেড়ে দিল ভয়ে দুষ্ট করিল গ্রন্থান ॥
 পুনশ্চ আইল তথা করিতে সমরে ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুন যথা জলকেলি করে ॥
 মায়া বল আপনার করিয়ে প্রচার ।
 জলরুজি করিল রাক্ষস দুরাচার ॥
 ভাসিয়ে চলিল যত সিমন্তিনীগণ ।
 হেরিয়ে সহস্র বাহু সবিস্ময় মন ॥
 অদূরে তাহার দাঁড়াইয়ে লক্ষাপতি ।
 নিরখিয়ে তারে ক্রোধ রুজি হয় অতি ॥
 রাবণে লইয়ে গিয়ে আপন নগরে ।
 অশ্বশালে বাঁধিয়ে রাখিল তার পরে ॥
 নটীগণে নিত্য স্তূত্র করে নিশাকালে ।
 দশটা প্রদীপ তার দশ শিরে জ্বালে ॥
 দেখিয়ে পুলস্ত মুনি দুর্গতি তাহার ।
 ছাড়াইয়ে দিলেন করিয়ে তিরস্কার ॥
 এই মত নানাস্থানে হইয়ে লাঞ্ছিত ।
 তবু তার মনে লজ্জা না হয় কিঞ্চিৎ ॥
 কুবেরের পুত্রবধু উর্কশী মূলদ্বী ।
 বল প্রকাশিয়ে তারে লইবেক হরি ॥
 জানি নলকুবর করিল অতিশাপ ।
 বংশনাশ হবে তোর দুরাচার পাপ ॥

নৈমিষ কাননে দুষ্ট করিল গমন ।
 যে খানে করেন বাস ঋষি অগণন ॥
 জয় দেহ মুনিগণে বলে নিশাচর ।
 শুনিযে তাঁহার সবে সভয় অন্তর ॥
 খরশর পরশনে অঙ্গ ক্ষত করি ।
 লয়ে গেল রাক্ষস রুধির কুস্ত ভরি ॥
 মিথিলার প্রান্তভাগে করিয়ে স্থাপন ।
 প্রস্থান করিল নিজ আলায়ে আপন ॥
 কিছু দিন পরে ঋষি জনক আসিয়ে ।
 যজ্ঞ কবিবারে ভূমি কেলিল চষিয়ে ॥
 পরম সুন্দরী কন্যা হইল উখিত ।
 নিরখিয়ে রাজঋষি অতি আনন্দিত ॥
 কোলেতে করিয়া কন্যা গ্রহেতে আনিল ।
 জনকনন্দিনী সীতা জগতে জানিল ॥

অতঃপর নিশাচর লঙ্কার রাবণ ।
 দৌরাঙ্গ্য করিয়ে সদা ভ্রমে ত্রিভুবন ॥
 মদগর্কে গচ্ছিত না মানে নিবারণ ।
 ধরা আর নারে তার করিতে ধারণ ॥
 ধেনুরূপ ধরি ধরা দেবলোকে গিয়ে ।
 কহিল সকল কথা কান্দিয়ে কান্দিয়ে ॥
 যুক্তি করি দেবগণ ধরণী সংহতি ।
 উপনীত হৈল সবে যথা প্রজাপতি ॥
 ঘোড় করে করিল সকল নিবেদন ।
 শ্রবণে চতুরানন বিষণ্ণবদন ॥

প্রবোধ বচনে শান্ত করি ধরণীরে ।
 সজ্জে নিয়ে উপনীত ক্ষীরোদের তীরে ॥
 কুতাঞ্জলি করে তবে হয়ে সাবধান ।
 বিধিসনে দেবগণে করে স্তুতিগান ॥

জয়—সুরনায়ক, মোক্ষদায়ক, ভীতিহারক, মাধব ।
 জয়—মধুমুদন, হে জনার্দন, বিশ্ববন্দন, কেশব ॥
 জয়—দুর্জয়দলন, শিষ্টপালন, সৃষ্টিলালন, কারণ ।
 জয়—হে জ্ঞানাজ্ঞন, ভবভঞ্জন, ভক্তরঞ্জন, তারণ ॥
 জয়—পদ্মলোচন, পাপমোচন, তপ্তকাঞ্চন, বরণ ।
 জয়—হে নারায়ণ, সর্পশয়ন, অর্কনিন্দন, চরণ ॥
 জয়—খলনাশন, গুরুভাসন, দৈত্যশাসন, গোবিন্দ ।
 জয়—করুণাকর, করুণা কর, বিতর, পদারবিন্দ ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে

অমরস্তুতি নামক সপ্তম সর্গ ।

অষ্টম সর্গ ।

এই রূপে সব, নিরিক্ষি বাসব, প্রভৃতি অমরগণে ।
 কুতাঞ্জলিকরে, স্তুতি গান করে, ত্রাসিত হইয়ে মনে ॥
 এমন সময়, দৈববাণী হয়, সকলে শুনিতে পান ।
 নাহি কর ভয়, ত্রিদিব নিচয়, যাহ আপনার স্থান ॥
 দিনকর বংশ, ভূপলাবতংস, দশরথ যশোধন ।
 রাস নামে তাঁর, হইব কুমার, চারি ভাগে চারিজন ॥

করিয়ে সমর, রাক্ষস পামর, সমূল করিব নাশ ।
 ভূভার হরিতে, যাইব ত্বরিতে, ধরণী করিতে বাসি ॥
 দৈবের বচন, স্বধার রচন, শ্রবণ করিয়ে কাণে ।
 প্রফুল্ল হৃদয়, সুর সমুদয়, চলিল আপন স্থানে ॥
 হেথা কোশলায়, দশরথ রায়, চিন্তায়ুক্ত নিরন্তর ।
 না হৈল তনয়, না হলে ত নয়, কি করিব অতঃপর ॥
 অনেক ভাবিয়ে, গুরুগৃহে গিয়ে, ভূপ দিল দরশন ।
 হেরিয়ে বশিষ্ঠ, হৃদয়েতে হৃষ্ট, করে তাঁরে সন্তাষণ ॥
 গুরুপদে নতি, করিয়ে ভূপতি, কৃতাজ্ঞ হইয়ে কয় ।
 কিরূপে আমার, হইবে কুমার, আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
 ভূপের বচন, করিয়ে শ্রবণ, বশিষ্ঠ বলেন বাণী ।
 যাইয়ে ত্বরায়, যজ্ঞ কর রায়, শৃঙ্গী তপোধনে আনি ॥
 শুনি নরপতি, হরষিত মতি, উপনীত নিকেতনে ।
 করে আয়োজন, যথা প্রয়োজন, দেবযজ্ঞ সম্পাদনে ।
 শৃঙ্গী মুনিবরে, অতি সমাদরে, আনাইল দশরথ ।
 মহা অনুরাগে, আরম্ভিল যাগে, পুরাইতে মনোরথ ॥
 বিবিধ বিধান, আহুতি প্রদানে, তুষ্ট কৈলা বৈশ্বানরে ।
 হয়ে মূর্ত্তিমান, ভূপ বিদ্যমান, আইল অনল পরে ॥
 করি সম্বোধন, বলিল তখন, কর রায় অবধান ।
 এই হবি লয়ে, অধনন্দিত হয়ে, নারীগণে কর দান ॥
 শুনি নরপতি, হৃষ্ট দ্রুতগতি, ভবনে গমন করি ।
 নারী তিন জনে, ডাকিয়ে নির্জনে, যজ্ঞ হবি দিল ধরি ॥
 পুত্র অনুরাগে, করি দুই ভাগে, কোশল্যাকে কয়ী নিল ।
 আধ আধ তার, দোহে সুমিত্রার, করে দুই ভাগ দিল ॥

কিছু দিন পরে, তিনের উদরে, জনমিল চারি ভাগে ।
 মধু মধু মাসে, দশরথ বানে, অবতীর্ণ হরি আগে ॥
 কৌশল্যানন্দন, দেব জনার্দন, ত্রিমধুসূদন রাম ।
 রূপ অপরূপ, ধরিয়ে স্বরূপ, জনমিল গুণধাম ॥
 অরুণবরণ, চরণকিরণ, দশনখ নিশারাজ ।
 রূপ অভিরাম, দূর্জাদলশ্যাম, কোটি কাম পায় লাজ ॥
 রাম রম্ভা উরু, কামধনু ভুরু, কটাক্ষ গরল কালা ।
 শঙ্খচক্রাস্রুজ, শোভে কিবা ভুজ, বিভূষিত বনমালা ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল, বদনমণ্ডল, অমল কমল ভাতি ।
 কণ্ঠ কম্বরাজ, করিছে বিরাজ, দশন যুকুতাপাঁতি ॥
 আপন বাহনে, স্রুথে আরোহণে, আগিছে অমরগণ ।
 কৃতাজ্জলি করে, সবে স্তুতি করে, প্রেমামন্দে নিমগন ॥
 জয় জয় রাম, লোক অভিরাম, পূর্ণকাম পরিপূর্ণ ।
 অক্লয় অব্যয়, অশোক অভয়, দুঃখ দূর কর তূর্ণ ॥
 গুণাতীত গুণ, কে বুঝিবে গুণ, স্বগুণে ত্রিগুণময় ।
 অপার মহিমা, বেদে নাহি মীমা, নিরীকার নিরাশ্রয় ॥
 রূপ সংবরণ, করি নারায়ণ, ধরিল বালক দেহে ।
 কৌশল্যা জানিল, পুত্র জনমিল, মোহিত মানস স্নেহে ॥
 রূপসী কামিনী, কেকয় নন্দিনী, প্রসবিল সূত আর ।
 আখ্যান ভরত, সমগ্র ভারত, সৌরভে পূর্ণিত যার ।
 সুমিত্রা স্রুমুখী, মনে মহাসুখা, প্রসবি তনয় ছয় ।
 সস্ব স্বলক্ষণ, অনন্ত লক্ষণ, শত্রুগ্ন মহোদয় ॥
 পুরবাসিগণ, আনন্দে মগন, করিছে মঙ্গল গান ।
 রাজা দশরথ, পূর্ণ মনোরথ, দ্বিজের দিল বহু দান ॥

শুরু শশধর, সোমর সুন্দর, বাড়িছে কুমারগণে ।
 হেরি নরপতি, হরষিত মতি, পুলকিত অতি মনে ॥
 পঞ্চম বৎসর, হইল কোঁয়র, মহাবল চারিজন ।
 বিদ্যা শিক্ষা তরে, ভাবিত অন্তরে, দশরথ যশোধন ॥
 এমন সময়, ভূপতি আশ্রয়, কুলগুরু শ্রুণাকর ।
 পরম পণ্ডিত, গুণেতে মণ্ডিত, আইলেন ঋষিবর ॥
 দেখি দশরথ, হয়ে দণ্ডবৎ, প্রণতি করিয়ে পায় ।
 বলিল তখন, যত বিবরণ, মনোগত অভিপ্রায় ॥
 শুনিয়ে বশিষ্ঠ, হৃদয়েতে স্থষ্ট, করিলেন দিন স্থির ।
 বিদ্যা শিক্ষা লাগি, হয়ে অনুরাগী, আরম্ভিল চারি বীর ॥
 কাব্য অলঙ্কার, ধনুর্ভেদ আর, পড়িয়ে কুমারগণে ।
 করে শরাসন, মৃগ অন্বেষণ, করিয়ে বেড়ান বনে ॥
 রামের বাণেতে, মরিয়ে প্রাণেতে, কুরঙ্গ সুন্দর পুরে ।
 এড়াইয়ে দায়, সুখে চলি যায়, নাহি আসে ভবে ঘুরে ॥
 এইরূপে কত, দিন হয় গত, বিশ্বামিত্র দৈবাধীন ।
 ঘুরিতে ঘুরিতে, কোশলা পুরীতে, উপনীত এক দিন ॥
 মুনি আগমন, শুনি সেইক্ষণ, দশরথ নরপতি ।
 অসিয়ে ত্বরায়, লোটায়ে ধরায়, চরণে করিল নতি ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দানে, বিবিধ বিধানে অর্চনা করিয়ে রায় ।
 জিজ্ঞাসে কারণ, কহ বিবরণ, কেন আজি কোশলায় ॥
 শুনি মুনি কয়, শুন মহাশয়, রাক্ষসের ভয় ভারি ।
 সমাহিত মনে, বসিয়ে কাননে, বজ্র করিবারে নারি ॥
 ঈরাসি লক্ষ্যণে, তাহার কারণে, হবে ভূপ সমর্পিতে ।
 তোমার এ যশ, গাবে দিগ দশ, সবার কল্যাণ ইথে ॥

মুনির বচন, শুনিয়ে তখন, ভাবে রায় একি দায় ।
 হইয়া কাতর, যোড় করি কর, নিবেদিল তাঁর পায় ॥
 অনেক যতনে, তনয় রতনে, পাইয়াছি ঋষিবর ।
 চাহিয়ে সে ধন, আমারে নিধন, কি হেতু আপনি কর ॥
 হিরণ্য রজত, দিব চাহ যত, হীরক মাণিক্য রাজি ।
 অশ্ব গজ রথ, দানে মনোরথ পুরাইব তব আজি ॥
 কিন্তু মহাশয়, উহা ত না নয়, যা বলিলে মতিমান্ ।
 ঈরাম লক্ষণ, করিতে অর্পণ, নারিব ধরিতে প্রাণ ॥
 করি কত ক্রেশে, এ রজ বয়েসে, পাইয়াছি পুত্র চারি ।
 শরীর থাকিতে, আমি নাকি দিতে, তাদের কখন পারি ॥
 ভূমি মুনিবর, গুণে গুণাকর, অবিদিত কিছু নও ।
 হুইয়ে প্রবীণ, বিবেচনাহীন, মত কথা কেন কও ॥
 চাহ মম প্রাণ, করিবারে দান, এইক্ষণে আমি পারি ॥
 কিন্তু রামধনে, থাকিতে ভীষনে, অর্পণ করিতে নারি ॥
 কোথা নিশাচর, ঘোর ভয়ঙ্কর, কোথায় কিশোর কায় ।
 ঈরাম আমার, অতি সুকুমার, কিছু নাহি বল তায় ॥
 ভূপের বচন, করিয়ে শ্রবণ, বিশ্বাসিত্ত মুনি কয় ।
 আমার ভারতী, রাখ নরপতি, না কর বিষাদ ভয় ॥
 ঈরাম তোমার, নামান্য কুমার, নাহি ভাব মহাশয় ।
 রাক্ষস কি হার, কটাক্ষে য' হার, স্বজন হংসার হয় ॥
 এ রূপে দুজনে, কথোপকথনে, করেন কালাতিপাত ।
 এমন সময়, হুইয়ে উদয়, বশিষ্ঠ তাপসনাথ ॥
 ভূপ সন্মোহিত, নখু বচনে, আচার্য্য বলেন তবে ।
 বিশ্বাসিত্ত নাহি, নাহি দ্বন্দ্ব হেতু, সবার মঙ্গল হবে ॥

শুনি মরপতি, হরবিত অতি, কুমার দুজনে আনি ।
 করে সমর্পণ, সজল নয়ন, বলে গদ গদ বানী ॥
 ওহে শুণাকর, অবধান কর, দশরথ এই যাচে ।
 অীরাম লক্ষ্মণে, সদা সর্বক্ষণে, রাখিবে আপন কাছে ॥
 কোলেতে করিয়ে, বদন চুম্বিয়ে, অর্পণ করিল রায় ।
 দেখি মুনিবর, হরিষ অন্তর, আশিষ দিলেন তাঁয় ॥
 রজনী বাপন, করিয়ে আপন, আশ্রমে চলিল ঋষি ।
 অীরাম লক্ষ্মণে, সঙ্গে দুই জনে, রূপে আলা দশ দিশি ।
 কুরঙ্গ নয়ন, পঙ্কজ বদন, অজানু লবিত কর ।
 তাহে ধনুশর, রূপে মনোহর, যেন কোটি শশধর ॥
 কটিতে পীত, বসন শোভিত, ভুণে পরিপূর্ণ বাণ ।
 কেশরী সোমর, অত্যন্ত অন্তর, মুনি মনে দোঁহে যান ॥
 আশ্রমেতে যেতে, পথের মাঝেতে, দেখি রাম তাড়কাই ॥
 মারি এক বাণে, বধিলেন প্রাণে, তাড়কা তাজিল কায় ॥
 হেরিয়ে মারীচ, দুরাচার নীচ, প্রাণভয়ে পলাইল ।
 দেখি তপোধন, আনন্দিত মন, আশ্রমেতে প্রবেশিল ॥
 অীরাম লক্ষ্মণে, সদা সংরক্ষণে, বিশ্বামিত্র পড়াইল ।
 মন্ত্র ধনুর্ধেদ, যত কিছু ভেদ, সমুদয় শিক্ষা দিল ॥
 জনক ভবনে, যজ্ঞ দরশনে, দোঁহে লয়ে মুনি যান ।
 যাইতে চকিতে, দুজনে দেখিতে, পাইলেন এক স্থান ॥
 মুনির আশ্রম, মরুভূমি সম, বৃক্ষলতা তৃণ নাই ।
 বৃক্ষ একখান, প্রকাণ্ড পাষাণ, রহিয়াছে সেই ঠাঁই ॥
 রামের চরণ, পরশ কারণ, পাষাণ মানবী হয়ে ।
 দাঁড়ায় অমনি, রূপসী রমণী, অক্রুধারা পড়ে বয়ে ॥

কৃতজ্ঞতা কর, পুলক অন্তর, হেরি রাম অবয়ব ।
চেন না সরে, গদ গদ সরে, আরম্ভ করিল স্তব ॥

ওহে রাম রাজীবলোচন !

কৃপাবলোকন কর, গুণাতিত গুণাকর,

মুনি-শাপ করিলে মোচন ॥

নমঃ প্রভো নমো নম, পরম পুরুষোত্তম,

সমু রজ তমোগুণ ধর ।

বিশ্বসার বিশ্বাধার, নির্বিকার নির্বিকার,

তুমি পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর ॥

প্রণব শরীর তব, চারি বেদ পরাভব,

কত কব আমি হীন নারী ।

জীবের জীবনদাতা, তুমি হরিহর ধাতা,

দীনজনবন্ধু দনুজারি ॥

নিরাময় নিরাঞ্জন, ভবভয় বিভঞ্জন,

শমনদমন বিধিবানী ।

অন্তরাত্মা অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর,

একমাত্র অদ্বিতীয় ঙ্গনি ॥

তোমার শাসন ভয়ে, বার তিথি তারাচয়ে,

নিয়মে ভ্রমণ সবে করে ।

স্বধাকরে সুধা করে, জলধরে জলধরে,

চাক্র প্রভা করে প্রভাকরে ॥

কেহ কয় তেজোময়, তাহা নয় তাহা নয়,

কেহ বলে তুমি নিরাকার ।

ভবসিন্ধু পার হেতু, স্বাকার সাধন সেতু,
সাধকে করিতে উপকার ॥

যে যা ভাবে তাহা কিবা, আমি কিন্তু নিশি দিবা,
ধ্যানে ধরি দূর্ষাদলশ্যাম ।

হরিব কৌতুকে কাল, তরিব উভয় কাল,
করিব সঙ্গীত গুণগ্রাম ॥

জয় জয় জনার্দন, দুই দৈত্য বিনাশন,
দাশরথি চাহ দীন হীনে ।

কাতরে করুণাকর, ভুমিহে করুণাকর,
অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষীণে ॥

তব পাদপদ্ম রাজে, মম মন ভুঞ্জ সাজে,
পায় যেন ভক্তি পরিমল ।

হেরি তব চন্দ্রাননে, অধুনা উদয় মনে,
মুনিশাপ আমার মঙ্গল ॥

এ রূপে গৌতম জায়া, পেয়ে নিজ পূর্ব কায়া,
রামচন্দ্রে করিল স্তবন ।

লোটায়ে ধরনীতলে, প্রণমিয়ে কুতূহলে,
গেল তবে আপন ভবন ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ
বালকাণ্ডে অহল্যা শাপ-
মোচন নামক অষ্টম সর্গ ।

সুনিশাপ অহল্যার করিয়ে মোচন ।
 বিশ্বামিত্র সঙ্গে যান রাজীবলোচন ॥
 গঙ্গাতীরে উপনীত হয়ে গুণধাম ।
 জাহ্নবীরে দুই ভাই করেন প্রণাম ॥
 যে রূপে অলকানন্দ আগত ভূতলে ।
 বিবরিয়ে বিশ্বামিত্র সমুদায় বলে ॥
 সেইখানে স্নানাত্তিক করি সমাপন ।
 মিথিলায় দুই জনে করেন গমন ॥
 উপনীত হইলেন বিদেহ নগরে ।
 হেরিয়ে নগর শোভা পুলক অন্তরে ॥
 ত্রিরাশ লক্ষণ দোঁহে পরম কৌতুকে ।
 ক্রমে ক্রমে ভ্রমিয়ে দেখেন সব মুখে ॥
 বাপীকূপ তড়াগ সন্নিহিত মনোহর ।
 নিরমল নীর কিবা সুধার সমোর ॥
 শত শত শতদল শোভে সরোবরে ।
 গুণ গুণ গুণ রবে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
 সগিময় সোণান সুন্দর ঘাট চারি ।
 দুই ধারে মঞ্জুল বকুল সারি সারি ॥
 কুহ কুহ কুহস্বরে কোকিল কুহরে ।
 অবগে অবগে তাহা বিরহী শিহরে ॥
 শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ।
 পরশে সরস অঙ্গ পুলকিত মন ॥

ছাটে বাটে বাজার বসতি মনোহর ।
 সারি সারি অটালিকা অতি শোভাকর ॥
 চারিদিকে চারি ক্রোশ পুরী পরিসর ।
 বিধাতা গড়েছেন যেন দিয়ে নিজ কর ॥
 ধনিক বণিক্ দ্রব্য লইয়ে আপন ।
 বসিয়ে ধনেশ সম সুন্দর আপন ॥
 পরস্পর সকলে করিছে বেচাকিনে ।
 সমস্ত মূল্য তথা কি রেতে কি দিনে ॥
 চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মাণিক্য হীরক ।
 চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা তম সংহারক ॥
 নারী নর নিকর সুন্দররূপ ধরে ।
 নিরখিয়ে রতি কাম লজ্জিত অন্তরে ॥
 পরিপাটী চতুষ্পাঠী অধ্যয়ন তরে ।
 শত্ৰু ঘণ্টা মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 বিরাজিত রাজপুত্র জাতি সুনাগণ ।
 অশ্ব গজ রথ যত কে করে গণন ॥
 কোনখানে যবন জাতির কারখানা ।
 নাহি জাতি বিচার কে খায় কার খানা ॥
 জনক ভবনে যেন কনক রচিত ।
 হীরা চুনি জহরের লহরে খচিত ॥
 জগতের সর্ব শোভা বুঝি এক ঠাই ।
 তুলনা তাহার মূলে ভূমণ্ডলে নাই ॥
 কঠোর কুলিশ সম গৃহের কবাট ।
 নটনটী বিদুষক বৈতালিক ভাট ॥

অমাত্য বান্ধব জ্ঞাতি জনক রাজার ।
 রাজভোগে দিবানিশি করিছে বিহার ॥
 পুরের বাহিরে অটালিকা মনোহর ।
 উদ্যান সহিত তাহে শোভে সরোবর ॥
 বিদেশী ভূপাল প্রাপ্ত হয়ে সেই স্থান ।
 কুতূহলে তথায় করেন অবস্থান ॥
 বধন বাঁহার বাহা হয় প্রয়োজন ।
 আজ্ঞামাত্র যোগায় জনক ভৃত্যগণ ॥
 দেখি মুনি বলিলেন ত্রীরামের প্রতি ।
 এইখানে দাশরথি থাকিব সংপ্রতি ॥
 সমাচার পেলেন বিদেহ স্ত্রপবর ।
 বিশ্বামিত্র সমাগত মিথিলা নগর ॥
 অমাত্য বান্ধব গুরু জ্ঞাতিগণ সনে ।
 উপনীত ভূপতি মুনির দরশনে ॥
 আসিয়া প্রণাম করে লোটাইয়ে ক্রিতি ।
 আশীর্বাদ ঋষি করিলেন যথারীতি ॥
 বসিয়ে জনক রাজা জিজ্ঞাসে কুশল ।
 বিশ্বামিত্র বলিলেন সকল মঙ্গল ॥
 হেন কালে ত্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ।
 আসি উপনীত হইলেন সেই ঠাই ॥
 শ্যাম গৌর অঙ্গরূপ অনঙ্গ মোহন ।
 দেখিয়া বিস্মিত সেই খানে সর্বজন ॥
 বিশ্বামিত্রে প্রণতি পূর্বক তার পর ।
 বসিলেন তাঁরা নিজ আসন উপর ॥

নিরখিয়ে দুই জনে ভূপতি বিদেহ ।

ভাবভরে একেবারে হইল বিদেহ ॥

অনন্তর নরবর পুলক অন্তরে ।

গাধিসূতে জিজ্ঞাসিলা গদ গদ স্বরে ॥

কহ বিশ্বামিত্র তপোধন !

ঋষিকুল অবতংশ, কিবা কোন্ রাজবংশ,

এই দুটী কাহার নন্দন ॥

হেরি ইহাদের রূপ, অপরূপ সুধাকূপ,

ব্রহ্মরূপ জ্ঞান যেন হয় ।

পূর্ণশশী দরশনে, চকোর বেরূপ মনে,

সেই মত আমার হৃদয় ॥

বিশ্বামিত্র মুনি কয়, প্রাকৃত মানুষ নয়,

ঋষিরাজ ভূপতি বিদেহ ।

সূক্ষ্ম যত অনুভব, সাক্ষাৎসিদ্ধান্ত তব,

কেবা পারে করিতে সন্দেহ ॥

রঘুকুল বংশধর, দশরথ সুপবর,

কুমার ইহারা দুইজন ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাম, অশেষ মঙ্গলধাম,

এসেছেন আমার কারণ ॥

দুর্ভাগ্য রাক্ষস গণে, আমি মম তপোবনে,

অত্যাচার করে অনুক্ষণ ।

দেখে যদি দেবষাগ, লুঠে খায় অগ্রভাগ,

না পারি করিতে নিবারণ ॥

আমার হিতের লাগি, হয়ে অতি অনুরাগী,
সঙ্গে দিয়াছেন দশরথ ।

রাক্ষস হয়েছে নাশ, স্মৃতিয়া গিয়াছে ত্রাস,
অতঃপর সিদ্ধ মনোরথ ॥

শুনিয়া জনক বলে, অশ্রমিত পুণ্যবলে,
পাইলাম তব দরশন ।

বিশেষ এ দুটী ভাই, অনুভব করি তাই,
জীব ব্রহ্মে মিলন যেমন ॥

নরপতি সেই ক্ষণে, ডাকি সব ভৃত্যগণে,
জনে জনে দিলেন আদেশ ।

যখন যা মুনি চান, সেই ক্ষণে যেন পান,
লেশমাত্র নাহি হয় ক্লেশ ॥

জনক এতক বলি, নিজালায়ে যান চলি,
সমাদর করি যথোচিত ।

অসাত্য বান্ধব সনে, আপনার নিকেতনে,
আসিয়া ভূপতি উপনীত ॥

হেথা বিশ্বামিত্র সঙ্গে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ সঙ্গে,
ভোজন করিয়ে সমাপন ।

মনোহর শয্যাপরি, উভয়ে শয়ন করি,
বিভাবরী করেন যাপন ॥

জনকপুরের হেরিতে শোভা ।

লক্ষ্মণ নিতান্ত মানস লোভা ॥

বিশ্বামিত্র আর রামের ভয় ।

বলিতে সাহস নাহিক হয় ॥

লক্ষণের বুঝি মনের গতি ।
 বলেন রাঘব যুনির প্রতি ॥
 নগর দেখিতে লক্ষণ চায় ।
 লাজভয়ে নাই বলিতে ভায় ॥
 শুনি যুনিবর বলিল তবে ।
 এত নম্র রাম কেন না হবে ॥
 রঘুবংশমণি ভুবনভ্রাতা ।
 ধর্মধুরন্ধর আনন্দদাতা ॥
 লোকশিক্ষা তব ভুলোক চাই ।
 আমার আদেশ চাহিছ তাই ॥
 যাহ দেখ গিয়ে জনকপুরে ।
 যাহাতে লোকের বাসনা পূরে ॥
 দরশন সবে দুজনে করি ।
 অবহেলে তব যাইবে তারি ॥
 আচার্য্য আদেশ মস্তকে লয়ে ।
 চলিলেন দৌহে সানন্দ হয়ে ॥
 রূপ হেরি পুরবাসিনী মেয়ে ।
 অনিমিষে সবে রহিল চেয়ে ॥
 কটিভটে পট বসন পীত ।
 করে শরাসন কি সুশোভিত ॥
 চন্দন চর্চিত চিকণ অঙ্গে ।
 মণিহার হুদে বিলাসে রঙ্গে ॥
 আজানুলব্ধিত অম্বুজভুজ ।
 অম্বুজ বদন নয়নাশ্রুজ ॥

চাঁচর চিকুর কুণ্ডিত ঘন ।
 নিরখিয়ে ছবি রোদিত ঘন ॥
 অবণে কনক কুণ্ডল দোলে ।
 চরণে মধুর নূপুর বোলে ॥
 তরুণ অরুণ অধর ভাতি ।
 নখর নিকর শশাক পঁাতি ॥
 কোটি সুধাকূপ রূপের ছাঁদে ।
 তুলনা তুলনা গগন চাঁদে ॥
 পড়িয়ে ললিত লাবণ্য ফাঁদে ।
 রতিসহ কত অনঙ্গ কাঁদে ॥
 ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
 মিথিলা দর্শন নামক নবম সর্গ ।

দশম সর্গ ।

মিথিলাবাসিনী পুররমণী মণ্ডলে ।
 ঐরাম লক্ষ্মণে হেরি পরম্পর বলে ॥
 দেখে সেই কিবা অই রূপ মনোহর ।
 শ্যাম গৌর অঙ্গ কোটি অনঙ্গ মোসর ॥
 সুরাসুরে নাহি হয় রূপের তুলনা ।
 কি ছার মিছার নরে ও কথা তুলনা ॥
 চতুর্ভুজ নারায়ণ বিধি চতুর্মুখ ।
 পঞ্চমুখ হরে হেরে ডরে কাঁপে বুক ॥

উপমা কাহার মনে তাহার মজনি ।
 চরণে যাহার বসি শশী দিনমণি ॥
 করতলে ধরিয়াছে দিব্য শরাসন ।
 কোথা টেহতে এরা আসি দিল দরশন ॥
 শুনিযে তাহার বাণী অন্য ধনী কয় ।
 ইহার মজনী দশরথের তনয় ॥
 শরাঘাতে হত করি দুরন্ত রাক্ষস ।
 রাখিয়াছে মুনিযজ্ঞ অসমমাহস ॥
 কোটিকাম তুল্য যেবা দুর্সাদলশ্যাম ।
 কৌশল্য কুমার অই নাম ধরে রাম ॥
 চরণ সরোজরজ যার পরশনে ।
 অহল্য মানবী হয়ে গেল নিকেতনে ॥
 কনকচম্পকদাম যাহার বরণ ।
 লক্ষ্মণ তাহার নাম সুমিত্রা নন্দন ॥
 রামেরে হেরিয়ে পুরনারীগণ কয় ।
 জানকীর যোগ্য বর এই সখি হয় ॥
 জনক যদ্যপি এত্রে করে দরশন ।
 না রাখিবে নরপতি ধনুর্ভঙ্গপণ ॥
 কেহ কয় জনক ধার্মিক চূড়ামণি ।
 আপনার প্রতিজ্ঞা না ছাড়িবে মজনি ॥
 কেহ বলে, হরধনু বড়ই কঠোর ।
 কেমনে ভাঙ্গিবে এ যে নবীন কিশোর ॥
 কেহ বলে বিধিরে মানাও সর্বজন ।
 বাতে হয় এই শুভ বিবাহ ঘটন ॥

কেহ কেহু দেখিবারে সামান্য আকার ।
 অতুল প্রভাব কিন্তু জানিবে ইহার ॥
 পদ পঙ্কজের রজ পরশনে যার ।
 পাষণ মানবী হয় হেন চমৎকার ॥
 হরচাপ ভঞ্জন বিচিত্র তার নয় ।
 আমার মনেতে এই হতেছে প্রত্যয় ॥
 সীতার অতুল্যরূপ বাহার গঠন ।
 এই যোগ্য বরে সেই করিবে ঘটন ॥
 বিদেহ নগরবাসি নাগরী সকলে ।
 পরস্পর এই মত কথা সব বলে ॥
 গজেন্দ্র গমনে যান রাজেন্দ্র-তনয় ।
 ফুল বরিষণ করে কুলবালাচয় ॥
 যে দিকে যজ্ঞের ঘট সমারোহ অতি ।
 সেই দিকে দুই ভাই করিলেন গতি ॥
 দেখিলেন যজ্ঞভূমি পরিসর স্থান ।
 পড়িয়া রয়েছে মধ্যে হরধনু খান ॥
 যজ্ঞবেদি উচ্চতর সুন্দর নির্মিত ।
 দ্বিজগণে হৃষ্টমনে গায় সামগীত ॥
 চারিপাশে কাঞ্চনের মঞ্চ মনোহর ।
 বসিয়াছে তথা বহুবিধ নারীনর ॥
 কোন মঞ্চে বিবাহার্থী ভূপগণ বসি ।
 কোন মঞ্চে রামা সব পরম রূপসী ॥
 কোন মঞ্চে পুরুষগণের কলরব ।
 কোন মঞ্চে বালক বালিকা বসি সব ॥

অস্তাচলে দিনমণি করিল গমন ।
 দেখিয়া বাসায় ত্রস্ত চলিল দুজন ॥
 বিশ্বামিত্র পদে দৌহে করিয়ে প্রণাম ।
 নগর ভ্রমণে আস্ত করেন বিশ্রাম ॥
 সঙ্ক্যাবন্দনাদি সব হলে সমাপন ।
 মুনিসঙ্গে শাস্ত্রের প্রশঙ্গ আলাপন ॥
 ইতিহাস পুরাণ কাহিনী মনোহর ।
 কহেন তাপস অতি শ্রুতিসুখকর ॥
 ভোজন করিয়ে মুনি করিল শয়ন ।
 পদ সেবা করে তার অীরাম লক্ষণ ॥
 য়ার পদ ধ্যানে ধরে গঙ্গাধর হর ।
 বিরিকি বাসব চিন্তা করে নিরন্তর ॥
 একাসনে অনশমে ভাবে যোগিগণ ।
 হেন জন সেবা করে মুনির চরণ ॥
 ভ্রাতা সহ শয়ন করিয়ে রঘুনাথ ।
 নিদ্রাযোগে নিশা করিলেন অতিপাত ॥
 প্রভাতে উঠিয়ে করি মুখ প্রক্ষালন ।
 উপবন ভ্রমণে গেলেন দুই জন ॥
 সাধ্য বা কাহার বলে শোভা যে তাহার ।
 সতত বাহার কাছে বসন্ত বাহার ॥
 জ্ঞাতি যুধী মল্লিকা মালতী ধরে ধরে ।
 গন্ধরাজ কামিনী কুরুচি শোভা করে ॥
 সৌভতি রজনীগন্ধ গোলাব রজন ।
 টগর ডাগর আচু ভূচন্দ্রকগণ ॥

পরিপাটি দোপাটি তেপাটি মনোহর ।
 কেতকী কনকচাঁপা দেখিতে সুন্দর ॥
 বকুল আকুল প্রাণ করে সবাকার ।
 স্থলপদ্ম জবা শ্বেত লোহিত আকার ॥
 খগগণ অগণন বসতি সেখানে ।
 মুনিমন বিমোহিত সুমধুর গানে ॥
 কোকিল ললিত গায় কুহু কুহু স্বরে ।
 ডালে বসি বুলবুল বুল বুল করে ॥
 মনোহর সরোবর নিরমল নীর ।
 শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে সমীর ॥
 রজনীর রজ মাখা অলিরাজ গায় ।
 কমলে আমল হেতু আগত তথায় ॥
 মরাল মরালী ভাসে জলের, হিলোলে ।
 বলাকা বিলাসে যেন কাল মেঘ কোলে ॥
 ডাহক ডাহকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন ।
 সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন ॥
 মণিময় সুন্দর সোপান বিলোকনে ।
 বসিয়ে বিশ্রাম তথা করেন দুজনে ॥
 মালিগণে ফুল নানা আনিয়ৈ যোগায় ।
 হেরিয়ে হরিশ্চিত হুন রঘুরায় ॥
 শ্রবণকালে জানকী লইয়ে সখিগণে ।
 উপনীত আপনি জনক পুষ্পবনে ॥
 গৌরীপূজা হেতু ফুল করেন চয়ন ।
 শুভক্ষণে সংঘটন নয়নে নয়ন ॥

হেরিয়ে রামের রূপ মোহিত রূপসী ।
 চকোরীর চিত্ত যথা হেরি পূর্ণশশী ।
 সখীগণ সঙ্গে সীতা গিয়ে সরোবরে ।
 স্নান করিলেন কিন্তু আকুল অন্তরে ॥
 মহামায়া মহেশ্বরী দেবীর মন্দিরে ।
 পূজিবারে প্রবেশ করেন ধীরে ধীরে ॥
 অর্চনা করিয়া সীতা মাগিলেন বর ।
 অধিকা আমারে দেহ পতি রঘুবর ॥
 রাম লক্ষ্মণেরে দোহে করি দর্শন ।
 মোহিত হইয়া তাঁর সব সখীগণ ॥
 বলে মই ! হেন রূপ না দেখি কোপায় ।
 ঘরে ফিরে যেতে নারি ঘটিল কি দায় ॥
 কোন ধনী বলে আনি গুনিয়াছি আলি ।
 বিশ্বামিত্র সনে এরা আনিয়াছে কালি ॥
 মিথিলা নগরে না কি নাগরী সকল ।
 দেখিয়ে এদের রূপ হয়েছে বিকল ॥
 এই রূপে সখীগণ কহে পরম্পর ।
 স্নান করি যায় তবে বিকল অন্তর ॥
 কিস্কিনী কঙ্কনধনি গুনিয়া অরণে ।
 বলেন জীরাণু তবে মনোহর লক্ষণে ॥
 জ্ঞান হয় বিশ্ব জন্ম করিয়ে সমরে ।
 দুন্দুভি বাদন বুঝি কামদেব করে ॥
 এত বলি পুনশ্চ করিলে নিরীক্ষণ ।
 সীতাযুগল হৈল চকোর নয়ন ॥

হেরিয়ে জানকীরূপ মোহিত রাঘব ।
 মনোভব করে হইলেন পরাভব ॥
 পুন পুন ছুটি মীতা করি রামপানে ।
 সহচরী সঙ্গে যান আপনার স্থানে ॥
 জানকীরে নাহি দেখি ব্যাকুলিত মন ।
 অনুজ লক্ষ্মণে রাস কহেন বচন ॥
 অই যে দেখিলে ভাই নিরুপম বয়া ।
 কনকবরণী ধনী জনক তনয়া ॥
 উহার লাগিয়ে এই ধনুর্ভঙ্গ পণ ।
 আসিয়াছে পৃথিবীর যত রাজগণ ॥
 পক্ষতেশ প্রিয়পুত্রী পূজার কারণে ।
 এসেছিল এইমাত্র কুম্ভম চয়নে ॥
 রামে তাজি জানকী যাইতে নাহি চায় ।
 পিঞ্জরের পক্ষী যেন ঘুরিরে বেড়ায় ॥
 হেরিয়ে তাহার ভাব রাম রঘুণীর ।
 লতামণ্ডপের তবে হইল বাহির ॥
 জ্ঞান হয় ভেদ করি জলদের জালে ।
 পূর্ণশশী উদয় আসিয়ে সেই কালে ॥
 তরুণ অরুণ যেন শ্রীচরণে পড়েছে ।
 দলখণ্ড দিয়ে বুঝি নখচন্দ্রে গড়েছে ॥
 কুটিল কুন্তল হেরে কাদম্বিনী বেঁদেছে ।
 কামের কুম্ভমচাপে ভুরুলতা বেঁধেছে ॥
 নামা থামা মদনের শুকপাখি পুষেছে ।
 বচন শোষক হয়ে সুধামিকু শুষেছে ॥

অম্বুবাসি বলি কণ্ঠ কন্বুরাজে দুষেছে ।
 হাবণ্য ভূষণ লয়ে ভূষণেরা ভূষেছে ॥
 মনোহর কাকপক্ষ নন্তুকেতে ধরেছে ।
 কটাক্ষেতে কালকূটে পরাজয় করেছে ॥
 খঞ্জন নয়নরূপে গঞ্জনায়ে মরেছে ।
 কটি দেখি কেশরী কাননপথে মরেছে ॥
 উরুর বলনে রামরস্তু প্রাণ হরেছে ।
 চলনে দেখিয়ে হাঁস জলে বাস করেছে ॥
 মনোহর গণিহার হৃদয়েতে রয়েছে ।
 রূপ দেখি রতিপতি মলজ্জিত হয়েছে ॥
 সীতারে আশ্বাসি তবে সহচরী করেছে ।
 যাইতে জনকপুরে সঙ্কে করি লয়েছে ॥
 ইতি মহাকাব্যে রামায়ণে বালকাণ্ডে সীতারাম
 দর্শন নামক দশম সর্গ ।

একাদশ সর্গ ।

ভ্রমিয়ে কুম্ভমবনে, অতঃপর দুই জনে,
 বাসায় আগত শীঘ্রগতি ।
 বিকসিত কোকনদে, আচার্য্য কৌশিক পদে,
 করিলেন দুজনে প্রণতি ॥
 পেয়ে অর্চনার ফুল, হয়ে মুনি অনুকূল,
 দিলেন দোঁহারে আশীর্বাদ ।

অভীষ্ট মুসিক্ত হবে, মকরদা কুশলে রবে,
অচিরে পুরিবে মনোমাধ ॥

স্নানাত্মিক সমর্পিয়ে, ভোজন করেন গিয়ে,
কৌশিক সহিত দুই জন ।

আলাপনে দিনমান, করিলেন অবমান,
অস্তাচলে চলিল তপন ॥

কমল মুদিত আঁখি, চক্রবাক চক্রবাকী.
পরম্পর হইল বিচ্ছেদ ।

হাসি হাসি নিশাপতি, আসি প্রকাশিল জ্যোতি,
নাশিল মংশোগী জন খেদ ॥

পূর্ণশশী দরশনে, সীতামণী পড়ে মনে,
শ্রীরাম করেন আন্দোলন ।

এ ছার রজনীরাজে, তুলনা কভু কি মাজে,
জানকী সহিত কদাচন ॥

জলনিধি জন্মদাতা. কটু কালকূট ভ্রাতা,
হৃদয়ে কলঙ্ক অঙ্ক যার ।

দিবসে মলিন পুন, এই ত শশীর গুণ,
কিসে তুল্য হবে সে সীতার ॥

কখন না রুজি হয়, আবার কখন ক্ষয়.
বিরহীর প্রাণ, দক্ষ করে ।

সন্ধিকণ পেয়ে রাহু, বিস্তারিয়ে নিজ বাহু,
অমনি আসিয়ে তারে ধরে ॥

নিরুধি নয়নে কোক, উপজে অন্তরে শোক,
দেহে অঙ্গ বিরহ বিষাদ ।

কুম্বের শিরোমণি, রূপসী পদ্মিনী ধনী,
তাহার বিষম বৈরী চাঁদ ॥

এত দোষ যার আছে, সে কি জানকীর কাছে,
তুলনার যোগ্য কদাচন ।

ইহা বলি রঘুবর, আহাৱাদি তার পর,
করি বীর করেন শয়ন ॥

প্রভাত হইল নিশি, প্রকাশিল দশ দিশি,
তরুণ অরুণ চারু করে ।

বিগত বিরহ শোক, প্রফুল্ল পঙ্কজ কোক,
খগমৃগ পুলক অন্তরে ॥

নিশি হৈল অবসান, তবু রাম নিদ্রা যান,
ঘন ঘন ডাকিছে লক্ষ্মণ ।

উঠ প্রভু রঘুবর, পূর্বদিকে দিনকর,
দেখ আই দিল দরশন ॥

প্রভাকর নিরীক্ষণে, যথা সব তারাগণে,
প্রভাহীন হইয়ে লুকায় ।

তথা তব দরশনে, যতেক ভূপালগণে,
হইয়াছে তেজোহীন কায় ॥

মোর অন্ধকার অনু, হয় যে হরের ধনু,
তারা তার কি করিতে পারে ।

রঘুবর প্রভাকর, বিহনে বিমল কর,
অন্যের কি সাধ্য করিবারে ॥

নিশি দেখি অবসান, পাখি সব করে গান,
কত সুখ অন্তরে উদয় ।

নিরখিয়ে দিনকর, চক্রবাক মধুকর,

যেইরূপ প্রফুল্ল হৃদয় ॥

তথা তব ভক্ত লোক, ভ্রমর কমল কোক,

খগ মৃগ সম যারা হয় ।

রঘুবংশ দিবাকর, হরচাপ ভঙ্কর,

সুখী হবে তারা সমুদয় ॥

লক্ষ্মণের বাক্যে রাম, নব দুর্বাদলশ্যাম,

নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন পরে ।

জনকের আজ্ঞা পেয়ে, শতানন্দ আসি ধেয়ে,

লয়ে দৌড়ে চলিল সম্বরে ॥

বিদেহনিবাসিগণ, শ্রীরামের আগমন,

শুনিয়ে পরম কুতূহল ।

বালক যুবক জরা, দেখিতে ধাইল ভরা,

কুলবতী যুবতী সকল ॥

তারার মণ্ডলী যাজে, যুগল রজনীরাজে,

যেইরূপ হয় সুশোভন ।

সেইরূপ দুইজনে, ভূপালগণের মনে,

সভা গৃহে শোভেন তখন ॥

বীরগণ বসি যারা, শ্রীরামে দেখিয়ে তারা,

বলে এ যে বীর চুড়ামণি ।

নবীন নাগর বেশ, রূপের নাহিক শেষ,

হেরিতেছে যুবতী রমণী ॥

বীরগণ ভাবে মনে, স্থান পেলে ও চরণে

ভব ক্লেশ হইবে দমন ।

ছদ্মরূপী স্থপবর, যারা সব নিশাচর,

দেখে তারা সাক্ষাৎ শমন ॥

কিবা মনোহর রূপ, যেন কত সুধাকূপ,

শরধনু শোভে করতলে ।

মুখ হেরি সুধাকর, মানি অতি লজ্জাকর,

কাঁপ দিল সমুদ্রের জলে ॥

দেখিয়ে ভুরুর টান, মদন ধনুক খান,

ফেলে বুঝি দিল সেই খানে ।

নিরখি যুগল আঁখি, নলিনী সলিলে থাকি,

গলিল শিশির অভিমানে ॥

কিবা কেশ কি কপোল, কনক কুণ্ডল লোল,

শ্রুতিমূলে দুলিছে সুন্দর ।

কণ্ঠ কষুরাজ রাজে, মণিহার কি বিরাজে,

মদন কনক দণ্ডকর ॥

হেরিয়ে বিনোদ চাম, লজ্জা পায় কোটি কাম,

রামরূপ অতি মনোরম ।

ওষ্ঠাধর প্রতিবিন্দু, তরুণ অরুণবিন্দু,

দস্তাবলি কুন্দকলি সম ॥

বচন অমিয় রাশি, তড়িৎ শশাঙ্ক হাসি,

প্রকৃশি তিমির নাশ করে ।

পীতবাস পরিধান, সৌদামিনী ব্যবধান,

যেমন সজ্জল জলধরে ॥

অলকা তিলক বিন্দু, অতির শরদ ইন্দু,

মনোহর কপাল কলাকে ।

নিম্নি নাসা তিল ফুল, শুক পাখি নহে তুল,
তবে তার তুলনা বল কে ॥

কটি দরশন করি, ত্রিহরি করিল হরি,
কানন আনন গুহা মাজে ।

করিকর জিনি উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু,
চরণে নুপুর চারু মাজে ॥

নখরনিকর শোভা, নিশাকর কর প্রভা,
নবরবি ছবি পদ ধরে ।

পীত যজ্ঞ উপবীত, গলে কিবা সুশোভিত,
পৃষ্ঠে তুণ পরিপূর্ণ শরে ॥

জনক উঠিয়ে পরে, কৌশিক তাপস বরে,
দেখায় সভার শোভা সব ।

নিরখিয়ে মুনিরায়, প্রশংসা পূর্কক তায়,
করিলেন বিশেষ উৎসব ॥

এমিছিল যত ভূপ, হেরিয়ে রামের রূপ.
কেহ কেহ এই কথা কয় ।

বিবাহেতে কাজ নাই, ঘরে ফিরে চল যাই,
থাকিয়ে কি হবে ফলোদয় ॥

জনক আপন পণ, না রাখিবে কদাচন,
কন্যা এরে দিবে নরপতি ।

হরধনু ভাঙ্গিবারে, এ নাকি কখন পারে,
বালক কোমল কায় অতি ॥

শুনি অন্য রাজ্য কয়, সময় করিয়ে নয়,
জানকীরে লয়ে যাব বলে ।

শ্রবণে তাহার বাণী, কোন নরপতি জানী,

হাসিয়ে তাহার প্রতি বলে ॥

ছেড়ে দেহ মিছা বোল, কেন কর গগুগোল,

সামান্য মানুষ রাম নয় ।

দেখহ নয়ন ভরি, জনম সকল করি,

পরিহরি ও সব আশয় ॥

সীতা আনিবার তরে, জনক তাহার পরে,

জনেক আত্মীয় পাঠাইল ।

সহচরীগণ সঙ্গে, জানকী পরম সঙ্গে,

যজ্ঞস্থল সভায় আইল ॥

হেরিয়ে সীতার রূপ, বিদ্যমান বত ভূপ,

খিদ্যমান আপন অন্তরে ।

বৈদেহী লাভণ্য ছবি, এ সংসারে কোন্ কবি,

বর্ণিবারে পারে সাধ্য ধরে ॥

সামান্য নায়িকা নয়, যার তার সঙ্গে হয়,

অনায়ামে উপমা সম্ভবে ।

জগতে যুবতী কেবা, জানকী সহিত যেবা,

তুলনা দিবার যোগ্য হবে ॥

ভারতী মুখরা অতি, যার ভয়ে ভীত মতি,

ঐপতি মুরারি দারুময় ।

পুনর্বার দেখ রঙ্গ, গিরিজার অর্ক অঙ্গ,

তুলনা তাঁহার সঙ্গে নয় ॥

কমলা অমলা নহে, কি রূপে উপমা সহে,

মুরা বিষ বন্ধ দুই জনে ।

অতনু থাইয়ে পতি, বিষাদে মলিন রতি,
সাদৃশ্য না হয় তার সনে ॥

যদ্যপি বিরচে বিধি, লাভণ্য মলিল নিধি,
সুন্দরতা মন্দর ভূধর ।

অনঙ্গ আপন করে, আসিয়ে মস্তন করে,
দিয়ে শোভা রজ্জু মনোহর ॥

তাতে যে উপজে রমা, হবে সে সীতার সমা
উপমার স্থান এক বটে ।

নতুবা রমণী নাই. দেখিতে যাহারে পাই,
যেতে পারে জানকী নিকটে ॥

করেন লয়ে বরমালা, ভ্রমিছে জনকবালা,
সহচরী সঙ্গে গীত গায় ।

স্বর্গ হৈতে দেবগণ, পুষ্প করি বরিষণ,
মহানন্দে দুন্দুভি বাজায় ॥

রামেরে হেরিয়ে সীতা, হয়ে যেন সলজ্জিতা,
হেঁটমুখ করেন তখন ।

গুরুজনে গুরু ভয়, পাছে কেহ কিছু কর,
হরিষে সরস কিস্তি মন ॥

জনকের আজ্ঞা নিয়ে, বন্দিগণ দাঁড়াইয়ে,
উর্দ্ধ হাতে সভামাঝে কয় ।

শুন সব রাজগণ, বিদেহ ভূপের পণ,
অনুরতি যাহা তাঁর হয় ॥

তজ্জ করে হরচাপ, ধরে হেন যে প্রতাপ,
কিছুমাত্র না করি বিচার ।

দিবেন জানকী কন্যা, কামিনীর অগ্রগণ্য,

অনাথা না হবে কভু তার ।

শুনি যুড় ভূপগণ, মদনমোহিত মন,

চলে হরধনু ভাঙ্গিবারে ।

করে ধরি প্রাণ পণে, যুঝিয়ে কোদণ্ড মনে,

স্থানান্তর করিতে না পারে ॥

ধীমান যে সব রাজা, দেখিয়ে তাদের সাজা,

নাহি যায় ধনুকের পাশে ।

হেসে করে বলাবলি, এই বীর মহাবলী,

জানকী লভিলে অনায়াসে ॥

কান্নুকের শুনি কথা, মতীর মদন ব্যথা,

হয়ে যথা মন নাহি টলে ।

সেই মত রাজাগণ, করি সবে প্রাণ পণ,

দেখিল ধনুক নাহি চলে ॥

জ্ঞান ধর্ম গন্ধ নাই, অঙ্গীতে বিভূতি ছাই,

দেখি যথা ভণ্ডযোগিগণে ।

লোকে উপহাস করে, সেই সব ছপবরে,

হাসে তথা যত সভাজনে ॥

হেরিয়ে তাদের দশা, মিথিলেশ মহাশয়া,

ঋষিরাজ জনক রাজন ।

দাঁড়াইয়ে ক্রুদ্ধমনে, বলে সভা সম্বোধনে,

শুধু হয়ে শুনে সর্ব জন ॥

ইতি মহাকাব্যে রামায়ণে বালকাণ্ডে জনক যজ্ঞ

বর্ণন নামক একাদশ সর্গ ।

ଦ୍ଵାଦଶ ସର୍ଗ ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପରାକ୍ରମ ହତ ଯତ ଭୂପ ।
 ବସିଲ ସଭାୟ ଆମି ଗଲିନ ବିରୂପ ॥
 ଦେଖିଲେ ବିଦେହ ଆର ନାରିଲ ରହିତେ ॥
 ସଭା ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାନେ ତବେ ଲାଗିଲ କହିତେ ॥
 ଦେଶ ଦେଶ ଟିହତେ କତ ଆଗତ ନରେଶ ।
 ଅମୁର ଗ୍ରାନ୍ଥମ ବସି ଧରି ନରବେଶ ॥
 କୁମାରୀ ଆମାରି ହସ ଅତି ରମଣୀୟ ।
 ହରଧନୁ ଡଞ୍ଜ ଏହି କୀର୍ତ୍ତି କମନୀୟ ॥
 ପାହିଲେ ଉଭୟେ ଲାଭ ନାହି ବୋଧ ମନେ ।
 ଇହାର ରହନ୍ତା ଆମି ବୁଝିବ କେମନେ ॥
 ଡଞ୍ଜ କରା ଦୂରେ ଥାକ କଠିନ ମେ ଅତି ।
 ହାନୀସ୍ତର କରିବାର ନହଲ ଶକତି ॥
 ବୀର ଶୂନ୍ୟ ଧରା ଯଦି ବୁଝିତାମ ମନେ ।
 ନାହି କରିତାମ ତବେ ଏହି ଛାର ପନେ ॥
 କିମ୍ଭେର କାରଣେ ଆର ବସିଲେ ଏଥାନେ ।
 କିରିଲେ ମକଲେ ଯାଉ ଆପନାର ହାନେ ॥
 ବୁଝିଲାମ ଜ୍ଞାନକୀର ଭାଗ୍ୟୋ ବିଭା ନାହି ।
 କୁମାରୀ କୁମାରୀ ରବେ କି କରିବ ତାହି ॥
 ଜନକବଚନ ଶୁନି ନରନାରୀ ସବ ।
 ଏକବାରେ କରିଲେ ଉଠିଲ ହାହାରବ ॥
 ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧେ ନା ପାରି ରହିତେ ।
 ସଭା ବିଦ୍ୟମାନେ ତବେ ଲାଗିଲ କହିତେ ॥

প্রণতি করিয়ে বীর রাঘব চরণে ।
 দাঁড়ায়ে বলেন রাগে লোহিত-লোচনে
 রঘুবংশ চুড়ামণি বসি যেই স্থলে ।
 বীরহীন বশুন্ধরা কার সাধ্য বলে ॥
 দেখিতেছে রামচন্দ্র সভা বিদ্যমান ।
 তবু জনকের মনে নাহি হয় জ্ঞান ॥
 আজ্ঞা কর রঘুকুল পদ্মদিনমণি ।
 কন্দুকীড়া করি আমি লইয়ে অবনী ॥
 বুলোও পাট করি ধরি সুরেকা ভূধরে ।
 জরাজীর্ণ হরধনু লক্ষ্য কেবা করে ॥
 অবলীলা ক্রমে ইথে গুণ চড়াইয়ে ।
 শত যোজনের পথ যাইব লইয়ে ॥
 কমলের নাল তুল্য করিব ভঞ্জন ।
 হে নাথ সহে না আর জনকগঞ্জন ॥

কোপযুক্ত লক্ষ্মণের বচনের ভরে ।
 কল্লিত হইল ক্ষিতি টলমল করে ॥ *
 দেখি জনকের মনে জন্মিল বিষয় ।
 জানকীর হৈল কিঙ্ক প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 আচার্য্য কৌশিক আর যত মুনিগণ ।
 শুনি লক্ষ্মণের কথা আনন্দিত মন ॥
 ঠিকিত করেন রাম বসিতে লক্ষ্মণে ।
 বিখ্যামিত্র বলেন রাঘব সম্বোধনে ॥

উঠ রাম বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ।
কর তাত জনকের বিষাদ ভঞ্জন ॥
ওনি উঠিলেন বীর করি তাঁরে নতি ।
ঠমকে চমকে যেন যুবা যুগপতি ॥

উদিত উদয়গিরিরূপ মঞ্চোপর ।
রঘুকুল তরুণ অরুণ মনোহর ॥
সাধুসরসিজবন হইল প্রকাশ ।
লোকের নয়ন ভূজ পরম উল্লাস ॥
ভূপতিগণের আশা নিশা বিনাশিল ।
বচন নক্ষত্রপুঞ্জ প্রতা হরি নিল ॥
লুকাইল পেচক কপট ভূপ আর ।
চক্রবাক যুনি মনে আনন্দ অপার ॥
সবাকার অনুমতি লয়ে আর পর ।
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুশ্লর ॥
অনিমিষে কৌতুক দেখিছে সর্ব জন ।
কি রূপে করেন রাম কোদণ্ড ভঞ্জন ॥
সীতা সনে এসেছিল সহচরী যত ।
পরস্পর বলাবলি করে এই মত ॥
কেহ কহে জনকে বলুক নহে কেহ ।
আপনার প্রতিজ্ঞা ভূপতি ছেড়ে দেহ ॥
কেহ বলে বটে ঐ সামান্য আকার ।
অতুল বিক্রম বল সাধ্য বলে কার ॥
কোথায় অগস্ত্য কোথা সিদ্ধ ভয়কর ।
একই গণ্ডুযে গেল উদর ভিতর ॥

কুন্দের অবয়ব অতি দেখ দিবাকরে ।
 উদয়েতে অবনীৰ অন্ধকার হরে ॥
 অক্ষর নির্মিত মন্ত্র লঘু অতিশয় ।
 দেবতা দানব যক্ষ বাধ্য তার হয় ॥
 কুম্ভের শরধনু রতিপতি ধরে ।
 কার সাধ্য তার আজ্ঞা লঙ্ঘন যে করে ॥
 অতএব সকলে জানিবে মনে স্থির ।
 হরধনু ভঙ্গ করিবেন রঘুবীর ॥
 শুনিয়া তাহার বাক্য সুখী রামাগণ ।
 সীতা কিন্তু মনে মনে করেন চিস্তন ॥
 হে হর পার্শ্বতি বিধি হে গণনাযক ।
 তোমরা সকলে হও কল্যাণদায়ক ॥
 কোথা বিরূপাক্ষ ধনু কুলিশ কঠোর ।
 কোথা স্কুম্ভার রাম নবীন কিশোর ॥
 হীরা কি ভাঙ্গিতে পারে শিবীষ স্মমন ।
 দয়া করি দেহ বিধি জনকে সুমন ॥
 একবার সীতারে দেখেন রঘুপতি ।
 পুনর্বার চাহিছেন ধনুকের প্রতি ॥
 শিশু সাপে যথা দেখে বিনতাকুমার ।
 হরচাপে রাম হেরিছেন সে প্রকার ॥
 চরণে চাঁপিয়া ধরা লক্ষ্মণ আপনি ।
 উল্লেঃস্বরে বলিলেন বীর চূড়ামণি ॥
 দিগ্‌হস্তী সমস্ত থাকিবে সাবধান ।
 ভাঙ্গিবেন রাঘব হরের ধনুধান ॥

উপস্থিত অনেকের সংশয় কুজ্ঞান ।
 যুটমতি ভূপতিগণের অভিমান ।
 পরশুরামের মদগন্ধ অতিশয় ।
 সজিনীগণের চিন্তা জানকীর ভয় ।
 ইহারা সকলে মেলি আরোহী যেমন ।
 শিবধনু জাহাজে করিল আরোহণ ॥
 ঐরামের বাহুবল অকুল সাগরে ।
 পার হেতু সবে তারা আকিঞ্চন করে ॥
 ভাঙ্গিলেন রাখব কোদণ্ড জলযান ।
 ডুবিয়ে মরিল সব সভা বিদ্যমান ॥
 দুই খণ্ড করি ধনু দিলেন ফেলিয়ে ।
 হইল পরম সুখী সকলে হেরিয়ে ॥
 নিরখিয়ে রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রোদয় ।
 কৌশিকের আনন্দ-সাগর রুজি হয় ॥
 ডুবন ভরিল জয় জয়ধনি স্বরে ।
 স্বর্গ হৈতে দেবগণ পুষ্পরষ্টি করে ॥
 ভেরী ঢোল দুন্দুভি মানাই বংশীরব ।
 সুমধুর স্বরে গান করে সখী সব ॥
 দেখি হরচাপ ভঙ্গ নরপতিগণ ।
 সেই মত সকলেতে হইল তখন ॥
 দিনকর নিজ কর করিলে প্রচার ।
 ঐন্দীপের আলো যথা নাহি থাকে আর ॥
 চাতকী পাইলে স্বাতী নক্ষত্রের জল ।
 হৃদয়েতে যেইরূপ হয় কুতূহল ॥

বালকাণ্ড ।

সেইরূপ সীতা অতি আনন্দিত মন ।
রামরূপ নয়নে করেন নিরীক্ষণ ॥
রঘুবরে দেখিতেছে লক্ষ্মণ চাহিয়ে ।
চকোর চাঁদেরে দেখি তুষ্ট যথা হিয়ে ॥
শতানন্দ আদেশ দিলেন সেই ক্ষণে ।
চলিলেন সীতা তবে রামের সদনে ॥
ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে তনুভঙ্গ
নামক ষোড়শ সর্গ ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

করে লয়ে বরমালা জানকী সুন্দরী ।
গেলেন রামের কাছে সঙ্গে সহচরী ॥
রামের মোহন মূর্তি নয়নে নৈরিয়ে ।
চিত্ররূপ সীতা রহিলেন দাড়াইয়ে ॥
আরতি করিছে যত পুরের বনিতা ।
পতি রঘুপতি-গলে মালা দিল সীতা ॥
দেখিয়ে সকল লোক উল্লাস অন্তরে ।
স্বর্গ হৈতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
মলিন হইয়ে গেল যত রাজগণ ।
দিনমণি দরশনে কুয়ুদ যেমন ॥
কেহ কয় আজি নয় করিয়ে সমরে ।
জানকীরে লয়ে বাব আপনার ঘরে ॥

কেহ বলে ক্রমা দেহ কায নাই আর ।
 কিকমের পরিচয় পেয়েছি তোমার ॥
 বল বীর্য্য মান যশ যত কিছু ভান ।
 হরধনু সঙ্গে সব করেছে গ্রহান ॥
 লক্ষ্মণের ক্রোধ হয় অনল মতন ।
 শলভ হইয়ে তাহে না হও পতন ॥
 গরুড়ের খাদ্য চায় বায়স যেমন ।
 যশের কামনা করে যেন কামী জন ॥
 হরিতক্তি মূঢ় হয়ে মুক্তিপদ চায় ।
 সেই মত তোমাদের দেখি অভিপ্রায় ॥
 গগুগোল মহাঘোর করিয়ে অবণ ।
 পুরনারী সকলে হইল ভীত মন ॥
 হরধনু তঙ্গ শুনি ক্রুদ্ধ অতিশয় ।
 আইলেন ত্রস্ত ভৃগুপতি মহাশয় ॥
 দেখিয়ে কম্পিতকায় যত ভূপচয় ।
 শ্যোনপক্ষী হেরি যথা পারাবত হয় ॥
 জটাজুট শোভে শিরে শশাঙ্কবদন ।
 করতলে খরতর কুটার ধারণ ॥
 প্রণাম করিল পদে যতক ভূপতি ।
 আসিয়ে বিদেহ পরে করেন প্রগতি ॥
 জিজ্ঞাসেন জনকে জনতা কি কারণ ।
 শুনিলেন তাঁর মুখে সব বিবরণ ॥
 দুই খণ্ড কোদণ্ড করিয়ে দরশন ।
 বলেন পরশুরাম হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥

হে জনক শীঘ্র তারে দেহ দেখাইয়ে ।
 মহেশের চাপ যেই কেলিল ভাঙ্গিয়ে ।
 শুনিয়ে সভয়চিন্ত বিদেহ ভূপতি ।
 কুটিল ভূপতিগণ আনন্দিত অতি ॥
 পরশুরামের ক্রোধ দেখি অতিশয় ।
 হইলেন সীতাদেবী চিন্তিত হৃদয় ॥
 হর্ষ ভয় বিষাদ বর্জিত রঘুপতি ।
 ভৃগুরামে বলিলেন মধুর ভারতী ॥
 হে নাথ হইবে তব দাস কোন্ জন ।
 করিয়াছে কপড়ীর কোদণ্ড ভঞ্জন ॥
 রামের বচনে রাম করেন উত্তর ।
 ভূতা কোণা এ যে দেখি শত্রু ঘোরতর ॥
 হরধনু ভাঙ্গিয়াছে যেই দুরাশয় ।
 আমার পরম বৈরী জানিবে সে হয় ॥
 শুনিয়ে ঈষদ্ হাসি বলিল লক্ষ্মণ ।
 জরাজীর্ণ ধনু এত প্রিয় কি কারণ ॥
 বদ্যপি তাহাতে থাকে বিশেষ মমতা ।
 প্রকাশ করহ নয় আপন ক্ষমতা ॥
 শুনি ভৃগুরাম কোণে লোহিতলোচন ।
 লক্ষ্মণের প্রতি চাহি বলেন বচন ।
 জান না চপল শিশু আমি যে কেমন ।
 ক্রান্তিয় কুলের হই সাক্ষাৎ শমন ॥
 কুলিশ সমান এই কঠোর কুঠার ।
 ক্ষতশূন্য পৃথিবী করেছি কতবার ॥

হেরিয়ে লক্ষ্মণ তবে হয়ে ক্রোধ মন ।
 পরশুরামের প্রতি বলেন বচন ॥
 হে ব্রাহ্মণ আমার ভারতী এই শুন ।
 সাবধান পরশু না দেখাইবে পুন ॥
 অভিলাষ তোমার যে দেখি সেই মত ।
 ফুকে উড়াইতে চাহ মন্দর পর্বত ॥
 পরশুরামের ক্রোধ অনল সমান ।
 লক্ষ্মণের বচন আহুতি করে দান ॥
 দেখিয়া জীরাম আর না পারি রহিতে ।
 ভৃগুরামে লাগিলেন বিনয়ে কহিতে ॥
 বালকের প্রতি ক্রোধ উচিত না হয় ।
 কৃপা করি অপরাধ ক্ষম মহাশয় ॥
 অনুচিত কার্য্য কভু পুত্র যদি করে ।
 জনক তাহার বড় দোষ নাহি ধরে ॥
 রামের বিনয় বাক্য করিয়ে শ্রবণ ।
 ভৃগুপতি হইল অধিক ক্রুদ্ধমন ॥
 নিরস্থিয়ে হাসি প্রভু কন পুনর্বার ।
 ভাল বলিলাম মন্দ হইল তোমার ॥
 আমার কাকুতিবাদ করিয়ে শ্রবণ ।
 দ্বিগুণ তোমার কোপ বাড়িল ব্রাহ্মণ ॥
 তোমারে লক্ষ্মণ করিয়াছে কটুস্তর ।
 তাহার নিকটে যেতে পাইতেছ ডর ॥
 জগতের এ প্রকার রীতি বটে আছে ।
 নাহি যায় বিপক্ষ কুটিল জন কাছে ॥

তার সাক্ষী বক্র দেখি খণ্ড শশধরে ।
 নিকটে তাহার রাহু নাহি যায় ডরে ॥
 তোমারে অধিক বলা নাহি প্রয়োজন ।
 পূজ্যপাদ ভগবান্ যেহেতু ব্রাহ্মণ ॥
 রামের বচনে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে অতি ।
 বলিতে লাগিল তবে রাঘবের প্রতি ॥
 না জানি আনারে আমি কেমন ব্রাহ্মণ ।
 পরিচয় দিতেছি শুনহ দিয়ে মন ॥
 চাপরূপ শ্রবণে শর আহুতি সমান ।
 রৌষ মম জ্বলন্ত পাবক মূর্তিমান ॥
 চতুরঙ্গ সেনা সব সমিধ নিচয় ।
 বজ্রপশু ক্ষত্রিয় ভূপাল যত হয় ॥
 পরশু অস্ত্রেতে তাহাদের করি হত ।
 বণযজ্ঞ দক্ষিণাস্ত করিয়াছি কত ॥
 হাসিয়ে বলেন রাম ক্ষম মহাশয় ।
 আপনারে দ্বিজ বলা যোগ্য নটে নয় ॥
 তথাপিহ ইহা কিস্তি জানিবে নিশ্চয় ।
 রঘুবংশ শমনে নাহিক করে ভয় ॥
 শ্রবণে পরশুরাম হয়ে ক্রুদ্ধমন ।
 বলিল দেখিব বীর তুমি বা কেমন ॥
 এই রম্যপতি ধনু করেতে লইয়ে ।
 নিজ বলে দেহ তুলি গুণ চড়াইয়ে ॥
 শুনি লইলেন রাম তখনি কোদণ্ডে ।
 • আপনি ধনুকে গুণ লাগিল সে দণ্ডে ॥

দেখি ভৃগুপতি-গর্ভ না রহিল আর ।
কঁরযোড়ে স্তুতি করে গলেতে কুঠারু ॥

রঘুবংশাবতংশ অযোধ্যাতুণ ।

কিবা সুন্দর কোটি অনঙ্গরূপ ॥

জয় বিপ্র সুর ধনু হিতকারী ।

জয় দস্ত মোহমদ দর্পহারী ॥

জয় চিন্ময় করুণাসাগর হে ।

বিভু বিশ্বপতি নট নাগর হে ॥

জয় রাম রমাপতি তারণ হে ।

করণ্যে শরধনু ধারণ হে ॥

ভবভঞ্জন সজ্জন রঞ্জন হে ।

নমো নিগুণ নিত্য নিরঞ্জন হে ॥

কভু পূর্ণরূপ কভু অংশধর ।

জয় মহেশ মানসহংসবর ॥

জয় সত্য সনাতন নিত্যময় ।

হর অজানতা কর শূন্য ভয় ॥

রূপ দৃশ্য নহে বিভু বিশ্বপাতা ।

শিব উক্তি জীবে গতি মুক্তিদাতা ॥

তুমি উদ্ভব রক্ষণ নাশ হেতু ।

লঘু বুদ্ধি আমি রঘুবংশকেতু ॥

নিরবদ্য নিরাময় নির্বিকার ।

দীনবন্ধু দীনদামে দুঃখে তার ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে

ভৃগুপতি দর্প চূর্ণ নামক ত্রয়োদশ সর্গ ।

চতুর্দশ সর্গ ।

অতঃপর ভৃগুপতি, কাননে করেন গতি,
 রঘুপতি করিয়ে স্মরণ ।
 পুরবাসী জন সব, করে মহামহোৎসব,
 জানকীর বিবাহ কারণ ॥
 সখীগণ পুলকিত, গাইছে মঙ্গল গীত,
 জ্ঞান হয় মুনিমন হরে ।
 শুনিয়ে তাদের স্বর, বনপ্রিয় পিকবর,
 লজ্জা পেয়ে বনে বাস করে ॥
 সাতার ঘুচিল ভ্রাস, হৃদপদ্ম সুপ্রকাশ,
 জীরামের রূপ দরশনে ।
 মেঘাচ্ছন্ন শশধরে, বিযুক্ত দেখিলে পরে,
 চকোরিণী তুষ্ট যথা মনে ॥
 জনক সানন্দ অতি, কেশিকে করিয়ে নতি
 স্তুতি করে অশেষ প্রকার ।
 মুনি কন মহারাজ, কর আগে সেই কাজ,
 তোমার বংশের যে আচার ॥
 হনুক ভঞ্জন যবে, বিবাহ সুসিদ্ধ তবে,
 ইথে হবে কাহার সন্দেহ ।
 তবু চাই মনঃপুত, অযোধ্যা নগরে দূত,
 এক জন পাঠাইয়ে দেহ ॥
 শুনিয়ে জনক রায়, সেই দণ্ডে কোশলায়,
 পাঠায় পদাতি এক জন ।

এখানে আপন ঘরে, বিধিমতে সজ্জা করে,
কন্যা বিবাহের আয়োজন ॥

মঙ্গল কলস পূর্ণ, স্থাপন করিয়ে তূর্ণ,
রাম রত্ন তরু আরোপলি ।

ফুল দল ফুল মালা, পরিপূর্ণ করি ডালা,
মালাকার আনি যোগাইল ॥

কনক কাস্তুর শোভা, জনক পুরীর প্রভা,
কেবা পারে করিতে বর্ণন ।

কোথায় অমরাবতী, তুলনায় হীন অতি,
বাসবের বিচিত্র ভবন ॥

জনকের পত্র লয়ে, মহাবেগবান্ হয়ে,
অযোধ্যায় দূত উপনীত ।

দিয়ে দশরথ হাতে, নোয়াইয়ে হেঁট মাথে,
প্রণমিল যেমন বিহিত ॥

পত্র পাঠে নরপতি, হরষিত হয়ে অতি,
নারীগণে শুনায় সকল ।

দূতেরে ডাকিয়ে পাশে, জিজ্ঞাসে মধুব ভাষে,
রাম লক্ষ্মণের সুমঙ্গল ॥

ওহে দূত গুণধাম, তুমি কি দেখেছ রাম,
লক্ষ্মণ কুমার-দুই জনে ।

শ্যাম গৌর কলেবর, করে ধরা ধনু শর,
বিশ্বানিত্র মুনিবর সনে ॥

জনক বা কি প্রকারে, পারিলেন চিনিবারে,
শিশু দুটি আমার তনয় ।

বল দূত বল বল, শুনিবারে সচঞ্চল,
 হুইয়াছে সবার হৃদয় ॥
 দূত কয় মহাশয়, সামান্য বালক নয়,
 রঘুবর জীরাম লক্ষ্যণ ।
 যাঁহাদের যশে ভূপ, শশাঙ্ক মলিন রূপ,
 প্রতাপেতে শীতল তপন ।
 তাঁহাদের চিনিবারে, এ সংসারে কে না পারে,
 পরিচয় অপেক্ষা কে করে ।
 প্রদীপ লইয়ে করে, ছুঁকি করে দিবাकरে,
 হেন মুঢ় কেবা আছে নরে ॥
 জ্ঞানকীর স্বয়ংবরে, কত শত নরবরে,
 এসেছিল বিদেহ নগর ।
 হেরিয়ে হরের ধনু, ভয়ে শুকাইল তনু,
 নারিল করিতে স্থানান্তর ॥
 শুনি ছুপ দশরথ, হৃক্কে পূর্ণ মনোরথ,
 বশিষ্ঠেরে আহ্বান করিল ।
 আচার্য্য আনন্দ মনে, ভূপতির নিকেতনে,
 উপনীত আসিয়ে হইল ॥
 মুনি কন মহারাজ, বিলম্বে নাহিক কাজ,
 চল শীঘ্র বিদেহু ভবনে ।
 বশিষ্ঠের অনুমতি, প্রাপ্ত হয়ে নরপতি,
 সাজিতে বলিল সেই ক্ষণে ॥
 রামের বিবাহ শুনি, পরম উল্লাস গুণি,
 আইল যাচকগণ যত ।

দশরথ স্তম্ভবর, ধনদানে অকাতর,

দিল মণি কাঞ্চন রজত ॥

মৈন্য কোলাহল বোল, বাজে জয়ঢাক ঢোল,

দামামা দগড় নহবত ।

বাতাসে নিশান উড়ে, চলেছে আকাশ যুড়ে,

মনোহর হয় গজ রথ ॥

কোঠার উপরে নারী, দাঁড়াইয়ে সারি সারি,

করেতে মঙ্গল দূর্কা পান ।

হাতির আমারি পরে, উঠিলেন তাঁর পরে,

শক্রঘ্ন ভরত ধোমান ॥

রাজ্য দশরথ রঞ্জে, বশিষ্ঠে করিয়া সঞ্জে,

আরোহিল উচ্চ করিবরে ।

জ্ঞান হয় সুরপতি, সঞ্জে লয়ে ব্রহ্মপতি,

বার দিল ঐরাবতোপরে ॥

সেকাই লুকিছে ক্রাঁড়, ভাঁড়ামি করিছে তাঁড়,

নাচিছে তুরঙ্গ রঙ্গ ভরে ।

স্বর্গ হৈতে দেবগণ, পুষ্প করি বরিষণ,

হেরিতেছে পুলক অন্তরে ॥

কুল মন সরসিজ, দক্ষিণে ঘোমুগ দ্বিজ,

চারি দিকে সব মূলঙ্গণ ।

নীলকণ্ঠ কেমঙ্করী, উড়িছে মস্তকোপরি,

মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥

আনন্দেতে ঢল ঢল, লয়ে নিজ দল বল,

মিথিলায় আগত নরেশ ।

জনক স্বগণ মনে, আইলেন হৃষ্টমনে,
 পেয়ে দশরথের সন্দেশ ॥
 অতিশয় সমাদরে, অযোধ্যার স্থপবরে,
 পুরীমধ্যে চলিলেন নিয়ে ।
 দিগে দিব্য বাসাবাণী, আহারের পরিপাটী,
 বন্দোবস্ত দিলেন করিয়ে ॥
 লুচি পুরি গজা খাজা, মতিচূর সরভাজা,
 বরফি বাদামতক্তি আর ।
 রসকরা রসকরা, মনোহরা মনোহরা,
 চাণ্ডাশুণ রাতারি মস্তার ॥
 নানা জাতি ফলমূল, সুধারস সমতুল,
 মেয়া জাত বেদানা আঙ্গুর ।
 আম জাম নারিকেল, খর্জুর পনস বেল,
 রস্তা আতা অতি সুমধুর ॥
 মঙ্গলের দ্রব্য যত, পাঠাইয়ে দিল কত,
 ঋষিরাজ জনক ভূপতি ।
 বসন ভূষণ আর, দধি চিড়া উপহার,
 খগ মৃগ তাহার সংহতি ॥
 শুনি পিতৃ আগমন, পুলকে পূর্ণিতমন-
 ত্রীরাম লক্ষ্মণ দুইজনে ।
 বাইতে জনক পাশ, হৃদয়েতে অতিলাষ
 চলিলেন আচার্য্যের সনে ॥
 বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গে, ত্রীরাম লক্ষ্মণে সঙ্গে,
 দশরথ ভূপ দরশনে ।

আনন্দে পূর্ণিত হিয়ে, উঠি রায় দাঁড়াইয়ে,
 'প্রণমিল ঋষির চরণে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
 রাম বিবাহোদ্যোগ নামক চতুর্দশ সর্গ ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

পিতারে আগত দেখি লক্ষ্মণ শ্রীরাম ।
 ধরনী লোটায়ে করে চরণে প্রণাম ॥
 কোলেতে লইয়ে স্থপ যুগল কুমার ।
 মৃত প্রাণে পেলেন যেন জীবন সম্ভার ॥
 রাম লক্ষ্মণেরে দেখি বরষাত্রগণ ।
 'আনন্দ সাগরে মবে হইল মগন ॥
 রাজার নিকটে বসি কুমার সকল ।
 ধর্ম্ম আদি যেন দেখে ধরি অবিকল ॥
 শতানন্দ তথায় করিয়ে আগমন ।
 লইয়ে সকলে গেল বিদেহ ভবন ॥
 জনকের পুণ্য চিহ্ন জানকী সুন্দরী ।
 রামচন্দ্র দশরথ ধর্ম্মরূপ ধরি ॥
 এইরূপ লোক যত করে বলাবলি ।
 দেখিয়ে দুজনে মবে মহা কুতূহলী ॥
 ভরত রামেতে রূঢ় অভেদ বিস্তর ।
 শক্রয় লক্ষ্মণ সমান কলেবর ॥

চিনিবারে নাহি পারে মিথিলা নিবাসী ।

অনিমিষে নয়নে হেরিছে রূপরাশি ॥

সীতা স্বয়ংবরে যত এসেছিল ভূপ ।

হেরিয়ে মোহিত চারি কুমারের রূপ ॥

রামের বিপুল যশ করিয়ে বর্ণন ।

নিজ নিজ নিকেতনে করিল গমন ॥

শতানন্দ অনুমতি দিল তার পরে ।

মিথিলেশ বিবাহের আয়োজন করে ॥

বাজে ঢোল জগন্নাথ সানাই দগড় ।

চাটি শুনে মাটি ফাটে উঠিল রগড় ॥

আপন বাহনে চড়ি যত মুরগণ ।

অস্তরীক্ষে থাকি সবে করে নিরীক্ষণ ॥

ঐরাবত উপরেতে দেব পুরন্দর ।

রঘুভবাহনে বসি পঞ্চানন হর ॥

হংসপৃষ্ঠে হিরণ্যগর্ভের আরোহণ ।

মহিষ উপরে থাকি দেখিছে শমন ॥

রামের মোহন কুর্তি নিরখি নয়নে ।

পালটিতে পলক না পারে কোন জনে ॥

কেকিকণ্ঠদ্যুতি তনুকাচি মনোহর ।

তড়িত নিন্দিত শোভে সুচারু অনুর ॥

বিবাহ কারণে অঙ্গে অমূল্য ভূষণ ।

রূপ দেখি আর করে অখি বরিষণ ॥

বিমল শরদ বিধু বদন সুন্দর ।

নয়ন সরোজ তখি অতি শোভাকর ॥

কল্প কপৌ মণিময় হারি আভরণ ।
 মনোহর শরচাপ করেতে ধারণ ॥
 ক্রীণ কটি দরশনে দীনভাবে হরি ।
 কানন আনন মাজে করিল জীহরি ॥
 উরু হেরি রাম রম্ভা তনু তাজে লাজে ।
 তরুণ অরুণ শশী চরণে বিরাজে ॥
 ভট্ট সব যশোগান করে কবিতায় ।
 স্তপস্বতগণ কত তুরঙ্গ নাচায় ॥
 দেবতারা বলে ধন্য সহস্রলোচন ।
 সহস্র নয়নে রামে করে দরশন ॥
 রতি শচী সারদা প্রভৃতি দেবীগণে ।
 মানবী রূপেতে মিলিলেন সীতামনে ॥
 কলকণ্ঠে ললন্য ললিত গীত গায় ।
 কঙ্কন ঝঙ্কার অলি ঝঙ্কারের প্রায় ॥
 রামচন্দ্র রূপ চন্দ্রকিরণ সমান ।
 লোকের চকোর আঁখি করিতেছে পান ॥
 সন্নিহিত শুভলয় দেখি সেই জন ।
 বশিষ্ঠ বলেন কন্যা আনিতে তখন ॥
 শুনি শতানন্দ জনকের পুরোহিত ।
 অস্তঃপুরে যাইয়ে হইল উপনীত ॥
 জনক মহিষী পরে জানকীর সনে :
 বাহির হইল সব লয়ে সখীগণে ॥
 তারাগণ মাজে যেন পূর্ব শশধর ।
 সহচরী মধ্যে সীতা তাহার সোসর ॥

স্বৰ্গ হইতে পুষ্পারুক্ষি করে দেবগণ ।
 গীত প্রমোদেতে পূৰ্ণ বিদেহ ভুবন ॥
 গুরু গৌরী গণপতি চরণ পূজিয়ে ।
 গলবস্ত্র জনক মহিষী দাঁড়াইয়ে ॥
 ঋষিরাজ বিদেহ ভূপাল সেইখানে ।
 মেনকা ভূধরপতি যেন এক স্থানে ॥
 মহাভাগ্যবান্ ভূপ আপনার করে ।
 অীরামের পাদপদ্ম প্রকালন করে ॥
 যে পদ ধ্যানেন্তে ধরে দেব ত্রিপুরারি ।
 যে পদ পরশে মুক্ত গৌতমের নারী ॥
 যে পদ জপিয়ে যোগী মোক্ষপদ পায় ।
 সে পদ জনক রাজ্য স্বকরে ধোয়ায় ॥
 যেরূপে গিরীশে গিরি গৌরী দান করে
 নিকু যথা নিজ স্মৃতি দিল দামোদরে ॥
 সেরূপ জনক ভূপ মহা ভাগ্যবান্ ।
 দুহিতারে রামচন্দ্রে করিল প্রদান ॥
 সীতার ললাট দেশে মিন্দুর সুন্দর ।
 দিলেন অীরাম পরে প্রসারিয়ে কর ॥
 জ্ঞান হয় অমিয় লোভেতে বিষধর ।
 গ্রাস করে মুরারি আধার সুধাকর ॥
 জানকীর কনিষ্ঠা ভগিনী রূপবতী ।
 উর্দ্ধিলা তাহার নান পরম যুবতী ॥
 বিবাহ হইল তার লক্ষ্মণের সনে ।
 মিলাইল যেন বিধি রতনে রতনে ॥

কুশধ্বজ নামে জনকের সহোদর ।
 ধার্মিক সুশীল ধীর ভ্রাতার সোসর ।
 তাঁহার তনয়া দুই রূপে রমা বাণী ।
 শত্রুগ্ন ভরতে দিলেন তিনি আনি ॥
 অশ্ব গজ বসন ভূষণ মনোহর ।
 কৌতুকে যৌতুকে দিল দুই স্ত্রপবর ॥
 চতুর্বিধ খাদ্য আর ষড়বিধ রস ।
 ভোজন করিছে লোকে পরম সরস ॥
 প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন ।
 মন্দ মন্দ বহিছে শীতল সমীরণ ॥
 বরষাক্রগণে বহু করিয়ে আদর ।
 করিলেন বিদায় জনক স্ত্রপবর ॥
 সঙ্কেতে দিলেন কত দাস দাসীগণ ।
 উপনীত আসি সবে অযোধ্যা ভূবন ॥
 কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী সকল ।
 পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে মহা কৃতুহল ॥
 করেছে কনকখাল্য দূরীধান লয়ে ।
 বরণ করিতে যান হৃষ্টমন হয়ে ॥
 ধূপধূনা ধূমেতে গগণ অন্ধকার ।
 জ্ঞান হয় বরষার নীরদ আকার ॥
 স্বর্গ হৈতে পুষ্পরষ্টি করে দেবগণ ।
 বিলাসে বলাকাবলি কিবা সুশোভন ॥
 কুলের রচনা দ্বারে শোভিত সুন্দর ।
 পাশ্র্বে সমান দেখিতে মনোহর ॥

দূরে অউলিকা পরে দাঁড়ায়ে কামিনী ।
 অপরূপ চাকুরূপ দমকে দামিনী ॥
 দুন্দভির ধ্বনি মেঘনাদ নিরন্তর ।
 যাচক চাতক ভেক ময়ূর নিকর ॥
 বন্দীগণ যশোগান করিছে রাজার ।
 দেখিতে আইল লোক হাজার হাজার ॥
 ঐরাম জানকীরূপ করি দরশন ।
 সার্থক করিল তারা আপন নয়ন ।
 বদন চুম্বন করি পুত্রবধু গণে ।
 কোলে লয়ে রাণী সব প্রবেশে ভবনে ॥
 হরি কর সাধ্য নয় করিতে রচন ।
 বিমল পিয়ুষরাপি তুলসী বচন ॥
 কাণ্ডজ্ঞান হীন করিলাম এক কাণ্ড ।
 এইখানে সাজ্জ রামায়ণ বালকাণ্ড ॥
 ইতি মহাকাব্য রামায়ণ বালকাণ্ডে
 রাম বিবাহ নামক পঞ্চদশ সর্গ ।
 ইতি বালকাণ্ড ।

অযোধ্যাকাণ্ড ।

প্রথম সর্গ ।

বিবাহ করিয়ে রাম আইলেন ঘরে ।
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা নগরে ॥
রামচন্দ্র মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ ।
কোশলনিবাসী লোক পুঁলকিত মন ॥
নগরের শোভা সব কে করে বর্ণন ।
বর্ণিবারে বর্ণাবলী বলবতী নন ॥
সরযু নদীর জল ঢল ঢল বরে ।
পরশে সরস অঙ্গ পাপতাপ হরে ॥
পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে রাণীগণ সবে ।
বিগত যামিনী দিবা আনন্দ উৎসবে ॥
রামগুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রজা যত ।
দিবা নিশি চিস্তা সবে করে এইমত ॥
রামে রাজ্য দান করে বৃদ্ধ দশরথ ।
তা হইলে সবাকার মিজ মনোরথ ॥
এক দিন অযোধ্যাভূপতি মহাকায় ।
পাত্র মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায় ॥
ধর্ম্য ধুরন্ধর ধনে ধনের সোমর ।
প্রতাপে তপন তুল্য যশে শশধর ॥

আপনি শ্রীরামচন্দ্র বাহার তনয় ।
 তাঁরে পক্ষে বাহুল্য বর্ণন কিছু নয় ॥
 হেন ছুপ মুকুর ধরিয়ে নিজ করে ।
 মণিময় উজ্জ্বল মুকুট সোজা করে ॥
 লক্ষ্য করি সেই রাজা নিজ ক্রতিমূলে ।
 দেখিলেন স্বেত বর্ণ তিন গাঁছি চুলে ॥
 যেন তারা উপদেশ দিতেছে এরূপ ।
 রামে রাজ্য অভিষেক কর ওহে ভূপ ॥
 মনে মনে নরপতি করেন চিস্তন ।
 রামে রাজ্য দিয়ে করি সার্থক জীবন ॥
 এইরূপ আলোচনা করি মনে মনে ।
 উপনীত ভূপতি বশিষ্ঠ নিকেতনে ॥
 দেখিয়ে তাপস অতি করেন আদর ।
 আজ্ঞা পেয়ে আসনে বসিল ভূপবর ॥
 বলিতে লাগিল ভূপ করিয়ে বিনয় ।
 শুন প্রভু মম অভিলাষ যাহা হয় ॥
 সব স্ত্রণে স্ত্রণনিধি আমার শ্রীরাম ।
 পুরবাসী প্রজাদের মন অভিরাম ॥
 আপনার চরণ রেণুর রূপাবলে ।
 রামে অতি ভাল বাসে মম অরিদলে ॥
 গৃহী বাণপ্রস্থ কিবা ব্রহ্মচারী যতি ।
 সমভাবে সবে অনুরাগ করে অতি ॥
 এই অভিলাষ তাই হৃদয়ে আমার ।
 নিশ্চিন্ত হইব রামে দিয়া রাজ্যভার ॥

প্রজা সব হবে আনন্দিত অতিশয় ।
 সিংহাসনে রামে যদি দেখে মহাশয় ।
 দিন দিন তনু ক্ষীণ হীন বীৰ্য্য বল ।
 নিকট বিকট ঘোর কালের কবল ॥
 তাহাতে পতন কালে হইবে যজ্ঞগা ।
 আসিয়াছি তাই আমি করিতে যজ্ঞগা ॥
 শুনিবে বশিষ্ঠ মুনি দশরথে কহে ।
 রামচন্দ্র সামান্য কুমার তব নহে ॥
 নৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে যাঁর ।
 যাঁরে জপি যোগী যায় ভবসিন্ধু পার ॥
 গুণাভীত অথচ স্তনের নাহি সীমা ।
 বলিবারে কেবা পারে রামের মহিমা ॥
 অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ।
 গৃহে গিয়া কর অভিষেক আয়োজন ॥
 শুভ দিনে জনক নন্দিনী সীতা মনে ।
 বসিবেন রামচন্দ্র রত্নসিংহাসনে ॥
 শুনি রাজা দশরথ হরিষ অন্তরে ॥
 বেগেতে ফিরিয়ে আসি আপনার ঘরে ॥
 আহ্বান করিল নিজ অমাত্য বান্ধবে ।
 স্মরণ প্রভৃতি ষত মুখ্য মন্ত্রী সবে ॥
 আজ্ঞামাত্র উপনীত হইয়ে সকলে ।
 জয় হৌক মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥
 ভূপতি কহিল তবে শুন মন্ত্রীগণ ।
 রামে রাজ্য দিতে আমি করিয়াছি মন ॥

শুরু বশিষ্ঠের হইয়াছে অনুমতি ।
 অন্তএব আয়োজন কর শীঘ্রগতি ॥
 গুনিযে হইল তার। মানন্দ সকলে ।
 কৃষক পাইল যেন স্বাভিমত জলে ॥
 বলিল মঙ্গল হোক তোমার রাজন ।
 বিলম্বের ইথে আর নাহি আয়োজন ॥
 ভাল নরপতি মনে করেছ বিচার ।
 জগতের যাহাতে হইবে উপকার ॥
 মন্ত্রীবাক্যে ভূপ তথা প্রকুল হৃদয় ।
 শাখ। সহ তরুবর রুদ্রি যথা হয় ॥
 নরপতি বলেন গুনহ বন্ধু জন ।
 প্রয়োজন মত শীঘ্র কর আয়োজন ॥
 বলেন বশিষ্ঠ দেব সুমধুর বর্ণী ।
 সৰ্ব্বতীর্থজল সবে শীঘ্র দেহ আনি ॥
 ওষধি সকল ফল ফুল নানাসত্ত ।
 বলিয়ে দিলেন তাহাদের নাম যত ॥
 সুন্দর চামর পট বস্ত্র সুবিমল ।
 আকর হইতে মণি পরম উজ্জ্বল ॥
 অতিষেক হেতু এই সব আয়োজন ।
 অবিলম্বে সকুলে করহ আয়োজন ॥
 এই মত অনুমতি করি মুনিবর ।
 পুরমজ্জা করিতে বলেন তার পর ॥
 ছারে রামরক্ত। তরু করিয়ে রোপণ ।
 নৃজল কলস পরে করিল স্থাপন ॥

রসাল পুনস পুগ ভরুগণ যত ।
 চরি দিকে রোপণ করিল সারিমত ॥
 কুলের রচনাবলি দ্বারের উপরে ।
 গন্ধবহ সহ গন্ধে আমোদিত করে ॥
 পতাকায় শোভিত তোরণ উচ্চতর ।
 তাজি বাজি রাজি গজ সান্দন সুন্দর ॥
 কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ যেমন ।
 সেই মত সমস্ত হইল আয়োজন ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণপদ পূজিল নরেশ ।
 রামের কল্যাণ যাছে হইবে নিশেষ ॥
 মঙ্গল বাজনা বাজে বেণু বীণারবে ।
 ঘরে ঘরে আনন্দ করিছে প্রজা মনে ॥
 ভরত মাতুল গৃহে ছিলেন তখন ।
 প্রতীক্ষা করিছে সবে তাঁর আগমন ॥
 রামচন্দ্র ভাবনা করেন অবিরত ।
 কত দিনে কোশলায় আসিবে ভরত ॥
 অশু প্রতি কমঠের হৃদয় যেমন ।
 ভরত উপরে তথা শ্রীরামের মন ॥
 কোশল্যা কৈকেয়ী আদি রাণীগণ যত ।
 আছাদে প্রফুল্ল হইলেন সেই মত ॥
 লক্ষ্মণ দরশনে গগনে উদয় ।
 জলধি লহরী লীলা যেই মত হয় ॥
 প্রথমে আসিয়ে যেন দিল সমাচার ।
 নগরিক আদি সে পাইল পুরস্কার ॥

বসন ভূষণ পরি মহিষী সকল ।
 মাজিল যুজল মাজ রূপে ঝল মল ॥
 পুরমধ্যে বেদি চারু করিয়ে রচনা ।
 সুমিত্রা সুন্দরী তাহে দিল আলিপনা ॥
 আনন্দে মগন মন রামের জননী ।
 দ্বিজ দীনে দান করে আভরণ মণি ॥
 পূজা করি গ্রাম্য দেবতায় মুর নাগে ।
 বলিভাগ প্রদান করিল সবে আগে ॥
 যাহাতে রামের হয় কল্যাণ বিধান ।
 করেন কৌশল্য রাণী রমণীনিধান ॥
 কোকিল কাকলীস্বরে মূললিত গীত ।
 গাইতেছে সখী সব পুলকিত চিত ॥
 রাম রাজ্য অভিষেক শুনি রামাগণ ।
 ঘরে ঘরে করিতেছে মঙ্গলাচরণ ॥
 সমস্ত প্রস্তুত দেখি অযোধ্যার পতি ।
 বশিষ্ঠ দেবেরে ডাকাইল শীঘ্রগতি
 শুনি মুনি ভূপ হুহে দিল দরশন ।
 রামচন্দ্র গুরুপদ করেন বন্দন ॥
 তার পরে সীতা আসি কুরিলেন নতি ।
 দিলেন আশিষ তাঁরে মুনি মহামতি ॥
 কৃতজ্ঞ হইয়ে রাম কহিলেন তবে ।
 .আজ্ঞা কর গুরুদেব কি করিতে হবে ॥
 .প্রদণে বশিষ্ঠ কন শুনহ রাঘব ।
 তব শ্রুণ গ্রামে যুদ্ধ প্রজাগণ সব ॥

তোমার পিতার তাই এই অভিপ্রায় ।
 খৌবরাজ্যে অভিষেক করেন তোমায় ॥
 তাই অদ্য রবে তুমি করিয়ে সংযম ।
 অভিষিক্ত হওনের অগ্রে যে নিয়ম ॥
 বশিষ্ঠ বচন রাম শুনিয়ে অবশে ।
 বিষন্ন হইয়ে বসি ভাবেন নিৰ্জনে ॥
 একসঙ্গে জন্মিয়াছি তাই চারি জন ।
 এক সঙ্গে করিয়াছি শয়ন ভোজন ॥
 এক সঙ্গে কর্ণবেধ হয়েছে সবার ।
 এক সঙ্গে বিবাহ নিৰ্দ্ধার পুনরার ॥
 ভরত প্রাণের তাই নাহিক হেতায় ।
 অভিষিক্ত হব আমি রাখিয়ে তাহায় ॥
 বিবিধ বাজনা বাদ্য হয় ঘন ঘন ।
 পুরবাসিগণ সব আনন্দে মগন ॥
 সাজাইছে হাট বাট আপন ভবনে ।
 ভরতের প্রতীক্ষা করিছে সর্বজনে ॥
 সকলেতে পরস্পর এইরূপ কয় ।
 কালিকার বার অতি শুভ দিন হয় ॥
 অতএব মনে আশা করিতেছে সবে ।
 সিংহাসনে সীতা মনে হেরিবে রাঘবে ॥
 কোশলায় নর নারী পুলকে পূরিত ।
 দুই দৈব কিন্তু ভাবিতেছে বিপরীত ॥
 অযোধ্যার উৎসব না ভাল লাগে তার ।
 চোরের চাঁদনী রাতি যেকরূপ প্রকার ॥

সারদারে ডাকিয়ে সকল সুরগণ ।
 রুতাঞ্জলি পূর্বক করিল নিবেদন ॥
 জননী তোমারে তাই হইবে করিতে ।
 বাহাতে জীরাম যান কাননে স্থরিতে ॥
 শুনিযে তাঁদের কথা দেবী সরস্বতী ।
 মনে মনে হইলেন সচিন্তিত অতি ॥
 মলিন হইয়ে গেল তাঁর চক্ৰানন ।
 হেমন্ত নিশিতে যথা সরোজ কানন ॥
 দেখি দেবগণ আর না পারি রহিতে ।
 কাতর হইয়ে পুন লাগিল কহিতে ॥
 হে মাতঃ কি হেতু এত হইলে ভাবিত ।
 জগতে তোমার কিবা আছে অবিদিত ॥
 পূর্ণ ব্রহ্ম রাস অবতীর্ণ নরাকারে-
 হর্ষ ভয় বিষাদ না ল্পর্শ করে তাঁরে ॥
 দুরন্ত দনুজ দলে বধের কারণ ।
 করেছেন মনুজের আকৃতি ধারণ ॥
 অতএব লাজ ভয় করি পরিহার ।
 কর দেবী আমা সবাকার উপকার ॥
 দেবতাগণের শুনি একুণ্ড স্মারতী ।
 মনে মনে চিন্তা তবে করেন ভারতী ॥
 উচ্চ লোক নিবাসী যদিও সুরচয় ।
 কিন্তু অতি স্বার্থপর ক্ষুদ্র নীশাচয় ॥
 এত ভাবি দুলোক হইতে অবতীরি ।
 আইলেন তুলোকে বিদ্রুৎ গতি ধরি ॥

মন্ডরা নামেতে কুঁজি কেকয়ীর দাসী ।

মন্দমতি মেটা অতি ছিল পাপরাশি ॥

অঘশের পেটিকা স্বরূপ করি তারে ।

অলঙ্কিতে উপনীত ভূপতির দ্বারে ॥

মন্ডর-গমনে তবে মন্ডরা পাপিনী ।

বাটার বহিরে পরে আইল সাপিনী ॥

দেখিল কোশলা পুরী শোভা চমৎকার ।

জিজ্ঞাসা করিল লোকে কারণ তাহার ॥

শুনিয়ে হাসিয়ে সবে বলে তার প্রতি ।

রাজ অন্তঃপুর মাজে তোমার বসতি ॥

না জানি মন্ডরা তুমি রক্তান্ত ইহার ।

দশরথ দিবেন রামের রাজ্যভার ॥

শ্রবণে হৃদয়ে অতি হইয়ে দুঃখিত ।

কৈকেয়ীর সমীপেতে চলিল ভ্রমিত ॥

নয়নেতে অশ্রুবারি করে বরিষণ ।

ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন ॥

দেখিয়ে তাহার রূপ হেমে বাণী কয় ।

কি হেতু মন্ডরা তোর এভাব উদয় ॥

কেন বা কাঁদিস্কার বল না লো কুঁজি ।

লক্ষ্মণ দূরস্থ ছেলে নারিয়াছে বৃন্নি ॥

শুনিয়ে পাপিনী কোন না দিল উত্তর ।

দেখি কৈকেয়ীর গনে উপজিল ডর ॥

জিজ্ঞাসা করিল পুন মন্ডরার প্রতি ।

ভালত আছেন রাম লক্ষ্মণ ভূপতি ।

শক্রপুত্র আর মম ভরত কুমার ।
 কহ দাসী সবার মঙ্গল সমাচার ॥
 শুনিয়ে মন্ত্রী তবে কহিল তখন ।
 তোমারে কহিতে ভয় হয় বিলক্ষণ ॥
 এই হেতু কোম কথা বলিতে না চাই ।
 নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে কত বা শিখাই ॥
 রামের মঙ্গল বিনা মঙ্গল কাহার ।
 যাহারে ভূপতি কল্য দিবে রাজ্য ভার ॥
 দেখিলাম কৌশল্যার এমনি ধরণ ।
 অহঙ্কারে মুক্তিকায় না দেয় চরণ ॥
 বাহিরে নগর শোভা করি দরশন ।
 আমার অন্তরে জ্বলে দীপ্ত হতাশন ॥
 বিদেশে রয়েছেন তব ভরত কুমার ।
 আমোদ প্রমোদে কাল কাটিছে তোমার ॥
 যেহেতু মনেতে বড় আছে অভিমান ।
 প্রিয়মী রাজার কেবা আগার সমান ॥
 বালিশ আলিশ সঙ্গে রঞ্জে কাল হর ।
 ভূপতির চতুরতা লক্ষ্য নাহি কর ॥
 শুনিয়ে কেকয়ী রাণী কোপেতে জ্বলিল ।
 মন্ত্রীর প্রতি তবে চাহিয়ে বলিল ॥
 পুনর্বার পাপীয়সি ! বলিলে এমন ।
 প্রতিরে করিব তোর উচিত দমন ॥
 রাণীর দেখিয়ে রাগ দাসী পেরেঁ ডর ।
 ভয়েতে তাহার অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥

হেরিয়ে কেকয়ী রাণী হেসে তবে কয় ।
 কাঁথা খোঁড়া কুবুজ এমনি বুঝি হয় ।
 কেঁদে অলক্ষণ তুমি নাহি কর আর ।
 যে হেতু দিবেন রাজ্য রামে রাজ্য ভার ॥
 সূর্য্যবংশে আছে এই নিয়ম সুন্দর ।
 রাজ্যেশ্বর সেই যেই জ্যেষ্ঠ মহোদর ।
 কনিষ্ঠ ভ্রাতারা হয় তৃত্যের সমান ।
 চিরন্তনী প্রথা তার কে করিবে আন ॥
 কালি প্রাতে রাজ্য হবে শ্রীরাম আমার ।
 এই লহ তোমারে দিলাম স্বর্ণ হার ।
 এত বলি রাজরাণী কেকয়কুমারী ।
 দাসীরে সুবর্ণ হার দিলেন তাঁহারি ॥
 বলিলেন বিধাতার কাছে মাগি বর ।
 জন্মে জন্মে পুত্র পাই রামের সোসর ॥
 কেন তোর হেন ঘোর দুঃখ হইয়াছে ।
 সত্য বল ইহাতে রহস্য কিবা আছে ।
 কৈকেয়ীর বচন শুনিয়া এ প্রকার ।
 হৃদয়ে মগ্ন হইল পুনর্বার ॥
 একবার তোমারে ক্রুরাতে নিবেদন ।
 করেছ আমার দেবি ! অশেষ লাঞ্ছন ॥
 পুনশ্চ কহিতে কথা নাহিক ক্ষমতা ।
 তথাচ তোমার প্রতি বিশেষ সমতা ॥
 তোমার মঙ্গল ভিন্ন অন্য নাহি জানি ।
 ইথে অপরাধ মম হইয়াছে রাণী ।

তোমার অনিষ্ট আমি দেখিতে না পারি ।
 তাহাতে আমার দোষ এতই কি ভারি ॥
 এরূপ কপট বাক্য বলিলে বিস্তর ।
 শুনিয়া কেকয়স্তুতা চিস্তিত অন্তর ॥
 পড়েছে মহিষী মায়াজালে দেবতার ।
 দাসীর বচনে গৌল বুদ্ধি শুদ্ধি তার ॥
 মন্ত্রার কথা মগ করিয়ে শ্রবণ ।
 বিমোহিত তেমনি হইল তার মন ॥
 কুশলিনী কিরাতিবধূর বেণু গান ।
 যেমন শ্রবণ করে হয়ে এক তান ॥
 সেই মত কৈকেয়ী শুনিছে এক চিতে ।
 মন্ত্রা আরম্ভ তবে করিল বলিতে ॥

উক্তি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
 কৈকেয়ী মন্ত্রা সংবাদ নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ ।

শুন দেবি আমার বচন ।
 লবে মম উপদেশ, রবেনাক কোন ক্লেশ,
 হবে সব দুঃখ বিমোচন ॥
 তুমি মা ! সরলমতি, কালের কুটিল গতি,
 বুঝিতে তোমার সাধ্য নয় ।
 স্বপদে থাকিলে নরে, যে জন মিত্রতা করে,
 বিপদে সে শত্রু পুন হয় ॥

সাক্ষী তার শতদলে, যতক্ষণ নিজ স্থলে,
করে নিজ লাভ্য পিকাশ ।

ততক্ষণ প্রভাকরে, বিস্তারিয়ে নিজ করে,
করে নিজ সখ্যতা প্রকাশ ॥

কিন্তু হলে স্থানভ্রষ্ট, পঙ্কজের প্রাণ নষ্ট,
কোন মতে রক্ষা নাই আর ।

কর পুন দরশন, রবিকর পরশন,
মাত্র হয় শোষণ তাহার ॥

ভূপতির প্রিয় দারা, এখন ভাবিয়ে যারা,
পূজা করে তোমার চরণ ।

রাম পেল রাজ্য ভার, রবে না এ ব্যবহার,
দেখিবে তাদের আচরণ ॥

চতুর গম্ভীর অতি, রামের জননী মতী,
সতিনী তোমার যেনা হয় ।

রাজা হলে তার বেটা, তারে বা অঁটিবে কেটা,
সে বড় সামান্য মেয়ে নয় ॥

রামের চরিত্র যত, হবে পরে অবগত,
তরতেরে যত তার স্নেহ ।

রাজ্যমদে হয়ে মত্ত, না লবে কখন তত্ত্ব,
ইথে দেবী না কর সন্দেহ ॥

মন্ত্ৰণা বচনে ভয়, পাইয়ে কৈকেয়ী কয়,
হায় কি বিধির বিড়ম্বন ।

এ দুঃখ হইতে পার, উপায় নাহিক আর,
এক মাত্র কেবল মরণ ॥

শুনিয়ে পাপিনী বলে, প্রকাশহ স্বকোশলে,

কেন মাগো ভাবিছ হতাশ ।

না কর সংশয় ভয়, হইবে তোমার জয়,

বলিতেছি করিয়া নির্ধাস ॥

শুন তবে মহারাণী, আমি সবিশেষ জানি,

শুনিয়াছি জ্যোতির্কণ্ঠ চাঁই ।

ভরত হইবে ভূপ, লিপি আছে এই রূপ,

অতঃপর চেষ্টা কর তাই ॥

দিনস চইলে শেষ, ধরিয়ে মলিন বেশ,

কোপ গৃহে করহ গমন ।

নারিনী যামাক্তি তাগে, ভূপতি শুনিয়ে আগে,

অসিবেন ভবনে যখন ॥

দেখিয়ে তোমার গতি, ব্যস্ত হয়ে নরপতি,

করিবেন জিজ্ঞাসা তোমায় ।

অঙ্গীকৃত দুই বরে, চাহিয়ে লইবে পরে,

করাইয়ে শপথ তাঁহায় ॥

এক বর এই তার, অযোধ্যার অধিকার,

পরিহার করি রঘুবর ।

বল্কল ও জটাধারী, হইয়ে অরণাচারী,

অসিবেন দ্বিসপ্ত বৎসর ॥

দ্বিতীয় সে এই হয়, কোশলার সমুদয়,

ভরতের অধিকৃত হবে ।

পূৰ্ব্বকৃত অঙ্গীকারে, মনে করি দিবে তাঁরে,

দুই বর চেয়ে তুমি লবে ॥

শুনি মন্ত্রার বাণী, কেকয়নন্দিনী রানী,

প্রদোষের হেরি আবির্ভাব ।

গিয়ে কোপ নিকেতনে, রহিলেন রুষ্ট মনে,

ভয়ঙ্কর বিকৃত স্বভাব ॥

মন্ত্রা বরষাকায়, বিপত্তির বীজ তায়,

কেকয়ীর কুমতি ভূমিতে ।

পাইয়ে কপট জল, বাহির হইল ফল,

বরদ্বয় দল আচম্বিতে ॥

কল পরিণামে ক্লেশ, ভূপতির আয়ুঃশেষ,

শ্রীরামের অরণ্য গমন ।

কপালে লিখন যাহা, খণ্ডিবারে পারে তাহা,

দেবাম্বরে কে আছে এমন ॥

রজনীর আগমনে, রাজা হরষিত মনে,

চলিলেন কৈকেয়ীর কাছে ।

শুনিলেন নরপতি, রোষভরে রসবতী,

কোপ ঘরে শুয়ে তবে আছে ॥

তয়ে শুখাইল মুখ, দূর দূর কাঁপে বুক,

চলিতে চরণ নাহি চলে ।

ধন্য ওহে ফলবাণ, তব তুল্য বলবান,

নাহি স্বর্গ নর্ত্ত্য রমাতলে ॥

খড়্গ খরসান তীর, অনায়াসে যেই বীর,

সহ্য করে নিজ কলেবরে ।

তোমার কুমুদ বাণে, সেও মারা যায় প্রাণে,

দেবতা দানব নাগ নরে ॥

সভর অন্তর অতি, প্রিয়াপাশে নরপতি,

আতিবিত্তি করেন গমন ।

দেখিয়ে তাহার দশা, দশরথ মহাযশা,

হইলেন ব্যাকুলিত মন ।

অজ্ঞেতে মলিন বাস, মঘনে বহিছে স্বাস,

শয্যা করিয়াছে ধরাতল ।

ধূলি ধুবরিত কায়, ভূষণ নাহিক তায়,

বিধবার বেশ অবিকল ॥

করুণ স্বরেতে রায়, জিজ্ঞাসা করেন তায়,

কেন প্রিয়ে হেরি হেন ভাব ।

এত বলি নরবর, পরশেন নিজ কর,

নায়েকের যেরূপ স্বভাব ॥

হেন বুঝি অতিপ্রায়, কাল ভুজঙ্গীর প্রায়,

দশরথে কৈকেয়ী হেরিছে ।

রসনা বাসনা হয়, বিষদ্রুত বর হয়,

মর্ম্মস্থান কোথা চাইরিছে

কাতর ভূপতি কহে, যাতনা আর না সহে,

হেরি ভব মলিন বদন ।

বচন অমিয় দানে, বাঁচাও চকোর প্রাণে,

নহে যায় শমন সুদন ॥

করেছে কে অপমান, বধিব কাহার প্রাণ,

কেবা চায় যেতে বস ঘরে ।

কেবা ধরে দুই শির, দশরথ প্রেমসীর,

সহিত বিরোধ কেবা করে ॥

বল কোন দীন জনে, বসাইব সিংহাসনে,
 মস্তকে মুকুটমণি ধৃত ।
 কিবা কোন স্তম্ভবরে, রহিতে না দিব ঘরে,
 করিব স্বদেশ বহিষ্কৃত ।
 পুরবাসী পরিজন, প্রজাগণ অগণন,
 নিরবধি তব আজ্ঞাকারী ।
 তোমার নয়নজল, ধারা বহে অবিরল,
 আমি কি দেখিতে ইহা পারি ॥
 তোমা বই কারু নই, শপথ করিয়ে কই,
 যা চাহিবে দিব অতঃপর ।
 বসন ভূষণ পরি, মোহিনী মুরতি ধরি,
 রতির গরিমা গরু হর ॥
 শুনিয়ে শপথবাণী, হাসিয়ে উঠিয়ে রাণী,
 বেশভূষা করে নিজ হাতে ।
 হরিণ হেরিয়ে বনে, শবরী হরিষ মনে,
 ধরিতে যেমন কঁাদ পাতে ।
 ভূষা বাস পরিধান, করি ধনী সমাধান,
 দশরথে বলিল তখন ।
 শুন ওহে প্রাণপতি, সত্যবাদী তুমি অতি,
 পূর্বে করিয়াছ যাহা পণ ।
 অতঃপর মহাশয়, দেহ সেই বরষয়,
 নিবেদনে কর অবধান ।
 প্রথমতঃ এই হয়, ভরতেরে গুণালয়,
 কোশলা সাম্রাজ্য কর দান ।

দ্বিতীয় সে এই বর, জ্যেষ্ঠ স্নাত রত্নবর,
চতুর্দশ বৎসর নিশ্চয় ।
পরিষে বজ্রকল বাস, করিবেন বনে বাস,
এই অনুমতি তব হয় ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অবোধাধিকারে
দশরথ কৈকেয়ী সংবাদ নামক দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

কৈকেয়ীর দারুণ বচন শুনি রায় ।
ছিন্ন তরুণর যেন পড়িল ধরায় ॥
হৃদয়ে উদয় আসি দুর্নিবার শোক ।
শশিকর পরশনে যে প্রকার কোক ॥
তথাবিধ হইলেন কোশল ভূপাল ।
দামিনী আঘাতে যথা তরুণর তাল ॥
হাহাকার অশ্রুধার অনিবার বহে ।
কাতর হইয়ে ভূপ মনে মনে কহে ॥
হায় এই রাক্ষসীয়ে করিয়ে বিশ্বাস ।
ঘটিল আমার কি না এই সূর্যনাশ ॥
যোগমিচ্ছি সময়েতে যথা যোগী জন ।
অবিদ্যার হাতে পড়ি হারায় জীবন ॥
সেই রূপ অবস্থা আমার ঘটিয়াছে ।
কেন আইলাম এই পিশাচীর কাছে ॥

ভূপতির ভাব দেখি কৈকেয়ী তখন ।
 করিতে লাগিল তবে হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥
 কেন হেন ব্যতিক্রম হেরি মহাশয় ।
 ভরত তোমার ভূপ কুমার কি নয় ॥
 আমি কি হে বল তব ভোগ্যা নারী হই ।
 মূল্য দিয়ে আনিয়াছ পরিণীতা নই ॥
 অঙ্গীকার পালনে সমর্থ যদি নও ।
 মুখ সামালিয়া কথা কি হেতু না কও ॥
 না হয় প্রতিজ্ঞা নিজ কর পরিহার ।
 হয় হবে অধর্ম কি ভয় তব তার ॥
 শিবি ও দধিচি আদি যত সাধুজন ।
 প্রাণপণে রাখিয়াছে প্রতিজ্ঞা আপন ॥
 রঘুবংশ অবতংস ধর্ম্য পুরস্কর ।
 সর্ববাদী প্রতিজ্ঞা প্রসিদ্ধ চরাচর ॥
 শুনিয়া ভূপতি করিলেন অনুমান ।
 নিশ্চয় পাপিনী এই লবে মম প্রাণ ॥
 কাতর হইয়ে তবে কহে নরবর ।
 কেন প্রিয়ে হানিতেছ হেন বাক্যশর ॥
 জীরাম ভরত দুই অঁখির সোমর ।
 তিন্ন ভাব নাহি ইথে সাক্ষী মহেশ্বর ॥
 না হয় প্রভাতে দূত করিয়ে প্রেরণ ।
 ভরতে আনিয়া রাজ্য করিব অর্পণ ॥
 রাজ্য ধনে লোভ নাই জীরামের মনে ।
 শুণ্ডেতে রামের তুল্য কে আছে ভুবনে ॥

আগে বড় পাছে ছোট শাস্ত্র ব্যবহার ।
 রামে রাজ্য দিতে তাই বাসনা আমার ॥
 ভূপতি হইলে রাম অযোধ্যা নগরে ।
 যুবরাজ ভরত হইবে তার পরে ॥
 কিন্তু যে দ্বিতীয় বর তব অভিলাষ ।
 তাহাতে নিশ্চয় মম জীবন বিনাশ ॥
 কিবা অপরাধী রাম বল তব পাশে ।
 উদ্যত হয়েছ তারে দিতে বনবাসে ॥
 রাম প্রতি স্নেহ তব আছিল বিস্তর ।
 অধুনা কি হেতু এত হেরি ভাবাস্তর ॥
 যার প্রতি অনুকূল মম বৈরিগণ ।
 তুমি তারে প্রতিকূল কিসের কারণ ॥
 অতঃপর ক্ষমা কর অন্য বর লহ ।
 দিও না পতিরে প্রিয়ে যাতনা দুঃসহ ॥
 বারিহীন হয়ে মান প্রাণে যদি রয় ।
 মণিহারা কণির যন্ত্রণা যদি সয় ॥
 রাম ত্যজি জীবন না রহিবে আমার ॥
 তাই বলি ক্ষান্ত হও করিয়ে বিচার ॥
 শুনিয়ে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ কৈকেয়ী হইল ।
 জ্বলন্ত অনলে যেন সূত ঢালি দিল ॥
 কহিতে লাগিল কোপে লোহিত লোচন ॥
 কেন আর বার বার কর জ্বালাতন ॥
 তুমি সাধু রাম সাধু সাধু সৰ্বজন ।
 ও সব বচনে আর নাহি প্রয়োজন ॥

ইচ্ছা হয় যাও এই দুই বর দিয়ে ।
 নতুবা অশল লহ ভুবন ভরিয়ে ॥
 প্রভাতে যদ্যপি রাম নাহি যান বনে ।
 নিশ্চয় যাইব আমি শমনভবনে ॥
 এত বলি কৈকেয়ী উঠিয়ে দাঁড়াইল ।
 হিংসা তরঙ্গিণী ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥
 পাপরূপ ধরাধরে উত্থান তাহার ।
 রোষ বারি তরঙ্গের রঙ্গ অনিবার ॥
 দুই দিকে দুই তীর তুল্য দুই বর ।
 মন্ত্রার বচন আবর্ত্ত ভয়ঙ্কর ॥
 স্তম্ভতরু ছিন্নমূল করি বেগবলে ।
 বিপত্তি সাগর প্রতি খরস্রোত চলে ॥
 ধূল্যবলুণ্ঠিত অঙ্গ ধরণীর নাথ ।
 করিণী করেছে যেন কল্পতরু পাত ॥
 শ্বাস বহে কঁঠরোধ বচন না সরে ।
 দারিহীন যেন মীন ধড় ফড় করে ॥
 হেরিয়ে কৈকেয়ী পুন হানে বাক্য বাণ ।
 কি হেতু ভূপতি মোহে হইলে অজ্ঞান ॥
 না হয় ছাড়িয়ে দেহ আপনার পণ ।
 অমলা বালার মত না কর রোদন ॥
 সত্যবাদী ধর্ম্মশীল যেই জন হয় ।
 হৃণ তুল্য তাজে দারা বিভব তনয় ॥
 কৈকেয়ীর বাক্য ভূপ না পারি সহিতে ।
 করুণ স্নরেতে পুন লাগিল কহিতে ॥

যদ্যপি করেন রাম অরণ্য গমন ।
 তোর অপযশ ইথে আমার মরণ ॥
 ভ্রম ক্রমে ভরত নাহিক রাজ্য চায় ।
 হেন বুদ্ধি তোরে কেটা দিল হায় হায় ।
 এ রূপে ভূপতি করি অশেষ প্রকার ।
 দেখিলেন রোগের অসাধ্য প্রতীকার ॥
 রাম রাম বলিয়ে মুচ্ছিত নরনাথ ।
 হইল এমন কালে রজনী প্রভাত ॥
 ইতি মহাকাব্যে রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
 দশরথ সম্বোধন নামক তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

নিশি অবসান দেখি পুরবাসিগণ ।
 আনন্দ সাগরনীরে হইল মগন ॥
 বীণাবানি সহনাই আদি যন্ত্র বাজে ।
 শূনি ভূপতির হৃদে শেল সম বাজে ॥
 বৈতালিক ভট্ট সূত মাগধীদি আর ।
 বাহিরেতে ষশোগান করিছে রাজার ॥
 তপাবিধ ঘোতে সব মঙ্গলাচরণ ।
 সংগামিনীর যথা অঙ্গে আভরণ ॥
 সেই রাত্রে নিদ্রা নাই কাহারো নয়নে ।
 সকলের লালসা শ্রীরাম দরশনে ॥

অমাত্য বান্ধব দাস কোশল। নিবাসী ।
 'অগণিত উপনীত রাজদ্বারে আসি ॥
 পরস্পর বলাবলি করে এই রূপ ।
 কি হেতু বিনিম্র নহে দশরথ ভূপ ॥
 প্রতিদিন প্রাতঃকালে করেন উত্থান ।
 কি বিচিত্র নরপতি আজি নিদ্রা যান ॥
 হে সুমন্ত্র ! অস্তঃপুরে গিয়ে শীঘ্রগতি ।
 দ্বরা এস ভূপতির লয়ে অনুমতি ॥
 শুনিযে সুমন্ত্র তবে মন্ত্রী প্রধান ।
 রাজার নিকটে শীঘ্র করিল প্রস্থান ॥
 ভূপতির ভবনেতে গিয়ে মহামতি ।
 দেখিলেন স্থান যেন ভয়ানক অতি ॥
 জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয় কোন জন ।
 অবশেষে উপনীত কৈকেয়ী ভবন ॥
 দেখিলেন ভূপতি পতিত ভূমিতলে ।
 ছিন্নমূল বিশীর্ণ যেমন শতদলে ॥
 জিজ্ঞাসা করিতে কথা সাহস না হয় ।
 সুমন্ত্রকে সম্বোধিয়ে রাণী তবে কয় ॥
 রাসেরে লইয়ে শীঘ্র আনহ এখন ।
 যা হয় পরেতে বার্তা করিবে শ্রবণ ॥
 বাহিরে আসিয়ে তবে সুমন্ত্র সুদীর ।
 বলিলেন অবস্থা যেরূপ ভূপতির ॥
 রত্নবর সন্নিধানে গিয়ে ধীরে ধীরে ।
 লইয়ে গেলেন তাঁরে কৈকেয়ী মন্দিরে ॥

দেখিলেন শ্রীরাম বিমাতা নিকেতনে
 ভূমিতলে পিতা তাঁর আছেন শয়নে ॥
 সম্মুখে সিংহিনী ঘোর করি দরশন ।
 জরাজীর্ণ গজরাজ ভয়েতে যেমন ॥
 মণিহারী হরে কণী কাতর যেমত ।
 কেকয়ীর মন্দিরে তেমতি দশরথ ॥
 দেখি নিজ জনকের দারুণ দুর্গতি ।
 মনে মনে বিষম ব্যাকুল রঘুপতি ॥
 বাহিরে ধরিয়ে ধৈর্য্য প্রসন্ন বদনে ।
 জিজ্ঞাসেন কৈকয়ীরে মধুর বচনে ॥
 হে মাতঃ ! আমারে শীঘ্র কহ সমাচার ।
 ভূতলে পড়িয়ে কেন জনক আমার ॥
 জানিতে পারিলে আমি ইহার কারণ ।
 প্রাণপণে অবশ্য করিব নিবারণ ॥
 শুনিয়া কেকয়ী রাণী অম্লান বদনে ।
 আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল সেইক্ষণে ॥
 হর্ষভয় বিষাদ মজ্জিত রঘুপতি ।
 বলিলেন তাঁর পর বিমাতার প্রতি ॥
 জননি সে নর অতি বড় ভাগ্যধর ।
 পিতৃ-আজ্ঞা পালনেতে যৈ হয় তৎপর ॥
 অতএব আমি যদি না যাই কানন ।
 মুঢ় জন মধ্যে অশ্রে আমার গণন ॥
 ভরত প্রাণের ভাই রাজ্য হবে তাঁর ।
 ইহা হতে আত্মাদের বিষয় কি আর ॥

অরণ্য গমন হয় সামান্য ব্যাপার ।
 তাহাতে পিতার দুঃখ কি হেতু অপার ॥
 অন্য কোন অপরাধ যদি মম থাকে ।
 প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমাকে ॥
 শুনিয়া রামের এই সরল বচনে ।
 কেকয়ী সরল কিন্তু না ভাবিল মনে ॥
 যেমন সরল স্বচ্ছ জলের উপরে ।
 জলোকা সরল হয়ে গমন না করে ॥
 অন্তরে গরল মুখে মধুর বচন ।
 রামেরে চাহিয়ে কহে কুমতি তখন ॥
 ভরতের তোমার শপথ বাপ ধন ।
 ইহা ভিন্ন আমি অন্য না জানি কারণ ॥
 অপরাধী তোমারে বলিবে কোন জন ।
 জননী ও জনকের হৃদয় রঞ্জন ॥
 বুঝাইয়ে তোমার বাপে বল গুণালয় ।
 রক্ত বয়সেতে ভূপ অযশ না লয় ॥
 তব তুল্য স্বকৃতি মস্তান আছে বার ।
 সে কেন মরিবে বয়ে অধর্মের ভার ॥
 এই রূপ বহু রূপ কৈকেয়ী বলিল ।
 শুনিয়া রামের মন কিছু না টলিল ॥
 উচ্চস্বরে সুমন্ত্র কহিল তার পর ।
 মহারাজ কাছে তব পুত্র রঘুবর ॥
 চেতন পাইয়ে ভূপ মিলিয়ে নয়ন ।
 নিকটে বসিয়া রায় করে নিরীক্ষণ ॥

বহু কষ্টে উঠিয়ে বসিল নরপতি ।
 কোলেতে করিয়ে রাখে নিল শীঘ্রগতি ॥
 যুগল নয়নে ধারা অশ্রুজল বহে ।
 মনে মনে নরপতি এইরূপ কহে ॥
 হে বিধি বিনতি মম তোমার চরণে ।
 আমার বচনে রাম নাহি যায় বনে ॥
 হয় হবে কলঙ্ক তাহাতে নাহি ভয় ।
 যাই যাব মরিয়ে নরকে যাব নয় ॥
 রামেরে ত্যজিয়ে আমি নারিব রহিতে ।
 অত্র সমুদায় ছালা পারিব সহিতে ॥
 এই রূপ মনে মনে ভাবে নরনাথ ।
 ভয়ে কাঁপে প্রাণ যেন পিপ্পলির পাত ॥
 শোকাবিষ্ট পিতায় দেখিয়ে রঘুপতি ।
 বলিলেন তাঁরে তবে মধুর ভারতী ॥
 হে তাত অরণ্যবাস সামান্য বিষয় ।
 ইহার কারণ শোক উচিত না হয় ॥
 ধরাতলে অবশ্যই ধন্য সেই জন ।
 পিতৃ-আজ্ঞা যেনা পারে করিতে পালন ॥
 প্রসন্ন হইয়ে পিতঃ ! কর অনুমতি ।
 এত বলি উঠিয়ে গেলেন রঘুপতি ॥
 শোকবশে মহীপাল না দিল উত্তর ।
 মুচ্ছিত হইয়ে পড়ে ধরণী উপর ॥
 ব্যাপিল এসব কথা নগর ভিতরে ।
 শুনিবে সকল লোক হায় হায় করে ॥

চারি দিকে ঘেরিলে দুঃসহ দাবানলে ।
 তাহার তিতর বেন কুসঙ্গ সকলে ॥
 সেই মত্ত সৰ্ব্ব জন নগর তিতরে ।
 হাহাকার অনিবার চক্ষে নীর ঝরে ॥
 কেকরীয়ে সকল লোকেতে দেয় গালি ।
 এই পাপীয়সী মনে দিল হেন কালী ॥
 কি আশ্চর্য্য এমন না দেখি হায় হায় ।
 স্বধাতাণ্ড টেনে ফেলে হলাহল খায় ॥
 কুটিল কুবুজি রাণী নাহি কোন গুণ ।
 রঘুনংশ বেগুরবে যেন দাবান্ডন ॥
 রামেরে দেখিত পূর্বে প্রাণের স্বরূপ ।
 আবার অভাগী কেন হইল বিরূপ ॥
 নারীর চরিত্র পুরুষের ভাগ্য আর ।
 দেবতা বুঝিতে নারে মনুষ্য কি ছার ॥
 করে নারে খেতে সৰ্ব্বভক্ষ্য হুতাশন ।
 করে না করিতে পারে বারিধি ধারণ ॥
 অবলা প্রবলা নহে নিকটে কাহার ।
 করে কালে এ জগতে না করে সংহার ॥
 কিবা দেখাইল বিধি শুনায়ে কি হল ।
 কিবা দেখাইতে চেয়ে কিবা দেখাইল ॥
 কেহ নলে নরপতি নহে বিচক্ষণ ।
 হেন অঙ্গীকার কেন করিল পালন ॥
 কেহ কর ভূপতি ধার্মিক অতিশয় ।
 সভ্যত্বত মিথ্যাকথনের কেহ নয় ॥

কেহ বলে ভরতের ইহা অভিমত ।
 কেহ বলে কদাচিৎ না বল এমত ॥
 যদ্যপি স্বধাতু চন্দ্র অগ্নি বরিষয় ।
 যদ্যপি অমৃত কটু কালকুট হয় ॥
 তথাপিও ইহা সবে জানিবে নিশ্চয় ।
 শ্রীরামের বিরোধী ভরত কভু নয় ॥
 সীতা কি রামেরে ত্যজি রবেন ভবনে ।
 লক্ষ্মণ তাঁহার সহ যাবে না কি বনে ॥
 রাজ্যভোগ ভরত কি কখন করিবে ।
 রাজ্য দশরথ নাকি পরাণ ধরিবে ॥
 এই রূপে বলাবলি করিতেছে সব ॥
 নয়নেতে অশ্রুধারা মুখে হাহা রব ॥
 এমন সময়ে রাম জানকীরমণ ।
 জননীর নিকটেতে করেন গমন ॥
 ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে পুরবাসী
 বিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ ।

রামের জননী সতী, আনন্দিত মনে অতি,
 বসি হুহু প্রসন্ন বদনে ।
 হেন কালে রঘুবর, রূপ কোটি স্বধাকর,
 উপনীত তাঁহার সদনে ॥

নৌয়াইয়ে নভনিরে, প্রণমিল জননীরে,

কৌশল্যা দিলেন আশীর্বাদ ।

কোলে করি স্নতবরে, নয়নে মলিল করে,

অন্তরেতে পরম আছাদ ॥

দরিদ্র জনেরে বিধি, যদ্যপি মিলায় নিধি,

তাহে যথা আনন্দ উদয় ।

কৌশল্যার সেইরূপ, রামরূপ অপরূপ,

নিরখিয়ে প্রফুল্ল হৃদয় ॥

বলেন শ্রীমতী রাণী, আমি ত নাহিক জানি.

শুভলগ্ন কখন হয়েছে ।

কৌশল্য নিবাসিগণ, বরষার বরিষণ,

আশায়ুক্ত চাতক রয়েছে ॥

যাও বাছা স্নান করি, নুতন বসন পরি,

শীঘ্র কিছু করহ আহার ।

শুকায়েছে চাঁদমুখ, বিদরে আমার বুক,

দেখিতে না পারি আমি আর ॥

শুনি রাম রঘুবর, ধীর ধর্ম্যধুরঙ্গর,

ধৈর্য্যধরি বলেন বচনে ।

জননী প্রবণ কর, পিতা মম অন্তঃপর,

রাজ্য ধার্য্য করেছেন বনে ॥

থাকি চতুর্দশ বর্ষে, প্রতিজ্ঞা পালিয়ে হর্ষে,

পুনর্বার আসিব ভবনে ।

দেখিব মা ও চরণে, কি তর অরণ্যে রণে

কোন চিন্তা নাহি কর মনে ॥

শুনিয়ে রামের বাণী, মুচ্ছিত হইয়ে রানী,
 ধরাডলে হইল পতিত ।
 কেশরীর গরজন, করিণী শুনিলে বনে,
 যে প্রকার মনে মলঙ্কিত ।
 চেতন পাইয়ে পরে, কহিল কক্কণশ্বরে,
 কি বলিলে ওরে বাপধন ।
 কবেছ কি অপরাধ, কে সাধিল হেন বাদ.
 তোমাবে পাঠায় কেবা বন ॥
 এ দুঃখ কহিব কায়, কি দশা ঘটিল হায়,
 মম হৃদে অনল পলিল ।
 নিচিহ্ন বিধির কর, লিখিবারে সুধাকর,
 রাজমূর্তি লিখিয়ে বসিল ॥
 এ কোশলা অতিদীন, যেহেতু তোমাতে হীন,
 এব সম ভাগ্যহীন নাই ।
 কি তপ করিল বনে, পাইল যে রামধনে,
 ভাবিয়ে নাহিক মনে পাই ॥
 সুমঙ্গল সচিববর, কৃতান্তলি করি কর,
 আদ্যোপান্ত বলিল তখন ।
 কোশলা সে সব শুনে, দহে দুনা মনান্তনে,
 অশ্রুবারি করে করিষণ ॥
 শ্রীবাস যাবেন বনে, শুনিয়ে মলঙ্ক মনে,
 জানকী আসিয়ে উপনীত ।
 নতি করি শান্তীদীরে, বসিলেন নত শিরে,
 পতিপ্রেমে পরম পুনীত ॥

সীতার বুঝিয়া মন, কৌশল্যা তখন কন,
শুন রাম আমার বচন ।

তব সঙ্গে যেতে বন, জানকীর আকিঞ্চন,
হায় কি বিধির বিড়ম্বন ॥

অতি সুকুমারী সীতা, জনক যাঁহার পিতা,
ভূপতিগণের মান্য অতি ।

স্বশুর কোশলরাজ, বিখ্যাত ত্রিলোক রাজ,
রবিকুল রবি যাঁর পতি ॥

আমি এই বধূ পেয়ে, ভূতলে সবার চেয়ে,
হইয়াছিলাম সুখী বটে ।

নয়ন পুতলি করি, কিবা দিবা বিভাবরী,
নিরবধি রেখেছি নিকটে ॥

এই কম্পলতিকায়, অতি যতনেতে হায়,
পালন করেছি যথোচিত ।

পরিয়াছে ঈশে ফল, হয়ে বিধি প্রতিকূল,
ফল লাভে করিল বঞ্চিত ॥

ভুবিষে মধুর বোলে, পল্যঙ্ক পীঠিকা কোলে,
রাখিয়াছি হয়ে নিরলস ।

অবনীৰ মৃত্তিকায়, কঠিন বলিয়ে যায়,
কভু নহে চরণ পরশ ॥

এই বধূ সলিতায়, প্রদীপের সলিতায়,
দিতে কর করেছি বারণ ।

তিনি বনে যেতে চান, ইহাতে কিরূপে প্রাণ,
বল আমি করিব ধারণ ॥

যে চকোরী পান করে, শশির শীতল করে,
সুধারস রসিক রসনা ।

খর দিনকর প্রতি, চাহিবারে কি শক্তি,
বল ধরে সে মদলসনা ॥

দুই নিশাচর গণ, সিংহ ব্যাঘ্র অগণন,
কাননে করিছে বিচরণ ।

রাজ অন্তঃপুর মাজে, রব আমি কোন লাঞ্জে,
জানকীরে পাঠাইয়া বন ॥

কিরাত কুমারী যারা, অনায়াসে পারে তারা,
বনক্লেশ করিতে সহন ।

রাজার নন্দিনী সীতা, কাননে হইলে নীতা,
দুঃখানলে করিলে দহন ॥

চিত্রপটে লেখা হরি, যেবা দরশন করি,
অভিশয় ভয় পায় মনে ।

এমন যে স্কুমারী, রঘুকুলচন্দ্র নারী,
সে কেমনে রহিবে কাননে ॥

স্বর সরসীর জলে, যেই হংসী কুতূহলে,
কেলি কলাপেতে করে বাস ।

সমল পঞ্চুল নীরে, সে কি পুনর্বার কিরে,
পারে কঁড় করিতে বিলাস ॥

জানকী'রহিলে ঘরে, তথাচ ইহার পরে,
কথঞ্চিৎরূপে প্রাণ রবে ।

কিন্তু শুন বাপধন, যদি সীতা যান বন,
নিশ্চয় মরণ মম ভনে ॥

জননীৰ বাক্য শুনি, ৰামচন্দ্র হৃদে শুনি,
 জানকীৰ প্ৰতি তবে কন ।
 শুনহ জনকস্বতা, কনক লাবণ্য যুতা,
 অতঃপৰ আমাৰ বচন ॥
 না গিয়ে নিজেন বনে, থাক নিজ নিকেতনে,
 উভয়েৰ পৰম মঙ্গল ।
 শ্বশুৰ স্বাশুড়ী সেৱা, নিধিমতে কৰে যেবা,
 তাৰ হয় নিশ্চয় কুশল ॥
 কিবা দিবা বিভাবতী, আমাৰে স্মরণ কৰি,
 যে সময়ে দুঃখিনী জননী ।
 কৰিবেন হাহাকার, তুমি কাছে গিয়ে তাঁৰ,
 প্ৰবোধিবে শুন চন্দ্রাননী ॥
 পিতৃ-আজ্ঞা পালি আমি, বায়ুভূল্য বেগগামী,
 ফিৰিয়া আসিব নিকেতনে ।
 তাজহ বিবাদ ভয়, এদুঃখ হইবে কয়,
 কোন চিন্তা নাহি কৰ মনে ॥
 প্ৰণয়েৰ বশে ধনী, আগু পাছু নাহি গি, ৬
 আমাৰ সহিত গেলে বনে ।
 নাহিক সংশয়লেন, অকল্যা পাইবে ক্লেশ,
 তাই বলি থাকহ ভবনে ॥
 শুন সীতা গুণবতী, বিপিন তীৰ্ণ অতি,
 ঘোৱরৌদ্ৰ হিম সমীৰণ ।
 কক্কর ও কণ্টকেতে, কেমনে পাৰিবে যেতে,
 মুকোমল তোমাৰ চরণ ॥

সিংহ ব্যাঘ্র বৃকগণ, অগ্নিতেছে অগণন,
করিয়া গর্জন ঘোর অতি ।

তাদের ভীষণ শব্দ, শুনিলে হইবে শুক,
রহিতে নারিবে রূপবতি ॥

শয়নের শয্যা ধরা, বজ্রকল বমন পরা,
আহার কেবল ফল মূল ।

তাকি প্রতিদিন পাবে, নিয়মিতরূপে খাবে,
সময়ে তাহাও প্রতিকূল ॥

ধরাধরচ্যুত জল, অতিশয় সুশীতল,
পরশে অবশ অঙ্গ হয় ।

মায়াবী রাক্ষস বত, অগ্নিতেছে অবিরত,
ছলে ললনায় হরি লয় ॥

রমণীর শিরোমণি, তোমারে যদিপি ধনী,
অরণ্যানী আমি লয়ে যাই ।

বুঝিয়ে দেখনা ভাবে, লোকে অপঘণ গাবে,
সেই হেতু আরো ভয় পাই ॥

রমাল পাদপপরে, যে কোকিলা বাস করে,
সে কি সাজে কণ্টক কাননে ।

অতএব বলি তাই, বনে গিয়ে কাজ নাই,
থাক সীতা আপন ভবনে ॥

সহজ মুহূদ বাণী, যে জন নাহিক মানি,
নিজ ছাড়া অনুসারে চলে ।

বজ্রল না হয় তার, এ কথা জানিবে সার,
পরিশেষে পরিচয় কলে ॥

শুনিয়ে রামের বাণী, বিবশ বিপত্তি মান
জানকীর চক্ষে নীব বহে ।

উপদেশ বাক্য যত, যদিও অমিয় মত,
তথাচ হৃদয়ে তাঁর দহে ॥

যথা শরদের শশী, গগণ মণ্ডলে বসি,
রজনী সজনী তারা মনে ।

করে সূধা বরিষণ, হরষিত সর্ষজন,
কিন্তু কোকবধু দহে মনে ॥

মুছিয়ে চক্রেণ বারি, পৃথ্বীমুতা স্কুমারী,
শ্বাশুড়ীরে করি মছোধন ।

কৃতাজ্জলি ষোড়করে, সবিনয় পুরঃসরে,
মৃদুস্বরে বলেন বচন ॥

হে দেবি আমার কথা, শুনি যেন ব্যাপকতা,
অনুভব নাহি কর মনে ।

অবিনয় দোষ মম, অনুগ্রহ করি ক্ষম,
এই নিবেদন জীচরণে ॥

প্রাণনাথ প্রিয়তম, সূধার লহরী মম,
দিলেন বিস্তর উপদেশ ।

আমার সিদ্ধান্ত স্থির, কিছু নহে যুবতীর,
পতি বিরহের তুল্য ক্লেশ ॥

শুন ওহে প্রাণেশ্বর, রমুৎপা দিনেশ্বর,
কোবিদ করুণানিকেতন ।

কি আর অধিক কব, তোমা বিনা দুঃখ সব,
স্বরপুর নরক মতন ॥

পিতা মাতা পরিবার, স্বপ্ন স্বপ্নদী আর,
 ভগিনী মুখ্য জাতাচার ।
 স্বামী বিনা কামিনীর, কিছু নয় রত্নবীর,
 যম বাতনার সম হয় ।
 রোগসম ভোগ বত, ভুষণ তারের মত,
 পদে পদে বিপদ দুর্গতি ।
 প্রাণশূন্য বধা কার, জলশূন্য নদী প্রায়,
 পতিশূন্য সতীর তেমতি ।
 তোমা ছাড়া রত্নবীর, কোন মুখ অভাগীর,
 নাহি পৃথিবীর কোনখানে ।
 প্রাণনাথ তব পাশে, নানা মুখ অনারামে,
 পাব অবনীৰ সব স্থানে ।
 খগ যুগ পরিজন, নগর বিজন বন,
 মনোহর বজ্রকল বসন ।
 অউলিকা পৰ্ণশালা, মণিহার ফুলমালা,
 কণ্ঠে সূখে করিব ধারণ ।
 কল মূল আদি বৃত, খাইব অমির মত,
 থাকিয়া তোমার সন্নিধান ।
 ধরাধর অপরূপ, অযোধ্যার মৌধরূপ,
 মহানন্দে করিব উদ্যান ।
 পাতি নব দুর্জাদল, শয্যা করি সুকোমল,
 শয়ন করিব দুইজনে ।
 জ্ঞান ওহে গুণরাশি, চরণ সেবিবে দানী,
 পরিশ্রম পড়িবে না মনে ।

হেরি তব শশি মুখ, অরণ্যজনিত দুঃখ,
 না হইবে আমার স্মরণ ।
 আমি নারী স্কুমারী, তুমি কিহে বনচারী,
 হইবার যোগ্য কদাচন ॥
 চৌদ্ধ বৎসরের পরে, অচিরে আসিবে যবে,
 ততদিন ধরিব জীবনে ।
 তাই ওহে প্রাণপতি, করিতেছ অনুমতি,
 থাকিবারে অযোধ্যা ভবনে ॥
 কাননে তোমার সন্ধে, রহিব পরম রঞ্জে,
 কি করিবে দুই নিশাচর ।
 হেরিতে সিংহীর প্রতি, শশকের কি শক্তি,
 তাহাতে নাহিক কোন ডর ॥
 অতএব রঘুপতি, রাখ মম এ মিনতি,
 অধিক কি বলিব হে আর ।
 যদি নাহি লয়ে যাবে, আর না দেখিতে পাবে,
 এই সার বচন আমার ॥
 ইতি মহাকাব্য রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড
 সীতারামসংবাদ নামক পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

এই সব কথা বলি জানকী স্কন্দরী ।
 রহিলেন তার পরে হেঁটমুখ করি ॥

দেখিয়ে শ্রীরাম করিলেন অনুমান ।
 যুহেতে ধাকিলে সীতা ত্যজিবে পরাণ ॥
 বলিলেন প্রিয়ে কোভ নাহি কর মনে ।
 তোমারে লইয়ে সঙ্গে যাইব কাননে ॥
 যাও গমনের সজ্জা করহ স্বরায় ।
 এত বলি বিদায় করেন রঘুরায় ॥
 প্রণতি করয়ে বীর মায়ের চরণে ।
 প্রবোধ দিলেন তাঁরে মধুর বচনে ॥
 কৌশল্যা রামেরে পরে লইলেন কোলে ।
 চাঁদমণি বাদু বাছা বাপধন বোলে ॥
 কত দিনে পুনশ্চ করিয়ে দরশন ।
 সকল করিব এই আমার নয়ন ॥
 ক্রণেক বিলম্বে সীতা আসিয়ে তথায় ।
 প্রণতি করেন দেবী স্বাশুভীর পায় ॥
 জানকীর আশীষ দিলেন রাণী তবে ।
 বদবধি গজা যমুনার ধারা রবে ॥
 তদবধি রবে মাগো তোমার আয়তি ।
 এত বলি কৌশল্যা কাতর হন অতি ॥
 বহুরে দিলেন রাণী বহু উপদেশ ।
 স্বস্ত্রপদে নুতি সীতা করিলেন শেষ ॥
 জানকী সহিত রাম চলিলেন বনে ।
 এই সমাচার শুনি লক্ষ্মণ অবগে ॥
 ব্যাকুল হৃদয়ে বীর মলিন বদনে ।
 উপনীত স্বরাশ্রিত রামের সদনে ॥

করযোড়ে দাঁড়াইয়ে মজল লোচনে ।
 বলেন সৌমিত্রি অতি বিচয় বচনে ॥
 আমি তব সঙ্গে তাত ! যাইব কাননে ।
 ভৃত্যভাবে একা তুমি রহিবে কেমনে ॥
 লক্ষণের বাক্য রাম শুনিয়ে তখন ।
 কহেন তাঁহারে হিত মধুর বচন ॥
 হে ভাই ! উচিত নহে এ কাজ তোমার ।
 গৃহে থাক মজল হইবে সবাচার ॥
 শত্রুগ্ন ভরত নাহিক নিকেতনে ।
 একাকী পিতারে রেখে যাইবে কেমনে ॥
 তোমারে যদিপি আমি লয়ে যাই সাথ ।
 অযোধ্যা হইবে তবে নিশ্চয় অনাথ ॥
 পরিজন সকলের প্রবোধ কারণ ।
 তোমার গৃহেতে থাকা উচিত লক্ষণ ॥
 বেনুপ করিতে নারে প্রজার রঞ্জন ।
 দেশের নিকেটে নহে যশের ভাজন ॥
 রুথায় শরীর তাঁর রুথায় জীবন ।
 অতএব গৃহে থাক কায নাই বন ॥
 একত্র মিলিত হয়ে ভরতের মনে ।
 সাবধানে রাজ্য রক্ষা করহ দুজনে ॥
 শুনিবে লক্ষণ অতি হইয়ে কাতর ।
 কহেন রামের প্রতি যোড় করি কর ॥
 তোমার চরণ ভিন্ন অন্য নাহি জানি ।
 আমারে উচিত কিছু নহে হেন বাণী ॥

রাজ্য পালনের কথা কি হেতু আমারে ।
 মরাল মন্দর মেরু ধরিতে কি পারে ॥
 অধীন ভূঁতোর আর কিবা প্রয়োজন ।
 কেবল করিব সেবা ও রাজ্য চরণ ॥
 লক্ষ্মণের ভারতী শুনিয়ে রমুপতি ।
 মধুব বচনে বলিলেন তাঁর প্রতি ॥
 বিদায় হইয়ে এস জননীর টাই ।
 কদাচিত বিলম্ব না হয় যেন ভাই ॥
 শুনিয়ে লক্ষ্মণ অতি হয়ে হরষিত ।
 স্মৃতিভার সন্নিধানে আসি উপনীত ॥
 আনন্দে বসনা করি মায়ের চরণ ।
 বলিলেন আদ্যোপান্ত সব বিবরণ ॥
 শ্রবণ করিয়ে রাণী ভয়েতে বিরূপ ।
 দাব দোষ দল দিকে সৃগী যেই রূপ ॥
 কাতর মহিষী চক্ষু বহে অশ্রু নীর ।
 হেরিয়ে লক্ষ্মণ ভয়ে হইল অস্থির ॥
 বুঝি না অনর্থ আজি উপস্থিত হয় ।
 মনে মনে সৌমিত্রি চিন্তিত অতিশয় ॥
 দেখিয়া স্মৃতিভা মনে ধৈর্য্য তবে ধরি ।
 তনয়ের প্রতি পরে বলিল স্নানরী ॥
 যাও বাছা রামের সহিত যাও বনে ।
 নিরবধি রাখ যন স্মরণ চরণে ॥
 জানকীকে জান যেন জননী তোমার ।
 দেখ কোন মতে কষ্ট নাহি হয় তাঁর ॥

তথায় অযোধ্যা যথা জীরামের বাস ।
 তথায় দিবস যথা রবির প্রকাশ ॥
 রাম সীতা দুজনে বদ্যাপি যান বটন ।
 কি কাজ তোমার এই অযোধ্যাভবনে ॥
 জীরামের পাদপদ্ম না সেবিল যেবা ।
 তার মাতা পুত্রবতী বন্ধা তবে কেবা ॥
 এইরূপ নাম্য রূপ দিয়ে উপদেশ ।
 কুমারে বিদায় রাণী করিলেন শেষ ॥
 মায়েয় চরণে বীর করিয়ে প্রণতি ।
 বায়ুবেগে তথা হৈতে করিলেন গতি ॥
 পাশবজ্ঞ হরিণ যদ্যপি কোন ক্রমে ।
 হিঁড়িবারে তাহা পারে নিজ পরাক্রমে ॥
 সে যেমন উর্দ্ধস্থানে পলাইয়ে যায় ।
 সেই মত সৌমিত্র প্রবলবেগে ধায় ॥
 দেখি হাহাকার করে যত পুরজন ।
 মধুশূন্য মধুক্রেমে সজ্জিকা যেমন ॥
 পক্ষশূন্য পক্ষী যথা ব্যাকুল অন্তরে ।
 বারহীন যথা মীন ধড় ফড় করে ॥
 বহুলোক সমাকীর্ণ রাজ দরবারে ।
 হাহাকার অনিবার ভাসে অক্রোধারে ॥
 কাতর ভূগতি কোলে লইয়ে নন্দন ।
 বলিতে লাগিল তবে করিয়ে ক্রন্দন ॥
 শুনিয়াছি রাম আমি মুনিদের হাঁই ।
 তুমি ব্রহ্ম অর্চি অন্ত মধ্য তব নাই ॥

হর্ষ ভয় বিবাদ বর্জিত ভূমি হরি ।
 চিনিতে তোমারে আমি কি শক্তি ধরি ।
 পিতার প্রবোধ দিয়ে প্রভু ভগবান ।
 মুনিবেশে জানকী লক্ষ্মণ সহ যান ॥
 দেখিয়ে সকল লোক শোকে অচেতন ।
 ছিন্নতরু মত হয় ভূতলে পতন ॥
 অনেক যতন করি দেখিল ভূপতি ।
 গৃহেতে রাখিতে রামে নহিল শক্তি ।
 সূমন্ত্রকে আদেশ করিল সেই কণে ।
 রথে করি লয়ে যেতে ঈরাম লক্ষ্মণে ॥
 শুনিয়ে সূমন্ত্র শীঘ্র সাজায়ে সান্দন ।
 লইয়ে আইল যথা ঈরঘুনন্দন ॥
 সীতা লক্ষ্মণের সহ পরে রঘুপতি ।
 আরোহণ করি তবে করিলেন গতি ॥
 হাহাকার করে সবে অযোধ্যা নগরে ।
 অমঙ্গল লঙ্কায় হেরিচে নিশাচরে ॥
 সমীরণ সম তুল্য যাইছে সান্দন ।
 দেখিছেন তিন জনে বন উপবন ॥
 মনোহর সরোবর খগ মৃগ গণ ।
 স্থানে স্থানে কেলি করিতেছে অগণন ॥
 ঈরাম লক্ষ্মণে তারা করি দরশন ।
 নয়নেতে অক্ষধারা হয় বরিষণ ॥
 রথের পশ্চাৎ ভাগে যত পুরবাসী ।
 গমন করিছে মনে হইছে উদাসী ॥

পরিহার করি নিজ বিচিত্র ভবনে ।
 ময়নৈতে জলধাৰা চলিয়াছে বনে ॥
 প্রথম দিবসে তবে প্রভু শ্রীনিবাস ।
 তমসা নদীর তীরে করেন নিবাস ॥
 তথায় দেখেন অযোধ্যার লোকজনে ।
 চলিয়াছে তাঁর সঙ্গে নিবিড় বিজনে ॥
 বহু রূপে বুঝালেন কমললোচন ।
 না মানিল নিষেধ তাঁহার কদাচন ॥
 নিশীথ সময়ে তবে রাম রঘুপতি ।
 অনুমতি করিলেন সারথির প্রতি ॥
 এই বেলা আস্তে আস্তে লয়ে যাও রথে ।
 ইহারা জানিতে যেন নাহে কোন মতে ॥
 শুনিযে সারথি অগ্রে করি সেই মত ।
 পরিশেষে বায়ুবেগে চালাইল রথ ॥
 প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন ।
 জাগিয়ে উঠিল যত পুরবাসিগণ ॥
 দেখিল তথায় আর নাহিক সান্দন ।
 হুহুহুেতে চলিল সবে করিয়ে ক্রন্দন ॥
 সমুদ্রের মধ্যস্থলে ডুবিলে জাহাজ ।
 হাহাকার করে যেন বণিকৃ সমাজ ॥
 পরস্পর এই রূপ বলিছে সবাই ।
 কি ছার মিছার ঘরে কেন আর যাই ॥
 ধন্য মীন বাক্তি বিনা ধরে না জীবন ।
 যিকু সবে রাম বিনা চলেছি ভবন ॥

ইহা বলি পুরবাসী করিল গ্রহান ।
আমার আশায় তারা ধরিল পরাণ ॥
তনু ফীণ ঐরামের বিরহ প্রভাবে ।
নলিন মলিন যথা অরুণ অভাবে ॥

দ্বিতীয় দিবসে তার পরে রঘুবীর ।
শূন্যবের পুর মাঝে উপনীত ধীর ।
ভগবতী ভাগিরথী দরশন করি ।
আনন্দেতে বন্দিলেন জানকী সুন্দরী ॥
লক্ষ্মণ সীতায় রাম লয়ে নিজ সঙ্গে ।
রঙ্গে দেখিছেন তথা গঙ্গার তরঙ্গে ॥
এই সমাচার পেয়ে নিষাদের পতি ।
গুহক চণ্ডাল নাম ভাগ্যবান অতি ॥
ঐরামের সন্নিধানে উপনীত হয় ।
স্বজন সহিত লয়ে ফল মূলচয় ।
বন আগমন হেতু শুনিয়ে নিষাদ ।
হৃদয়ে হইল তাব বড়ই বিবাদ ॥
প্রগতি পূর্বক গুহ রাঘব চরণে ।
করষোড়ে দাঁড়াইল পরিজন সনে ॥
জিজ্ঞাসেন রাম তার ঘরের কুশল ।
সে কহিল কুপানাত সকলি মঙ্গল ॥
তব পাদপদ্ম আজি করি দরশন ।
সকল হইল আমি সবার জীবন ॥
আমি নীচ চণ্ডাল অশুচি অতিশয় ।
দীন দাসে দেখি যেন ঘণা নাহি হয় ॥

গুহর দেখিয়ে ভক্তি প্রভু ভগবান ।
 সখা সম্বোধনে তার বাড়ান সন্মান ॥
 পরিজন সকলেরে পাঠাইয়ে দিয়ে ।
 একাকী তথায় গুহ রহিল বসিয়ে ॥
 অন্তাচলে প্রস্থান করিল দিনাকর ।
 ভ্রমর কমল কোক শশোক অন্তর ॥
 অটবী অটনে পরিশ্রান্ত কলেবর ।
 ভূমিতলে নিদ্রা যান রাম গুণাকর ॥
 তাঁর পাশে সেই মত জানকী সুন্দরী ।
 লক্ষ্মী পায় কামরতি দরশন করি ॥
 করতলে শরাসন ধরিয়ে লক্ষ্মণ ।
 প্রহরী রূপেতে বীর করেন রক্ষণ ॥
 নিকটে বসিয়ে তাঁর নিষাদের পতি ।
 দেখিয়ে দুজনে মনে বিবাদিত অতি ॥
 দুষ্কক্কেণ সন্নিভ সুশয্যা সুধুময় ।
 তাহাতে যাহার ভাল নিদ্রা নাহি হয় ॥
 কমল জিনিয়ে যার কোমল শরীর ।
 ধরায় শয়িত কিনা হেন রঘুবীর ॥
 মহারাজ ধীরাজ জনকরাজমুতা ।
 রমণীর শিরোমণি সৰ্ব্বগুণ যুতা ॥
 এমন জানকী কিনা পড়িয়ে ভূতলে ।
 বিধির কি বিধি হায় কার সাধ্য বলে ॥
 দিনকর বংশতরু কুঠার কৈকেয়ী ।
 এই সৰ্ব্বনাশ হায় করিলেক সেই ॥

প্রবোধ বচনে তারে কহেন লক্ষ্মণ ।
 অঁদুট অঁদুট লিপি কে করে খণ্ডন ॥
 কেহ কারু নাহি হয় সুখ দুঃখ দাতা ।
 আপনার কর্মভোগ স্থির জান ত্রাতা ॥
 সংসার যামিনী যোগে জাগে যোগী যত ।
 বিষয়ী পুরুষ সব মোহ নিদ্রাগত ॥
 সুখদুঃখময় নানা দেখিছে স্বপন ।
 এ হয় বিদেশী পর এ হয় আপন ॥
 এবম্বিধ বহুবিধ করি আলাপন ।
 শুহক লক্ষ্মণ করে রজনী যাপন ॥
 প্রভাত হইল নিশি উদয় তপন ।
 তারা যারা করে তারা শরীর গোপন ॥
 নিদ্রা ভাঙ্গি অননি উঠিয়ে রঘুবীর ।
 আদেশ করেন আনিবারে বটকীর ॥
 আটা দিয়ে জটা বাঁধিলেন তিন জন ।
 দেখিয়ে স্নমস্ত্র বহু করিল রোদন ॥
 ভূপতির অনুমতি নিবেদিল তবে ।
 অরণ্য দেখায়ে গৃহে লয়ে যেতে সবে ॥
 গুনি অস্বীকার করিলেন রঘুপতি ।
 স্নমস্ত্র বলিল তবে জানকীর প্রতি ॥
 জননী তুমারে লয়ে যাই নিকেতনে ।
 রাজবালা কেমনে মা থাকিবে কাননে ॥
 প্রবণে জানকী দেবী করেন উজ্জ্বল ।
 কি কাজ আমার আর অযোধ্যার যত ॥

হে সুমন্ত্র ভূপতির মন্ত্রীর প্রধান ।
 পতি ছেড়ে সতীর কি আছে অন্য স্থান ॥
 বাইবার কথা কিবা বলিছ আমারে ।
 চক্ষু ত্যজি চক্ষিকা থাকিতে কোথা পারে ॥
 শুনিয়ে সুমন্ত্র তাঁর বন্দিয়ে চরণ ।
 শূন্য রথ লয়ে গেল অযোধ্যা ভুবন ॥
 মূলধন হারা সাধু বণিক যেমন ।
 সেই মত শোকাকুল করিল গমন ॥
 ইতি মহাকাব্যে রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে
 রাম বনগমন নামক ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ ।

জানকী লক্ষ্মণ মনে রাম ধীরে ধীরে ।
 উপনীত হইলেন জাবুকের তীরে ॥
 ডাকিয়ে বলেন তথা পাটুনির প্রতি ।
 তটিনী করিয়ে পার দেহ লীলগতি ॥
 জীরামের এই বাক্য শুনিয়ে পাটুনি ।
 বলিছে তাঁহারে শুবে করিয়ে কাঁটুনি ॥
 তোমারে করিতে পার সাহস না হয় ।
 তা হইলে, বড়ই বিজ্ঞাট মহাশয় ॥
 চরণের রক্ত ডব হেন স্তম্ভ ধরে ।
 পরশনে লাবণ মানবী কি না করে ॥

তাই ভয় পাহে এই আমার ভয়নী ।
 যত্নপি হইয়ে বার মূনির যয়নী ।
 ইহাতে পালন করি সব পরিবার ।
 নাহি জানি আর কোন বাণিজ্য ব্যাপার ।
 অতএব প্রভু ভূমি পার যদি হবে ।
 প্রজালন চরণ করিয়ে দিব তবে ।
 জুনিয় হানিয়ে রাম কমললোচন ।
 পাটুনির প্রতি তবে বলেন বচন ।
 বা হয় করহ ইচ্ছা নাহি বাধা তার ।
 বিলম্ব না হয় যেন করিবারে পার ।।
 যার নাম অন্তকালে একবার করি ।
 অবহেলে ভবসিন্ধু যায় জীব তরি ।
 ক্ষুদ্রনদী পার হেতু সেই দয়াময় ।
 পাটুনির প্রতি কি না করেন বিনয় ।
 সেই উতি পুরিয়ে জল পাটুনী লইয়ে ।
 চরণ কমল রক্ত দিল ধোয়াইয়ে ।
 স্বর্গ হৈতে দেবগণ পুষ্প ব্রুতি করে ।
 ইহার সঙ্গ ভাণ্ড্য কেহ নাহি ধরে ।
 সেই জল পরিবার শুদ্ধ পান করি ।
 পিতৃ পিতামহ সহ গেল মুখে তরি ।
 উপনীত ত্বিন জনে হয়ে পর পারে ।
 রতন অক্ষরী লীতা দিলেন তাহারে ।
 কিরাইয়ে দিল সেই না করি আইগ ।
 অনুরোধ করিলেন যদিও লক্ষণ ।

আশীষ দিলেন তারে রাম রম্যবর ।
 প্রণাম করিয়ে সেই গেল নিজঘর ।
 সেইখানে মজ্জন পূর্বক প্রভু রাম ।
 কণেক বসিয়ে তবে করেন বিপ্রাম ।
 গজারে করিয়ে স্তুতি জনকনন্দিনী ।
 বলিলেন হে জননি ! ত্রিলোকবন্দিনী ।
 আমারে করহ দান এই আশীর্বাদে ।
 পুনর্বার ফিরে সবে আসি অপ্রমাদে ।
 দ্রবময়ী গঙ্গা শুনি সীতার বচন ।
 বলিলেন তাঁহাকে করিয়ে সম্বোধন ।
 তুমি রম্যপতিজায়া কি বলিব আর ।
 পবিত্র হয়েছি আমি পরশে তোনার ॥
 তথাচ তোমারে করিতেছি আশীর্বাদ ।
 অবশ্য পূর্ণিবে দেবি ! তোমার যে সাধ ॥
 পতি দেবরের সহ ফিরিয়ে আসিবে ।
 তোমার সুযশে দিগ্‌দশ প্রকাশিবে ॥

গঙ্গার বচন শুনি মঙ্গলের মূল ।
 জানিলেন জানকী জাহ্নবী অনুকূল ॥
 গুহেরে কহিল তবে প্রভু ভগবান ।
 আপন অঙ্গিমেষে তাই করহ গ্রহণ ॥
 শুনিয়া হইল নেই বড়ই কাতর ।
 রামেরে কহিছে তবে খোড় করি কর ॥
 বনের কোণায় থকা জান আপনি ।
 সঙ্গে থাকি দেখাইয়ে দিব রম্যমণি ॥

অতএব কাট্ছে আরো থাকি কিছু দিন ।
ওঁ পদ করিবে সেবা এ দাস অধীন ॥
যেই বনে তিন জনে করিবে বসতি ।
পৰ্ণশালা নির্মাণ করিয়ে দিব তথি ॥
গৃহের দেখিয়ে ভক্তি প্রভু রঘুনাথ ।
চলিলেন হৃষ্টমনে লয়ে তারে সাথ ॥

অতঃপর রান সীতা লক্ষ্মণ সহিত ।
তীর্থপতি প্রয়াগে আসিয়ে উপনীত ॥
গঙ্গা যমুনায় তথা একত্র মিলন ।
দেখিলেন তরঙ্গের রঙ্গ সুশোভন ॥
জান করে যেই জন এই পুণ্য জলে ।
চতুর্দর্শ ফল সেই পায় কুতূহলে ॥
প্রয়াগ মহিমা বলে কাহার শক্তি ।
পাপপুঞ্জ কুঞ্জর কেশরী তীর্থপতি ॥
সেই খানে স্নান করি ত্রিগুণমন্দন ।
করিলেন শিব শিবা চরণ বন্দন ॥
আইলেন পরে তরঙ্গাঙ্কের আশ্রম ।
উঠিয়ে তাপসবর করেন সজ্জন ॥
ফল মূল আনিয়ে দিলেন তরঙ্গাজ ।
নারী ভ্রাতা সনে বসি খান রঘুরাজ ॥
মুনি বঁলে আজি মম সকল জীবন ।
সকল হইল ব্রত ভজন সাধন ॥
এই বর রূপা করি দেহ রঘুপতি ।
তোমার চরণে রত রহে মতি গতি ॥

অবশ্যে শ্রীরাম হয়ে সজ্জিত অস্ত্র ।
 বলিলেন তার পর ভরদ্বাজ প্রতিশ্রুতি ।
 তুমি যারে সমাদর কর যুনিরাস্ত্র ।
 তাহারে মহাস্বা বলা অবশ্যই যায় ॥
 শ্রীরামের আগমন করিয়ে অবশ ।
 প্রয়াগ নিবাসী বটু ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
 ব্রহ্মচারী যতি যোগী আদি ক্রমে ক্রমে ।
 উপনীত আসি ভরদ্বাজের আশ্রমে ॥
 সকলেরে সম্ভাষ পূর্বক রথুপতি ।
 নতশিরে করিলেন চরণেতে নতি ॥
 সেই দিন করি তথা নিশি অবসান ।
 নারী জাতা সখা সনে যান অন্য স্থান ॥
 পথ প্রদর্শন করিবারে যাঁরা পটু ।
 সঙ্গে চলিলেন হেন চারি জন বটু ॥
 গ্রামের নিকটে রামে জানি সমাগত ।
 দেখিতে ধাইল তবে নর নারী যত ॥
 বিন্মিত হইল সবে হেরিয়ে স্খুঠাম ।
 অভিলাষ হৃদয়ে জানিতে নাম ধাম ॥
 শুনিল শ্রীরাম দশরথের নন্দন ।
 পিতৃসত্য পালিবারে চলেছেন বুন ॥
 কলিন্দনন্দিনী নদী কালিয় মুরতি ।
 করিলেন তিন জনে তাঁহারে প্রণতি ॥
 পাহুগণে তাঁহাদের করি দরশন ।
 বলিতে লাগিল তারা বিনয় বচন ॥

যেই নিধি সকলক করিল শশিরে ।
 জ্ঞান দিল জলধির নিরমল নীরে ॥
 যেই বিধি কমলে কণ্টক ঘটাইল ।
 সেই বিধি ইহাদের বনে পাঠাইল ॥
 হেন সুকুমারগণে চলিল বিজন ।
 ভোগ বিলাসের কেন জগতে সৃজন ॥
 পদব্রজে ঘাইতেছে হেন জন সবে ।
 গজ বাহনের সৃষ্টি কেন আর তবে ॥
 ইহারা যদ্যপি এই তরুতলে রয় ।
 কার হেতু এ জগতে অউলিকাচয় ॥
 ইহারা যদ্যপি করে ধরায় শয়ন ।
 সুকোমল শয্যা আর কাহার কারণ ॥
 ইহারা পরিল যদি বজ্রকল বমন ।
 রথায় জন্মিল মণি কণক ভূষণ ॥
 ইহারা যদ্যপি কল খাইল সুধায় ।
 কি কায সুধায় আর কে তারে সুধায় ॥
 তার মধ্যে এক জন চতুর সুজন ।
 সে বলে আমার তাই হেন লয় মন ॥
 ইহারা স্বয়ম্ভু সৃষ্ট নহে বিধাতার ।
 নিরখিয়ে বিশ্বয় জন্মিল মনে তার ॥
 ইহাদের ভুল্য রূপ করিতে প্রকাশ ।
 হারিল বিরিকি করি অশেষ প্রকাশ ॥
 তাই বুঝি হিংসায় হয়ে জ্ঞান হত ।
 পাঠাতে নিজ বনে হয়েছে উদ্যত ॥

কেহু কহে হে মিত্র ! ভাগ্যের সীমা নাই ।
 হেন সব জনে দেখা পাইয়াছি তই ॥
 পথক্লেশ ইহার। কি পারিবে সহিতে ।
 এত বলি অশ্রুধারা লাগিল বহিতে ॥
 তথা হইতে তাঁরা সব করেন গমন ।
 নিরখিয়ে পান্থগণ আনন্দিত মন ॥
 দুই পাশে শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই জন ।
 মধ্য সীতা অপরূপ রূপ সুদর্শন ॥
 ব্রহ্মজীব মাজে যথা মায়া'র মুরতি ।
 অথবা মদন মধু মধ্যভাগে রতি ॥
 কিম্বা উপমার স্থলে সেই রূপ ধরি ।
 বিধু বুধ মধ্য যেন রোহিণী সুনন্দী ॥
 দৃষ্টি করি সীতা সহ রামের প্রণয় ।
 খগমুগ প্রেমোত্তে মগন মন হয় ॥
 ভ্রমণ জনিত পরিশ্রান্ত কলেবরে ।
 প্রম বিন্দু ইন্দুচাত সুধাবিন্দু ঝরে ॥
 অতঃপর বাস্তবিকি আশ্রমে উপনীত ।
 নিরখিয়ে মুনিবর অতি আনন্দিত ॥
 স্কন্দর ভূধর তথা দিব্য সরোবর ।
 মধু আশে অমে'পাশে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
 ঢল ঢল করে জল জলদ বরণ ।
 বরটা বিরাজ করে দিগে সমুদ্রগ ॥
 হেরিলে তাহার শোভা হেন জ্ঞান হয় ।
 কাল মেঘ কোলে যেন বলাকা নিচয় ॥

শত শত দল আছে কত শতদল ।
 কুমুদ বঁহুয়ার পরিপূর্ণ পরিমল ।
 সদাগতি সদাগতি সহিত সৌরভ ।
 কুহু কুহু কোকিল কাকলী কলরব ।
 খগগণ অগগন যুগগণ যত ।
 অভয় অন্তরে ভ্রমিতেছে অবিরত ।
 রামেরে দেখিয়ে মনে মহাকুতূহলী ।
 স্তুতি করে ঋষিবর হয়ে কুতাজ্জলি ।
 জয় জয় রামচন্দ্র করুণাসাগর ।
 করুণ কটাক্ষ কর হেরিয়ে কাতর ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি লোকপতি ।
 স্বল্পেণে ত্রিগুণধর অগতির গতি ॥
 তবু ভাব ভাবি তব পরাভব মানে ।
 তুমি বিশ্ববিৎ কেহ তোমারে না জানে ॥
 মায়াতীত মায়্যা তব কে বুঝিবে মায়্যা ।
 তব মায়্যা ছায়্যা লোকে আশ্রয় আর কায়্যা ॥
 চারি বেদ তব তেদ বুঝিবারে নাারে ।
 স্বতন্ত্র তোমার তন্ত্র জানিতে কে পারে ॥
 যোগীগণে ধরি ধ্যানেন না পায় দর্শন ।
 বড় দূর্শমেতে কোথা পাইবে দর্শন ॥
 পুরাণ পুরুষোত্তম পুরাণের মতে ।
 পতিত পাবন পাহি বিভো বিশ্বপতে ॥

এইরূপ বহু কৃতি করি যুনিবর ।

কৃতি লোটায়ে নতি করে তার পর ।

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অষোধ্যাকাণ্ডে

বাল্মীকি-স্তোত্র নামক সপ্তম সর্গ ।

অষ্টম সর্গ ।

রঘুপতি রাম, করিয়ে বিশ্রাম, বাল্মীকির তপোধনে ।

বলেন বচন, সুধার রচন, সম্বোধিয়ে তপোধনে ॥

হে গুণনিধান, করি প্রণিধান, আমারে সন্ধান কহ ।

কোথায় সংপ্রতি, করিব বসতি, জানকী লক্ষণ সহ ।

শুনি যুনিবর, করিল উত্তর, ঐবদ তখন হাসি ।

ওহে শ্রীনিবাস, তোমার নিবাস, শুন বলি গুণরাশি ॥

করহ শ্রবণ, যাহার শ্রবণ, শ্রোতস্বতীপতি প্রায় ।

স্তব পুণ্য কথা, নদীতুলা যথা, পূর্ণ করিতেছে তায় ॥

তব পদে গতি, রতিনতি গতি, অন্য নাহি জানে আর ।

ওহে সীতাপতি, করহ বসতি, হৃদয়েতে গিয়ে তার ॥

বলি হে বচন, যাহার লোচন, চাতকের রূপ ধরে ।

সদা প্রতিফল, করে প্রতীকণ, দরশন নীরধরে ॥

রূপ বিম্বুবারি, পরিতোষ কারী, পরিহারি রজ্জ্বাকরে ।

ওহে দয়াময়, বাস যেন হয়, তাহার হৃদয় ঘরে ॥

না দিয়ে তোমায়, কদাপি না খায়, অন্ন জল ফল মূল ।

দেবহিমে ভক্তি, ধর্মে অনুরক্তি, মরুজীবে অনুকূল ॥

পরিজন মনে, হরষিত মনে, তোমারে করেছে সার ।
 ওহে গুণাকর, সদা বাস কর, হৃদি নিকেতনে তার ॥
 কামকোষমোহ, লোভকোভদ্রোহ, দম্ভমদআদি আর ।
 রিপুগণ সব, মানি পরাভব, সদা বশে আটুই যার ॥
 কি নিশি কি দিন, করিয়াছে লীন, তোমার চরণে মতি ।
 ওহে রঘুরায়, করহ সুরায়, তার হৃদি নিবসতি ॥
 যুক্ত শম দম, স্তুতি নিন্দাসম, হিতকারী সবাকার ।
 অপ্রিয় বচন, না বলে কখন, সত্যবাদী সদাচার ॥
 তোমার চরণ, লইয়ে শরণ, ধন্য ভাবে আপনারে ।
 ওরে রঘুবর, গিয়ে বাস কর, তাহার হৃদয়াগারে ॥
 পরের রমণী, আপন জননী, সন্তুষ্ট যাহার ধ্যান ।
 পরের ধনেতে, যাহার মনেতে, লোষ্ট্র সম হয় জ্ঞান ॥
 পরস্বখে সুখী, পর দুঃখে দুঃখী, যেই জন নিরস্তর ।
 হে রঘুনন্দন, ত্রিলোক বন্দন, তার হৃদে বাস কর ॥
 চিত্তে সদাতোষ, পরিহরি দোষ, গ্রহণ যে করে গুণ ।
 শুচি সদাচার, নীতি ব্যবহার, কার্যে অতি সুনিপুণ ॥
 বিপ্র ধেনু-হেতু, বাঁধে ধর্ম্মসেতু, কেবল তোমারে জানে ।
 হৃদয় কমল, যাহার অমল, কর বাস সেই স্থানে ॥
 প্রিয় পরিজন, দিয়ে বিসর্জন, যে জন তোমারে জয় ।
 স্বর্গ অপবর্গ, ভাবি উপসর্গ, তার প্রতি নাহি ধায় ॥
 মজ্জ প্রেমমদে, মূল্যদে বিপদে, তোমার গুণ যে গায় ।
 হইয়ে লদয়, তাহার হৃদয় মাজে বৈস রঘুরায় ॥
 করে ধনুশর, রূপ মনোহর, জানকী বসিয়ে বামে ।
 সর্ব জলকণ, দক্ষিণে লক্ষণ, রূপ জিনি কোটি কামে ॥

দিবস শরীর এই ধ্যান ধরি, যে করে কালাতিপাত ।

হৃদয়ে তাহার, করহ বিহার, নিরবধি রথুনাথ ॥

মুনিবর তার পরে, নিবেদিল যোড় করে,

অবধান কর রথুপতি ।

চিত্রকূট ধরাধরে, অপরূপ রূপ ধরে,

তথা গিয়ে করহ বসতি ॥

অতি মনোহর নগ, বিহরে যতেক থগ,

শোভা তার মুরপুর জিনি ।

কল কল ছল ছল, টল টল ঢল ঢল

ডরলতরঙ্গা মন্দাকিনী ॥

অত্রি আদি মুনি সব, করিবেন মহোৎসব,

তোমারে করিয়ে দরশন ।

চল রাম চল চল, বিলম্বে নাহিক ফল,

সঙ্গে আমি করিব গমন ॥

শুনিয়ে মুনির বাণী, পরম সন্তোষ মানি,

সীতা লক্ষ্মণের সহ রাম ।

চিত্রকূট শৈলোপরে, আনিয়ে তাহার পরে

তিন জনে করেন বিশ্রাম ॥

স্বমিত্রানন্দন প্রতি, করিলেন অনুমতি,

নির্ভয় করিতে বাসস্থান ।

শুনিয়ে লক্ষ্মণ বীর, ইতস্তত, আমি ধীর,

লগিলেন করিতে সন্ধান ॥

দেখেন উত্তর ধারে, রয়েছে খনুকাকারে,

মন্দাকিনী মনোহরা অতি ।

নির্মল ভাহার নীর, নিরখি করেন হির,
তার তীরে করিতে বসতি ।

অবণেতে রঘুপতি, গমন পূর্বক তখি,
অতি আনন্দিত দৃষ্টি করি ।

স্বরগণে সেই বনে, রহিলেন হৃষ্ট মনে,
কোল কিরাতের রূপ ধরি ।

কুশভূগ পত্র দিয়ে, দিল তারা নিরমিয়ে,
দুখানি কুটীর মনোহর ।

জ্ঞানকী লক্ষণ মনে, পর্ণশালা নিকেতনে,
বিরাজ করেন রঘুবর ।

সে রূপ কিরূপে কব, মুর্তিমান্ মনোভব,
সঙ্গে যেন রতি ঋতুরাজ ।

ধরিয়ে মুনির বেশে, পর্তত উপরে এসে,
জ্ঞান হয় করিছে বিরাজ ।

দেবতা গন্ধর্ব নাগ, সিদ্ধ বিদ্যাধর ভাগ,
অঙ্গর কিম্বরগণ আর ।

মারা সব কামরূপ, হেরিবারে রামরূপ,
নানারূপে করিছে বিহার ।

পাহাড়ে চোহাড় যারা, সমাচার পেয়ে তারা,
কল মূল আনি ভারে ভারে ।

রাসের চরণে দিয়ে, যোড় করে দাঁড়াইয়ে,
রহে চিত্ত পুত্তলিকাকারে ।

নিরখিয়ে রঘুপতি, মধুর বচনে অতি,
তাদের করেন সমাদর ।

হেরি তাঁরে অনুকূল, অতঃপর কিরাতকূল,
বলিছে বিনয় পুরঃসর ।

শুনহে কোশলাপতি, আমাদের ভাগ্য অতি,
এসেছেন আপনি হেতায় ।

কিবা দিবা বিভাবরী, ও চরণ সেবা করি,
তরিব সংসার যাতনায় ॥

পদরজ পরশনে, কানন ভূধরগণে,
করিয়াছে সার্থক পরীর ।

ঋগ যুগ বনচরে, যারা এই বনে চরে,
সবে উদ্ধারিলে রঘুবীর ॥

তব আগমন জন্য, আমরা হয়েছি ধন্য,
গণ্য মান্য সকল প্রকারে ।

অনাথ ছিলাম ভবে, সনাথ হলাম সবে,
আমাদের আর কেবা পারে ।

কেশরী তরুণ বাঘ, অরণ্যবরাহ নাগ,
শিকারের কৌতুক দেখাব ।

নন্দনদী সরোবর, জলাশয় মনোহর,
যথা আছে তথা লয়ে যাব ॥

জপ যজ্ঞ ব্রত করি, দিবানিশি ধ্যান ধরি,
যাঁরে নাহি পায় যোগিগুণ ।

কিরাতের কথা শুনে, অকৃত্রিম প্রেমগুণে,
তিনি হন আনন্দিত মন ॥

নিজ বালকের কথা, জনক অবগে যথা,
হরষিত আপন হৃদয়ে ।

সেই মত রঘুরায়, পুলকে পূর্ণিত প্রায়,
ছলহীন জাল্যের বিনয়ে ॥

ক্রীরামের আশ্রমেনে, তরুলতাগণ বনে,
কুম্মমিত হইল সকল ।

কোকিলের কলরব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
গন্ধবহ স্নমন্দ শীতল ॥

শক্রভাব পরিহরি, করিগণ সঙ্গে হরি,
করিতেছে কাননে বিহার ।

ময়ূর ভূজঙ্গ সঙ্গে, ক্রীড়া করিতেছে রঙ্গে,
মূষিকেতে পুষিছে মার্জ্জার ॥

দাশরথি বাস জন্য, ভূতলে সকলে ধন্য,
স্বর্জাতি স্বজন সন্নিধানে ।

চিত্রকূট ধরাধর, সবে করে সমাদর,
হিমগিরি প্রভৃতি বাখানে ॥

প্রিয় পরিজন গণে, মীতোর নাহিক মনে,
প্রিয় বিধুবদন নেহারী ।

যেই মত নিশাপতি, নিরাখিয়ে সুখী অতি,
হৃদয়েতে চকোর কুমারী ॥

কুটীর কোটার মত, শ্বগ মৃগগণ যত,
নিজ পরিবার পুরজন ।

মুনি মুনিরধু যারা, শ্বশুর স্বাশুড়ি তাঁরা,
ফল মূল সুধার মতন ॥

রামরূপ নিরীক্ষণে, জানকীর কণে কণে,
উঠে মনে আনন্দলহরী ।

বহুরূপ কোকবধ.' আকাশে নলিনী বঁধু,
নয়নেতে নিরীক্ষণ করি ॥

টাহার করুণাবলে, ক্ষুদ্র জীব ধরাতলে,
তাজে বিষয়ের অতিলাষ ।

টাহার বনিতা যিনি, ভ্রমেও কভু কি তিনি,
করিবেন বিষয়ের আশ ॥

পিতামাতা পরিজনে, রামের হইলে মনে,
অশ্রুধারা হয় নিপতন ।

জনক নন্দিনী তাঁর, সন্নিধানে অনিবার,
কায়া সহ ছায়ার মতন ॥

সে ভাব গোপন করি, পুন রাম ঠৈর্য্য ধরি,
আরম্ভ করেন আলাপন ।

কথা নানা পুরাতনী, প্রসঙ্গেতে রঘুমণি,
নিশি দিবা করেন যাপন ॥

জানকী লক্ষ্মণ মনে, পর্বশালা নিকেতনে,
রঘুপতি তেমনি প্রকার ।

শচী জয়ন্তের সঙ্গে, যে রূপ পরম রঙ্গে,
স্বরপতি করেন বিহার ॥

দশরথ পুত্রশোকে, প্রাণ ত্যজি স্বরলোকে,
অতঃপর করিল গমন ।

রাণীগণ পুরবাসী, পাত্র মিত্র দাস দাসী,
হাহাকার করে সর্বজন ॥

মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড

দশরথ স্বর্গ গমন নামক অষ্টম সর্গ ।

নবম সর্গ ।

রাজা দশরথের মরণবার্তা শুনি।
 ভূপ ভবনেতে উপনীত যত মুনি ॥
 বিশিষ্ট বুঝান তবে সব রাণীগণে ।
 ইতিহাস জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় বচনে ॥
 তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে ভূপতি কলেবর ।
 রাখিবারে আজ্ঞা করিলেন মুনিবর ।
 ভরত ছিলেন নিজ মাতুল আগারে ॥
 দূত পাঠালেন শীঘ্র আনিবারে তাঁরে ।
 কহিতে সংবাদ মুনি করেন বারণ ।
 যে আজ্ঞা বলিয়ে দূত করিল গমন ॥
 অবোধ্যায় এসব ঘটনা হয় যবে ।
 কুস্বপন ভরত দেখেন তথা তবে ॥
 উঠিয়ে করেন নিত্য শিব স্তোত্রায়ন ।
 দীন দ্বিজে দান দেন রজত কাঞ্চন ॥
 এই বর চান বীর হরের চরণে ।
 কুশলে রহেন পিতা মাতা বন্ধুগণে ॥
 হেন কালে দূত তথা উপনীত হয় ।
 শিকামত বিশিষ্টের আজ্ঞা তবে কয় ॥
 শুনি দুই ভাই করি অশ্ব আরোহণ ।
 বামুবেগে দৌড়ে নগরাভিমুখ হুন ॥
 নদ নদী ভূধর কাননগণ আর ।
 দেখিতে দেখিতে লজ্জি হইলেন পার ॥

শুনিযে ভরত আর না পারি রহিতে ।
 জননীৰ প্রতি ক্রোধে লাগিল কহিতে ॥
 আরেয়ে পাপিনি তোরে কি বলিব আর ।
 রঘুবংশ ধ্বংস হেতু জনম তোমার ।
 আমারে যখন তুই প্রসব করিলি ।
 কি কারণে সেইকণে প্রাণে না মারিলি ॥
 হিন্নমূল করি তরু জল দিলি তাতে ।
 মলিল করিলি দূর মাছেরে বাঁচাতে ॥
 সূর্য্যবংশ অবতংশ দশরথ ভূপ ।
 জনক আমার হন সুরেন্দ্র স্বরূপ ॥
 রঘুপতি রামচন্দ্র অগ্রজ বাহার ।
 কি হেতু জননী তুই হইলি তাহার ॥
 যখন কুবুদ্ধি তোর হইল উদয় ।
 কি কারণে খণ্ড খণ্ড নহিল হৃদয় ॥
 আসন্ন কার্ণাতে বুদ্ধি বিপরীত হয় ।
 নরপতি তাই তোরে ছিলেন সদয় ॥
 নারীর কুটিল মতি কিরূপ প্রকার ।
 বুদ্ধিবারে মাখ্য নাহি হয় বিধাতার ॥
 পিতা মম স্বভাবেতে সরল হৃদয় ।
 জানিতে নারীর অশ্ম তাঁর কর্ম নয় ॥
 এ জগতে এমন কে আছে হেন জন ।
 প্রাণতুল্য অীরামে না করে দরশন ॥
 হেন রামে বিরোধী হয়েছি অতঃপর ।
 আমাসমু পাপী কেবা পৃথিবী ভিতর ॥

দূর হরে কালানুখী সমুখ হইতে ।
 আর আঁরে নাহি দিব নিকটে আসিতে ।
 শক্রঘন তদন্তর গুনিয়ে সকল ।
 ক্রোধেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
 হেনকালে মহুরা তথায় উপনীত ।
 কনক ভূষণ অঙ্গে শোভে অগণিত ॥
 দেখি শক্রঘন বিজাতীয় ক্রোধভরে ।
 মারিল দুর্জয় লাথি কুঁজের উপরে ॥
 মারি খেয়ে কুজি তবে ভূতলে পড়িয়ে ।
 গড়াগড়ি যায় যেন কুমুড়া গড়িয়ে ॥
 মলাম মলাম বলি ডাক ছাড়ে ঘন ।
 পুনর্বার মারিবারে ধায় শক্রঘন ॥
 ভরত দয়ার নিধি শীঘ্র তথা আসি ।
 অনুজের করেতে ধরেন গুণরাশি ॥
 অবিলম্বে তথা টেঁহতে করিয়ে গমন ।
 কৌশল্যার কাছে যান ভাই দুইজন ॥
 দেখিলেন তাঁহারে তাঁহারি অবিকল ।
 নীহার প্রহারে যেন কনক কমল ॥
 ভরত আগত জানি মহারানী পরে ।
 উঠিয়ে পড়েন পুন অবনী উপরে ॥
 হেরিয়ে ভরত হয়ে কাতর অন্তরে ।
 মননেতে বারিধারা বর বর ঝরে ॥
 পতিত হইয়ে বীর কৌশল্যা চরণে ।
 বলেন তাঁহারে তবে বিনীত বচনে ॥

হে মাতঃ কোথায় হায় জানকী লক্ষ্মণ ।
 'যাঁহাদের বিরহে দহিছে মম মন ॥
 কি হেতু নাহিক বক্ষ্যা হইল কৈকেয়ী ।
 রঘুবংশ মূলধ্বংস করিলেক যেই ॥
 হতভাগ্য আমরাই আছি কোন জন ।
 প্রিয় বন্ধু দ্রোহী পুন কলঙ্ক ভাজন ॥
 স্বরপুর গত পিতা রবিকুল কেতু ।
 আমি এই সমুদায় অনর্থের হেতু ॥
 ধিক ধিক অধিক কি বলিব আশায় ।
 রঘুবংশ বেণুবনে দাবানল প্রায় ॥
 কাতর কৌশল্যা দেবী ভরতের বোলে ॥
 উঠিয়ে তাঁহারে শীঘ্র লইলেন কোলে ।
 বলিলেন বিলাপ না কর বাছা আর ।
 রামের সহিত দেখা হবে পুনর্বার ॥
 কার দোষ দিব আমি বল বাপধন ।
 এই সব ছিল মম অশ্রুতে লিখন ॥
 জনকের আজ্ঞা শিরে করিয়ে বহন ।
 অনায়াসে রামচন্দ্র গেলেন গহন ॥
 জানকী লক্ষ্মণ দুঃখে হইয়ে মোহিত ।
 গিয়াছেন দুই জনে তাঁহার সহিত ॥
 নাহি পারি করিবারে শোক সংবরণ ।
 দশরথ ভূপতির হয়েছে মরণ ॥
 কঠোর কুলিশ তুল্য আমার হৃদয় ।
 এই হেতু প্রাণ মম বাহির না হয় ॥

কৌশল্যা এসব কথা বলিলে তখন ।
 উচ্চস্বরে কাঁদিয়ে উঠিল রাণী গণ ॥
 কাঁদেন ভরত তাঁর সঙ্গে শত্রু ঘন ॥
 রাজবাটী হৈল যেন শোক নিকেতন ॥
 ধৈর্য্য ধরি ধার্ম্মিক ভরত পরক্ষণে ।
 জ্ঞানগর্ভ বচনে বুঝান সৰ্ব্বজনে ॥
 অনন্তর কৌশল্যারে করি মোড়পাণি ।
 কহিলেন মাতঃ আমি কিছুই না জানি ॥
 যে দিব্য করিতে তুমি বলিবে আমায় ।
 সেই দিব্য করিতেছি ছুঁয়ে তব পায় ॥
 পিতা মাতা গুরু ধেনু অবলা নারিলে ।
 দেবদ্বিজ গৃহ দক্ষ অনলে করিলে ॥
 নিত্র মহীপতিরে করিলে বিষ দান ।
 ইত্যাদি ক্রিয়াতে যত পাতক প্রমাণ ॥
 তত পাপ হে জননি স্পর্শিবে আমাকে ।
 বদ্যপি আমার ইথে কতু মত থাকে ॥
 কৌশল্যা বলেন বাছা দিব্য কেন কর ।
 রাম হৈতে কেবা তব আছে প্রিয়তর ॥
 বিষ বরিষণ যদি সুধাকর করে ।
 তুষার রাশিতে যদি অনল উগরে ॥
 জলচরে দ্বেষ করে জলে যদি কভু ।
 তুমি বাপ রামের বিরোধী নও তবু ॥
 এইরূপে বিলাপ রোদন বহু করি ।
 পুরবাসী পরিজন পোহায় শরীরী ॥

তরুণ অরুণরূপ উদয় গগণে ।
 'ভূপ' ভবনেতে উপনীত মুনিগণে ॥
 দশরথ রাজার অমাত্য যারা সবে ।
 ক্রমে ক্রমে তথায় আইল তারা তবে ॥
 বামদেব বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি যত ।
 ভরতেরে সকলে বুঝান নানামত ॥
 'তৈলজ্রোণী' সহ লয়ে রাজার শরীর ।
 গেলেন ভরত তবে সরযূর তীর ॥
 অতি উচ্চতর চিতা করেন নির্মাণ ।
 দরশনে জ্ঞান হয় স্বর্গের সোপান ॥
 চন্দন কাষ্ঠেতে দেহ করিয়ে দাহন ।
 তিলাঞ্জলি তার পরে করেন অর্পণ ॥
 প্রেতক্রিয়া সমস্ত করিয়ে সমাপন ।
 ভরত আগত তবে ভবনে আপন ॥
 অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়ে ভরত ।
 দিলেন ব্রাহ্মণে দান কাঞ্চন রজত ॥
 ভরতেরে নিতান্ত কাতর দেখি মনে ।
 বুঝান বশিষ্ঠ হিত মধুর বচনে ॥
 শুনহ ভরত বলিলেন মুনিনাথ ।
 জীবন মরণ হয় বিধাতার হাতণ ।
 অতএব শোক নাহি কর গুণালয় ।
 শোচনীয় কব পিতা দশরথ নয় ॥
 শোচনীয় বিপ্র বেদ অধ্যয়ন হীন ।
 ধর্ম কর্ম পরিহরি বিষয়েতে লীন ॥

শোচনীয় স্তূপ নীতি নিপুণতা হত ।
 প্রজাতি পালন করে অপত্যের মত ॥
 শোচনীয় ধনীক বণিক মুকুপণ ।
 আতিথ্য নাহিক যার আলয়ে আপন ॥
 শোচনীয় শূদ্র দ্বিজ অপমানকারী ।
 শোচনীয় পতিরে বঞ্চনা করে নারী ॥
 শোচনীয় বটু নিজ ধর্ম পরিহারি ।
 নাহি চলে আচার্য্যের আজ্ঞা শিরে ধরি ॥
 শোচনীয় পিশুন ও অকারণ ক্রোধী ।
 জনক জননী জ্ঞাতি বান্ধব বিরোধী ॥
 শোচনীয় অতিশয় পর অপকারী ।
 নিজ তনু শোষক নির্দয় দুরাচারী ॥
 শোচনীয় কড়ু রাজা দশরথ নয় ।
 যার বশ শশাঙ্কে জগত জ্যোতির্ময় ॥
 সুরপতি যে রাজার করে যশোগান ।
 এ ভুবনে কেবা আছে তাঁহার সমান ॥
 তোমার জনক ভূপ ভাগ্যবান অতি ।
 তাঁর জন্যে খেদ নাহি কর মহামতি ॥
 পিতৃ আজ্ঞা শিরে তুমি করিয়ে বহন ।
 হে ভরতরাজ্য কর হয়ে হৃষ্টমন ॥
 যে পিতার আজ্ঞা হেতু রঘুপতি রাম ।
 বাননে প্রস্থান করিলেন শূণ্যহস্ত ॥
 তুমি সত্য কর সেই পিতৃ অনুমতি ।
 অযোধ্যার অধীশ্বর হও মহামতি ॥

ভৃগুপতি পিতৃ আজ্ঞা করিয়ে গ্রহণ ।

মেরেছেন জননীরে জানে সর্বজন ॥

জনকের আজ্ঞা আছে রাজ্য তুমি কর ।

হে তরুত অতঃপর শোক পরিহর ॥

তুমি যদি রাজ্যভোগ কর গুণধাম ।

শ্রবণে হবেন স্মৃখী বৈদেহী শ্রীরাম ॥

যেহেতু নিজ্ঞাত তাঁরা তোমার চরিত্র ।

পরম সুশীল তুমি ধার্মিক পবিত্র ॥

কৌশল্যা প্রভৃতি যত জননী তোমার ।

হেরিয়ে পাবেন তাঁরা আনন্দ অপার ॥

অযোধ্যার অধীশ্বর হত মহাবীর ।

নিন্দা নাহি করিবেন পণ্ডিত স্মধীর ॥

যেহেতু জগতে সবে আছে অবগত ।

এই কার্য্য তোমার পিতার অভিমত ॥

যখন শ্রীরাম করিবেন আগমন ।

তখন তাঁহারে রাজ্য করিবে অর্পণ ॥

শুনিয়ে কহিল তবে যত মঙ্গীগণ ।

মহারাজ গুরুবাক্য না কর হেলন ॥

যখন শ্রীরাম আসিবেন নিজাগারে ।

তখন তাঁহার রাজ্য দিবেন তাঁহারে ॥

কৌশল্যা বলেন তবে শুন বাপগন ।

পিতৃ আজ্ঞা শুরু আজ্ঞা না কর হেলন ॥

নরপতিস্বর্গগত রত্নপতি বনে ।

রাজ্য কর সাহসে সহায় করি মনে ॥

পুরবাসী প্রজাদের সংখ্যা নাহি হয় ।
 তুমি হও একমাত্র সবার আশ্রয় ॥
 চারা কিবা যারা গেলে বিধাতার হাতে ।
 বিলাপ রোদন তুমি না কর ইহাতে ॥
 ধর্ম্যধুরন্ধর ধীর ঐধর্ম্য মনে ধর ।
 রাজ্য পালি সকলেতে সুখী তুমি কর ॥
 এই সব বচন শুনিয়া তার পরে ।
 ভরতের কমল লোচনে কল বরে ॥
 অকৃত্রিম স্নেহ কিবা তাঁহার উপরে ।
 হেরিয়ে তুলসীদাস ধন্যবাদ করে ॥
 এ রসে বঞ্চিত কবি ধরিয়ে শরীর ।
 চিরদিন নীরদ নয়নে অশ্রু নীর ॥
 বলেন কেকরীমুত সভাজন শুনে ।
 বলিহারি যায় হরি ভরতের গুণে ॥

ইতি মহাকাব্য রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে

ভরতাগমন নামক নবম সর্গ ।

